Nihil obstat
L. SCHILLEBEECKS S.J.
Censor Deputatus.

IMPRIMATUR
J. FERNANDES. Vic. Gen.
Calcuttæ, in festo PENTECOSTES 1943.

ভুল সংশোধন

		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃ. ৫	টীকার ২য় ছত্র	হেরোদের পুত্র	হেরোদের পিতা
পৃ. ১১	১৫শ পদ	যর্দা নদীর পারে	যর্দান নদীর পারে
পৃ. ৫৭	১৩শ পদ	তিবের বিশ্বাস প্রকাশ	পিতরের বিশ্বাস-প্রকাশ

মূল্য ছয় আনা

Published by Subalchandra Banerji from 92 Lower Circular Road, Calcutta and Printed by Saurindranath Das at the Saniranjan Press, 25/2 Mohanbagan Row, Calcutta.

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সমীপেষু

বন্ধুবর,

আমার এই লেখা আপনাকে দেখাইতে গিয়াছিলাম—অবশ্য আমার মনে বেশ একটু সংকোচ ছিল।

আপনি পূর্বে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এইবার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "বইখানি খাঁটি বাংলায় করিতে হইবে; আমি নিজেই দেখিব।"

তারপর অনেক দিন ধরিয়া আপনি সমস্তই পরীক্ষা করিয়া অনেক অংশ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এমন পরিবর্তন হইল যে, আমার নাম ইহাতে দেওয়া আমি উচিত মনে করি না।

আমার পক্ষে গর্বের বিষয় এইটুকু যে, এই প্রথম বার বাংলা দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 'বাইবেলে'র অনুবাদে মনোযোগ দিলেন।

বইখানা যত পরিমাণে আমার, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি আপনার। তবু আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাকেই বইখানি উৎসর্গ করিলাম।

A. DONTAINE, S. J.

FOREWORD

FATHER O. DESROCHERS, C. S. C. published in 1932 a translation of the Gospel according to St. Matthew, which was well received, and in which he resolutely used modern colloquial Bengali.

The present edition is a thorough revision of this work, which we undertook with the author's consent. It will be seen that the rendering of Fr. Desrochers has been respected in many places. By the orientation which he gave, Fr. Desrochers has been a pioneer. He has freed the Gospel translation of any "bookish" smell. We have tried to follow his lead.

We hope to be faithful to it throughout the work of editing the complete New Testament. St. Luke's Gospel, now practically out of print, will be our next venture ; then from next year we shall print the Epistles, and the Apocalypse, the complete Mss. of which has been handed over to us by Rev. Fr. Desrochers.

Dr. S. K. Chatterji has revised the first sixteen pages. The whole work has been throughly revised, and partly re-written by Mr. Sajanikanta Das. For this help we wish to express here our thanks.

ভূমিকা

মথির "আরামেয়" পুস্তক আধুনিক্ গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মথির নামে প্রচলিত মঙ্গলসমাচার প্রথমে "আরামেয়" ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। আরামেয় ভাষা, হিব্রু ভাষার অপভ্রংশ; ইহা তখনকার ইহুদীদের প্রচলিত ভাষা, যীশুর মাতৃভাষা। এই আরামেয় ভাষায় যীশু উপদেশ দিতেন; এই ভাষায় প্রত্যেক শনিবারে, হিব্রুধর্মপুস্তকের তর্জমা করা হইত, কারণ পণ্ডিতগণ ছাড়া কেহ হিব্রু ভাষা জানিত না।

যীশুর স্বর্গারোহণের কিছুদিন পরে মথির এই "আরামেয়" পুস্তক লেখা হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যায়।

গ্রীক অনুবাদ খ্রীষ্টাব্দের ৬০-৭০ সালের মধ্যে এই আরামেয় মঙ্গলসমাচার গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদ কোথায় হইয়াছে বা কে করিয়াছেন, আমাদের জানা নাই। কিন্তু আমরা জানি, প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই এই অনুবাদ 'মথি-লিখিত মঙ্গলসমাচার' বলিয়া প্রচলিত ছিল। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আরামেয় ভাষায় মথি-লিখিত পুস্তক ও ইহার প্রচলিত অনুবাদ মোটের উপর একই।

মথির লেখার বিশেষত্ব লেখক ইহুদী; ইহুদীদের উদ্দেশে কলম ধারণ করিয়াছিলেন। ইহুদীদিগকে তিনি বুঝাইয়া দিতেছেন যে, যীশু ঋষিগণ দ্বারা প্রতিশ্রুত "খ্রীষ্ট" বা ত্রাণকর্তা। ঘন ঘন তিনি পুরাতন ঋষিগণের গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, যীশুর জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ঋষিগণের ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইয়াছে: ইহা যীশুর গর্ভাগমন সম্বন্ধেও খাটে [১, ২২-২৩] যীশুর জন্ম সম্বন্ধেও খাটে,

[২, ৫-৬] কাফার্নায়ুম-বাস সম্বন্ধে [৪, ১৪-১৬] যীশুর উপদেশ ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে [১২, ১৭-২০], যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু সম্বন্ধে [২৭, ১০] সর্বত্রই খাটে।

যদিও যীশুর মঙ্গলবার্তা সকল জাতির নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, উপস্থিত কর্মক্ষেত্র কেবল ইহুদী জাতির মধ্যে [১০, ৫]।

ফরিশীদের সঙ্গে ও অন্যান্য ইহুদীদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক এই পুস্তকে একটি শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে।

যীশুকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ফরিশীরা ঐশরাজ্যের বহির্ভূত হইবে, ইহা বারম্বার অতি স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে [৮, ১১]।

ফরিশীদের কুরীতির বিষয়ে কঠোর শ্লেষোক্তি, এমন কি তাহাদের প্রতি ধিক্কার, সুদীর্ঘ অধ্যায়ব্যাপী।

ছত্রে ছত্রে ইহুদীদের পারিবারিক জীবনের প্রাঞ্জল ছবি প্রস্ফুটিত হইতেছে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে, মথি এই পুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘটনাক্রম অবলম্বন করেন নাই : উপদেশ যেমন, তেমনই অলৌকিক ক্রিয়াও বিষয় অনুসারে একত্রিত করিয়াছেন।

লেখক লেখক সম্বন্ধে আমরা এইটুকু জানি যে উনি যীশুর আহ্বান পর্য্যন্ত করগ্রাহক ছিলেন। তিনি প্রভুর কথায় তখনই তাঁহার পেশা ছাড়িয়া যীশুর সঙ্গ লইয়াছিলেন; তাঁহার নাম লেবি ছিল [লুক ৫, ২৭ ; মার্ক ২, ১৪] সম্ভবত যীশুই তাঁহাকে "মথি" নাম দিয়াছিলেন।

সিদ্ধ মথি অনুসারে

মঙ্গলসমাচার

ভূমিকা : যীশুর বংশাবলি

১ আব্রাহামের বংশধর, দাউদের বংশধর যীশুখ্রীষ্টের বংশাবলি :
২ আব্রাহাম ইসাহাকের জনক। ইসাহাক যাকোবের জনক।
৩ যাকোব যুদা ও তাহার ভ্রাতৃগণের জনক। যুদার ঔরসে,
৪ থামারের গর্ভে, ফারেস ও জারার জন্ম। ফারেস হেজরনের জনক। হেজরন আরামের জনক। আরাম আমিনাদাবের জনক।
৫ আমিনাদাব নায়াসোনের জনক। নায়াসোন সাল্‌মোনের জনক। সাল্‌মোনের ঔরসে, রাহাবের গর্ভে বোয়োজের জন্ম। বোয়োজের

[২-১৭] বংশাবলীর মূল কথা তিনটি : খ্রীষ্ট (ক) আব্রাহামের বংশধর, (খ) যুদার সগোত্র, (গ) দাউদের বংশধর; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা প্রতীয়মান করা, যীশুর জন্মে পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইয়াছে [আদি পুস্তক ১২; ৩ ও ৪৯; ৮-১০ ও রাজাবলী ৭, ১২-১৭] বাইবেলের অন্যান্য বংশাবলীর মত ইহা অসম্পূর্ণ; উদাহরণস্বরূপ ৫ম পদ দ্রষ্টব্য; ইহার পরিসর

৬ ঔরসে, রুথের গর্ভে ওবেদের জন্ম। ওবেদ জেসের জনক। জেসে দাউদ রাজার জনক।

৭ উরিয়ের স্ত্রীর গর্ভে, দাউদের ঔরসে, সোলোমোনের জন্ম। সোলোমোন রোবোয়ামের জনক। রোবোয়াম আবিয়ার জনক।
৮ আবিয়া আসার জনক। আসা যোসাফাতের জনক। যোসাফাত
৯ যোরামের জনক। যোরাম ওজিয়ার জনক। ওজিয়া যোয়াথামের জনক। যোয়াথাম আখাজের জনক। আখাজ এজেখিয়ার জনক।
১০ এজেখিয়া মানাসের জনক। মানাসে আমোনের জনক। আমোন
১১ যোসিয়ার জনক। বাবিলোনে নির্বাসিত যোসিয়া যেখোনিয়া ও তাহার ভ্রাতৃগণের জন্ম দেন।

১২ বাবিলোনে নির্বাসনের পর, জেখোনিয়া সালাথিয়েলের জনক
১৩ হন। সালাথিয়েল জোরোবাবেলের জনক। জোরোবাবেল আবিয়ুদের জনক। আবিয়ুদ এলিয়াকিমের জনক। এলিয়াকিম আজোরের
১৪ জনক। আজোর সাদোকের জনক। সাদোক আখিমের জনক।
১৫ আখিম এলিয়ুদের জনক। এলিয়ুদ এলেয়াজারের জনক। এলেয়াজার
১৬ মাথানের জনক। মাথান যাকোবের জনক। যাকোব, মারীয়ার

৪০০ বৎসর; ৮ম পদে জোরাম ও ওজিয়াসের মধ্যে তিনটি রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই; ১৩-১৬শ পদের মধ্যে পাঁচ শত বৎসরের পরিসর। "জনক" কথাটি আক্ষরিক ভাবে বুঝিতে হয় না; ইহার অর্থ "আইনসম্মত" বংশধরও বুঝায়, কোন কোন স্থানে ঠাকুরদাদা বা পিতৃব্যও বুঝায়। অধিকন্তু, বংশাবলী মধ্যে স্ত্রীজাতির নাম উল্লেখ করিবার নিয়ম না থাকিলেও, তামার, রাহাব, রুথ ও উরিয়াব স্ত্রীর উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ দুশ্চরিত্র, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরজাতীয়; ইহাতে ঐশরাজ্যের আধ্যাত্মিক ও

স্বামী যোসেফের জনক। সেই মারীয়ার গর্ভে যীশুর জন্ম হইল, তিনিই খ্রীষ্ট নামে অভিহিত।

১৭ অতএব, আব্রাহাম হইতে দাউদ পর্য্যন্ত মোট চৌদ্দ পুরুষ; দাউদ হইতে বাবিলনে নির্বাসন পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ ও বাবিলনে নির্বাসন হইতে খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

১ম ভাগ ঃ যীশুর বাল্যকাল

যীশুর গর্ভাগমন ও জন্ম

১৮ যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে ঘটিল : তাঁহার মাতা মারীয়া যোসেফের বাগ্‌দত্তা হইলে, তাঁহাদের মিলনের পূর্বে আবিষ্কৃত হইল, ১৯ তিনি পবিত্রাত্মার প্রভাবে গর্ভবতী হইয়াছেন। তাঁহার স্বামী, ধর্মশীল যোসেফ, তাঁহাকে লোকনিন্দার ভাজন করিতে অনিচ্ছুক ২০ হইয়া, গোপনে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এই সময়ে প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "হে দাউদ-সন্তান যোসেফ, তোমার পত্নী মারীয়াকে গ্রহণ করিতে সংকোচ করিও না; কারণ তিনি যাঁহাকে

আন্তর্জাতিক ভাবের নিদর্শন আছে। বংশাবলী সম্বন্ধে লুক, ৩; ২৩-২৮ ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

[১৬] "মারীয়ার স্বামী"; যোসেফ ও মারীয়া একই গোষ্ঠীর লোক বলিয়া উভয়ের বংশাবলী অনেক পরিমাণে এক; তদ্ভিন্ন, যীশু আইনমতে যোসেফের পুত্র। বংশাবলীর অব্যহতি পরে, যীশুর জন্মের অলৌকিক ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে।

২১ গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তিনি পবিত্রাত্মা হইতে সম্ভূত। তিনি পুত্র-সন্তান প্রসব করিবেন; তুমি তাঁহার নাম **যীশু** রাখিবে; কারণ
২২ তিনি তাঁহার স্বজাতিকে পাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। মহর্ষির মুখে প্রভু বলিয়াছিলেন—

২৩ দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হইবেন,
পুত্র-সন্তান প্রসব করিবেন;
তাহার নাম রাখা হইবে 'এমানুয়েল'

অর্থাৎ 'আমাদের সঙ্গী ভগবান'। ঐ সমস্ত ঘটনাতেই তাহা
২৪ সফল হইয়াছিল।" যোসেফের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি প্রভুর দূতের আদেশ অনুসারে তাঁহার পত্নীকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার
২৫ পুত্র-সন্তানের জন্ম অবধি, তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন না। তাঁহার নাম রাখিলেন **যীশু**।

পণ্ডিতগণের আগমন

২ হেরোদ রাজার আমলে, যুদেয়ার বেথ্লেহেমে যীশুর জন্ম হইলে পর,
২ হঠাৎ পূর্বদেশ হইতে পণ্ডিতগণ যেরুশালেমে আসিয়া বলিলেন, "ইহুদীদিগের যে রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্বদেশে তাঁহার [নিদের্শক] তারা দেখিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে

---

[২৫] ধর্মপুস্তকে "অমুক সময় পর্য্যন্ত অমুক কার্য্য হয় নাই", ইহার দ্বারা এমন বুঝিতে হয় না যে, পরে ইহা হইয়াছে; ইহার উদাহরণ অনেক আছে; যথা—মথি ১২; ২০; আদি পুস্তক ২৮; ১৫; সাম ১১২ (১১১); ৮। মথির এইমাত্র উদ্দেশ্য, কুমারী হইতে যীশুর উদ্ভব প্রতীয়মান করা।

৩ আসিয়াছি।” ইহা শুনিয়া হেরোদ রাজা ও তাহার সহিত
৪ যেরুশালেমবাসী সকলে উদ্বিগ্ন হইল। সে প্রধান যাজক সকলকে
ও জাতির শাস্ত্রীগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “খ্রীষ্ট কোথায়
৫ জন্মিবেন?” তাহারা বলিল, “যুদেয়ার অন্তর্গত বেথ্লেহেমে; কারণ
মহর্ষি দ্বারা এইরূপ লিখিত আছে—

৬ হে যুদার অন্তর্গত বেথ্লেহেম, যুদার প্রসিদ্ধ স্থানগুলির মধ্যে তুমি
কোন ক্রমে হীন নহ; কারণ যিনি আমাব আশ্রিত ইস্রায়েলকে শাসন
করিবেন, সেই নেতা তোমাতে আবির্ভূত হইবেন।”

৭ হেরোদ পণ্ডিতগণকে গোপনে ডাকিয়া, যে তারা তাঁহারা দেখিয়া-
৮ ছিলেন, তাহার উদয়-কাল তাঁহাদের নিকট সযত্নে জানিয়া লইল
এবং তাঁহাদিগকে বেথ্লেহেমে পাঠাইয়া বলিল, “তোমরা যাও,
শিশুর বিষয় সযত্নে জিজ্ঞাসা কর; উদ্দেশ পাইলে আমাকে সংবাদ
৯ দিও, আমিও গিয়া যেন তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি।” রাজার কথা
শুনিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যে তারা তাঁহারা পূর্বদেশে দেখিয়া-
ছিলেন, তাহাই সহসা তাঁহাদের অগ্রগামী হইয়া যে স্থানে শিশুটি
১০ ছিল, পরিশেষে সেই স্থানের উপরে থামিল। তারা দেখিয়া তাঁহারা
১১ অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিলেন; গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে
তাঁহার মাতা মারীয়ার সহিত দেখিতে পাইলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া
তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন; তাঁহারা আপনাদের রত্নপেটিকা খুলিয়া

[৩] এই হেরোদ, “মহান” হেরোদ বলিয়া আখ্যাত; সে “আন্তিপাত্র
হেরোদে”র পুত্র; রোমক সম্রাট তাহাকে রাজপদে নিযুক্ত করেন। সে
ইদোমীয়, ইহুদী নহেন। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূবে, ইহুদীজাতি হইতে রাজদণ্ড
কাড়িয়া লওয়া হইবে [আদপুস্তক, ৪৯; ১০] তাহাতে খ্রীষ্টের আবির্ভাববিষয়ক
যাকোবের ভাববাণী সিদ্ধ হইল।

১২ তাঁহাকে স্বর্ণ, ধূনা ও গন্ধনির্য্যাস উপহার দিলেন। হেরোদের নিকট যেন প্রত্যাগমন না করেন, স্বপ্নযোগে এই প্রত্যাদেশ পাইয়া তাঁহারা অন্য পথ দিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

মিসরে পলায়ন

১৩ তাঁহারা প্রস্থান করিলে, প্রভুর দূত যোসেফকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "উঠ, শিশু ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর। যতদিন আমি তোমাকে না বলিব, ততদিন সেই স্থানে থাকিবে, কারণ হেরোদ শিশুটিকে বধ করিবার জন্য তাহার ১৪ সন্ধান করিবে।" তিনি উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশু ও তাঁহার মাতাকে ১৫ লইয়া মিসরে প্রস্থান করিলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত তথায় থাকিলেন। তাহাতে ঋষির মুখে উক্ত প্রভুর বাণী, 'আমি মিসর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম' পূর্ণ হইল।

নিষ্পাপ শিশু হত্যা

১৬ তখন পণ্ডিতগণ দ্বারা প্রতারিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া হেরোদ মহাক্রুদ্ধ হইল; তাহাদের নিকট জ্ঞাত সময়ের হিসাব অনুসারে দুই বৎসর ও তাহার ন্যূন বয়সের যত বালক বেথ্‌লেহেমে ও তাহার সীমানার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে হত্যা ১৭ করাইল। তখনই মহর্ষি যেরেমিয়ার এই উক্তি পূর্ণ হইল—

১৮ রামাতে শব্দ শ্রুত হইল,—ক্রন্দন ও হাহারব, পুত্রশোকে রাখেল
বিলাপ করিতেছে; সে প্রবোধ মানে না, কারণ তাহারা আর নাই।

মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন

১৯ হেরোদের মৃত্যু হইলে, প্রভুর দূত স্বপ্নযোগে যোসেফকে মিসর
২০ দেশে দর্শন দিয়া বলিলেন, "উঠ; শিশু ও তাঁহার মাতাকে লইয়া
তুমি ইস্রায়েল দেশে যাও; কারণ যাহারা শিশুটির প্রাণনাশের চেষ্টা
২১ করিতেছিল, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।" তিনি উঠিয়া, শিশু ও
২২ তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু
যখন শুনিলেন, আর্খেলাও তাহার পিতা হেরোদের স্থানে যুদেয়া
দেশে রাজত্ব করিতেছে, তিনি সেখানে যাইতে ভয় করিলেন; স্বপ্নে
২৩ আদেশ পাইয়া তিনি গালীলেয়া দেশে চলিয়া গেলেন, ও নাসারেথ
নগরে বাস করিতে লাগিলেন, যাহাতে ঋষিগণের এই উক্তি সিদ্ধ
হয়—'তিনি নাসারেয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।'

২য় ভাগঃ যীশুর প্রচার-জীবন

দীক্ষাগুরু যোহনের প্রচার

৩ কালক্রমে দীক্ষাগুরু যোহন আসিয়া যুদেয়ার মরুভূমিতে এই
২ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, "মন ফিরাও, কারণ স্বর্গরাজ্য
৩ আসন্ন।" তাঁহারই বিষয়ে মহর্ষি ইসাইয়ার মুখে বলা হইয়াছিল—

[২] গ্রীক শব্দেব অর্থ "মন ফিরাও"; কিন্তু যে পাপ ছাড়িয়া নূতন ভাবধারণ করিয়াছে, সে যদি সত্যই নূতন ভাব ধারণ করিয়া থাকে, সেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পাপ-ত্যাগের সংকল্পও করিবে, কৃত পাপের "ক্ষতিপূরণ" বা "প্রায়শ্চিত্ত" করিতে ইচ্ছুকও হইবে; এই "ক্ষতিপূরণ" বা "প্রায়শ্চিত্ত" দুই ভাবে হয়ঃ এই সংসারযাত্রার নানা কষ্ট সহনে বা স্বেচ্ছায় উপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধনে।

মরুভূমিতে একজন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—
"প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,
তাঁহার রাস্তা সরল কর।"

৪ সেই যোহনের পরিধানে—উষ্ট্র-লোমের বস্ত্র আর চামড়ার কটিবন্ধ;
৫ তাঁহার খাদ্য—পঙ্গপাল ও বনমধু। তখন যেরুশালেম, সমগ্র যুদেয়া
৬ ও যর্দানের সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল; তাহারা নিজ পাপ প্রকাশ করিয়া যর্দান নদীতে তাঁহার
৭ দ্বারা স্নাত হইল। স্নানপ্রার্থীদের মধ্যে অনেক 'ফরিশী'ও 'সাদুকিয়' দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "সাপের বংশ তোমরা, আসন্ন কোপ হইতে পলাইতে কে তোমাদের শিখাইল?
৮ অনুতাপীর উপযুক্ত আচরণ কর। এই বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিও
৯ না যে, 'আব্রাহাম আমাদের কুলপতি।' আমি বলিতেছি, ঐ পাথর
১০ হইতেই ঈশ্বর আব্রাহামের সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। গাছের মূলে কুঠার প্রয়োগের আর দেরি নাই, যে গাছ উপযুক্ত ফল প্রসব

[৭] ফরিশী ও সাদুকীয় ইহুদী জাতির মধ্যে দুই সম্প্রদায়। "ফরিশী"র অর্থ "পৃথককৃত"; ইহারা ধর্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত গোঁড়া ছিল; বিধর্মীদের ঘৃণা করিত; অত্যন্ত কুলগর্বিত ছিল। সাদুকীয় সম্প্রদায়—সাদক নামক মহাযাজকের নাম হইতে উদ্ভূত। তাহারা অধিকাংশ ধনী, সংসারাসক্ত ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যস্ত; শরীরের পুনরুত্থানে তাহাদের বিশ্বাস ছিল না। যাজকগণের মহাসভায় সাদুকীয়দের সংখ্যা অধিক ছিল। উভয় দলের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগিতা থাকিলেও, উভয়েই রোমান সরকারের শাসন মানিয়া চলিত, কিন্তু ফরিশীরা "খ্রীষ্টের" আগমনের আশায় ও গোঁড়ামির কারণে অনেকটা পৃথক ছিল; সাদুকীয় অবাধে বিধর্মীদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের সংস্কৃতির দ্বারা অনেকভাবে আকর্ষিত হইত।

১১ করে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। আমি যে স্নান করাইতেছি, তাহা অনুতাপসূচক; কিন্তু আমার পরে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী। তাঁহার পাদুকা
১২ বহনেরও আমি যোগ্য নহি। তিনি পবিত্রাত্মা ও অগ্নিতে তোমাদিগকে স্নান করাইবেন। কুলা তাঁহার হাতে, তিনি নিজ খামার পরিষ্কার করিবেন। তিনি তাঁহার গোলায় গম ভর্তি করিবেন; তুষ কিন্তু অনির্বাণ অগ্নিতে ফেলিয়া দিবেন।

যীশুর দীক্ষাস্নান

১৩ ঐ সময়ে যীশু গালিলেয়া হইতে যোহনের নিকট আসিলেন
১৪ তাঁহার নিকট দীক্ষাস্নান লইবার জন্য। যোহন কিন্তু এই বলিয়া আপত্তি করিলেন, "আপনার নিকট আমি কোথায় দীক্ষাস্নান
১৫ লইব, না আপনি আমার নিকট আসিলেন।" যীশু উত্তর করিলেন, "তুমি আপত্তি করিও না, যাহা ধর্মসংগত, তাহাই
১৬ আমাদের করা উচিত।" তখন যোহন সম্মত হইলেন। যীশু স্নাত হইয়া তখনই জল হইতে উঠিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁহার দৃষ্টিতে স্বর্গ উন্মুক্ত হইল; তিনি দেখিলেন, ঐশ আত্মা কপোতের বেশে তাঁহার উপরে নামিয়া আসিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ হইতে এই বাণী ধ্বনিত হইল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র; ইহাতেই আমি প্রীত।"

---

[১১] এই কথা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, যোহনের দীক্ষাস্নান দ্বারা কোন আধ্যাত্মিক ক্রিয়া বুঝায় না; যীশুর প্রবর্তিত দীক্ষাস্নানে, অগ্নির তুল্য আত্মা-বিশোধক গুণ রহিয়াছে; যোহনের দীক্ষা, কেবল জলে অর্থাৎ কেবল একটা অনুষ্ঠানে অনুতাপ বা সংজীবনের সংকল্প বুঝায়।

পরীক্ষা

৪ যীশু শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য আত্মা দ্বারা মরু-
২ ভূমিতে নীত হইলেন। চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উপবাসের
৩ পর তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন প্রতারক আসিয়া তাঁহাকে
কহিল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে আদেশ কর, যেন এই
৪ প্রস্তরগুলা রুটিতে পরিণত হয়।" তিনি উত্তর করিলেন, "লেখা
আছে—'মনুষ্যের জীবিকা কেবল রুটিতে নয়, ঈশ্বরের মুখ-
৫ নিঃসৃত সকল বাক্যের উপর নির্ভর করে'।" তখন শয়তান তাঁহাকে
৬ শ্রীধামে লইয়া গেল, ও তাঁহাকে মন্দিরের চূড়ায় তুলিয়া বলিল, "যদি
ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে লাফাইয়া পড়; কারণ লেখা আছে—

তিনি তোমার সম্বন্ধে আপন দূতগণকে আদেশ করিয়াছেন;
তাঁহারা তোমাকে হস্তে বহন করিবেন,
যেন তোমার চরণে প্রস্তবেব আঘাত না লাগে।"

৭ যীশু তাহাকে কহিলেন, "ইহাও লেখা আছে—'তুমি তোমার প্রভু
৮ ঈশ্বরকে পরীক্ষা করিবে না'।" পরে শয়তান তাঁহাকে অত্যুচ্চ
পর্বতে লইয়া গেল, এবং তাঁহাকে জগতের সমুদয় রাজ্য ও তাহাদের
৯ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বলিল, "তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে পূজা কর,
১০ তবে এই সমস্ত তোমাকে প্রদান করিব।" তখন যীশু কহিলেন,

[২] "পরীক্ষিত"—যীশুর মনে দুর্বলতা নাই, যুক্তির বিরুদ্ধ রিপুর কোন প্রক্রিয়া নাই। তিনি বাহ্যিক পরীক্ষা সহ্য করিয়াছেন: তিনি অন্যায় বা পাপ দ্বারা আকর্ষিত হইতে পারেন না। প্রলোভনের সার কথা এই ছিল: শয়তান তাঁহাকে তৎকালীন ইহুদীদের ধারণা অনুসারে সাংসারিক ভাবে তাঁহার জাতির রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির স্বপ্ন প্রদর্শন করিলেন।

"দূর হ, শয়তান ; শাস্ত্র বলেন—'তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে পূজা
১১ করিবে ; কেবল তাঁহারই সেবা করিবে'।" তখন শয়তান তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল, এবং দূতগণ আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

গালিলেয়া দেশে যীশুর অবস্থান

১২ তিনি যখন শুনিলেন, যোহন কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তখন তিনি
১৩ গালিলেয়ায় গেলেন ও নাসারেথ ছাড়িয়া সমুদ্রতীরস্থিত কাফর্নাউমে বাস করিতে লাগিলেন, জাবুলোন ও নেফ্থালির অঞ্চলে ; তাহাতেই
১৪ মহর্ষি ইসাইয়ার এই বাণী সিদ্ধ হইল—

১৫ সমুদ্রের পথে, যর্দানদীর পারে স্থিত
জাবুলোন-দেশ, নেফথালি-দেশ,
বিজাতীয়দের গালিলেয়া

১৬ অন্ধকার-নিবাসী জাতি মহা জ্যোতি দেখিল,
মৃত্যুর রাজ্যে, মৃত্যুর ছায়ায় যাহারা অবস্থিত,
তাহাদের উপর আলোকের উদয় হইল।

১৭ তখন হইতে যীশু এই বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, "মন ফিরাও, কারণ স্বর্গের রাজ্য আসন্ন।"

শিষ্যগণের আহ্বান

১৮ তিনি গালিলেয়ার সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি দুই ভাই, সিমন ওরফে পিতর ও তাহার ভাই আন্দ্রিয়কে দেখিতে পাইলেন ; তাঁহারা সমুদ্রে জাল ফেলিতেছিলেন,—কারণ তাঁহারা
১৯ ছিলেন জালিয়া। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমার পশ্চাতে

২০ আইস, মানুষ ধরার কাজে আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিব।"
২১ তখনই জাল ছাড়িয়া তাঁহারা তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া আরও দুই ভাইকে দেখিতে পাইলেন, জেবেদের পুত্র যাকোব ও তাঁহারই ভাই যোহন। তাঁহারা পিতা জেবেদের সহিত
২২ জাল মেরামত করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ডাকিলেন; তাঁহারাও নৌকা ও পিতাকে ছাড়িয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন।

গালিলেয়ায় প্রচার

২৩ যীশু সমগ্র গালিলেয়া পরিভ্রমণ করিতেন, তাহাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, রাজ্যের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করিতেন ও লোকের
২৪ সকল ব্যাধি ও পীড়া নিরাময় করিতেন। তাঁহার যশ সমগ্র সিরিয়া দেশে পৌঁছিল; সকল ব্যাধিপীড়িত, নানা রোগে বা দুর্দশায় ক্লিষ্ট,—ভূতগ্রস্ত, মৃগী ও পঙ্গু তাঁহার নিকট আসিত; তিনি
২৫ তাহাদিগকে সুস্থ করিতেন। গালিলেয়া, "দশ শহর", যেরুশালেম ও যুদেয়া হইতে অনেক লোক আসিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

পর্বতে উপদেশ

৫ যীশু ভীড় দেখিয়া পর্বতে আরোহণ করিলেন। তিনি উপবেশন
২ করিলে শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন—

[২৫] "দশ শহর", দেশের পূর্ব অঞ্চলে স্থিত; অনেক বিদেশী পৌত্তলিক এখানে বাস করিত।

অষ্ট-কল্যাণ

৩-৪ দীনাত্মাগণ ধন্য ; কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। শোকার্তগণ
৫ ধন্য ; কারণ তাহারাই আশ্বস্ত হইবে। বিনীতাত্মাগণ ধন্য ; কারণ
৬ তাহারাই দেশের অধিকারী হইবে। যাহারা ধর্ম-বুভুক্ষু ও ধর্ম-পিপাসু, তাহারাই ধন্য ; কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।
৭-৮ দয়াপরবশেরা ধন্য ; কারণ তাহারাই দয়া লাভ করিবে। শুদ্ধাত্মাগণ
৯ ধন্য ; কারণ তাহারাই ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিবে। শান্তিসংস্থাপকগণ ধন্য ; কারণ তাহারাই ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে।
১০ ধর্মের কারণে যাহারা উৎপীড়িত, তাহারা ধন্য ; কারণ স্বর্গরাজ্য
১১ তাহাদেরই। যখন আমার কারণে লোকে তোমাদিগকে নিন্দা করিবে, পীড়ন করিবে, ও মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার পরিবাদ করিবে, তখন তোমরা ধন্য।
১২ আনন্দ করিও, উল্লসিত হইও, কারণ স্বর্গে তোমাদের পারিতোষিক প্রচুর। তোমাদের পূর্বেও ঋষিগণ এই প্রকারে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন।

চরিত্রের আদর্শ

১৩ তোমরা জগতের লবণ-স্বরূপ। লবণ যদি স্বাদহীন হয়, তাহা কি প্রকারে লবণাক্ত করা হইবে? তাহা আর কোন কাজেই লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত
১৪ হইবার যোগ্য হয়। তোমরা জগতের আলো-স্বরূপ। যে নগর
১৫ পর্বতের উপর স্থাপিত, তাহা গোপন থাকিতে পারে না ; বাতি জ্বালিয়া লোকে তাহা ধামার নীচে রাখে না, দীপাধারেই রাখে, তখন ঘরের সকলে আলো পায়। তেমনই তোমাদের আলো

সকলের সম্মুখে জ্বলুক ; যেন তাহারা তোমাদের সৎকার্য্য দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার জয়োচ্চারণ করে।

নূতন ও পুরাতন বিধি

১৭ মনে করিও না, আমি শাস্ত্র ও ঋষিগণের আদেশ লোপ করিতে আসিয়াছি। আমি তাহা লোপ করিতে আসি নাই, সুসম্পূর্ণ করিতে
১৮ আসিয়াছি। সত্যই বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গও লোপ হইবে না, সমস্তই সিদ্ধ
১৯ হইবে। অতএব যে কেহ ইহার অন্তর্গত ক্ষুদ্রতম আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও সেই প্রকার শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলিয়া গণ্য হইবে ; যে ইহা পালনও করে, শিক্ষাও দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে মহান বলিয়া গণ্য
২০ হইবে। আমি কিন্তু তোমাদিগকে বলিতেছি, শাস্ত্রী ও ফরিশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধর্ম অধিক না হইলে, তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

বিবাদ ও শত্রুতা

২১ তোমরা শুনিয়াছ, প্রাচীনকালের লোকদিগকে বলা হইয়াছিল, 'হত্যা করিও না ; যে কেহ হত্যা করিবে, সে বিচারে শাসনীয়'।
২২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, নিজ ভ্রাতার প্রতি যে কুপিত হয়, সে বিচারে শাসনীয় ; আর যে কেহ বলিবে 'রে মূঢ়', সে

---

[২২] "রে মূঢ়"···"রে পামর"—আদি ভাষার প্রথম কথা তুচ্ছজ্ঞান-সূচক ; দ্বিতীয়টা ইহার অপেক্ষায় অধিক নিন্দাসূচক ; প্রথমটায় "পাগল" বলিলে চলে, দ্বিতীয়টা দুর্বৃত্তিজ্ঞাপক ; এমন অপমানজনক কথা প্রয়োগ চরম দণ্ডের উপযুক্ত।

মহাসভায় শাসনীয়; আর যে কেহ বলিবে, 'রে পামর', সে
২৩ নরকাগ্নিতে শাসনীয়। অতএব, তুমি যে সময়ে বেদীর সম্মুখে
নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, সেই সময়ে তোমার বিরুদ্ধে তোমার
২৪ ভ্রাতার কোন অভিযোগ সেই স্থানে স্মরণ হইলে, তুমি বেদীর
সম্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখিয়া তোমার ভ্রাতার সহিত প্রথমে
পুনর্মিলিত হইতে যাও, তৎপরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য
২৫ উৎসর্গ কর। শত্রুর সঙ্গে পথে যাইতে যাইতেই শীঘ্র শীঘ্র
বিবাদ মিটাইয়া লও, পাছে শত্রু তোমাকে বিচারকের হাতে
সমর্পণ করে, আর বিচারক তোমাকে প্রহরীর হাতে দিয়া
২৬ কারাগারে আবদ্ধ রাখে। আমি সত্যই বলিতেছি, শেষ কড়াটি
পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তাহা হইতে বাহির হইতে
পারিবে না।

ব্যভিচার ও কুপ্রলোভন

২৭ তোমরা শুনিয়াছ, বলা হইয়াছিল—
ব্যভিচার করিও না।

২৮ আমি কিন্তু বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কুদৃষ্টি-
পাত করে, সে মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়া
২৯ ফেলিয়াছে। তোমার দক্ষিণ চক্ষু তোমার স্খলনের কারণ হইলে
তাহা উৎপাটিত কর, দূরে ফেলিয়া দাও: সমস্ত শরীর নরকে
নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা তোমার একটি অঙ্গের বিনাশ ভাল।

---

[২৯] ইহার অর্থ, পাপের প্রলোভন হইতে মুক্তিকল্পে হাত ও চোখের তুল্য আবশ্যকীয় বস্তুও ত্যাগ করা আবশ্যক।

৩০ তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার স্খলনের কারণ হয়, তাহা কাটিয়া ফেল : সমস্ত শরীর নরকে যাওয়া অপেক্ষা, একটি অঙ্গের বিনাশ ভাল।

বিবাহ অবিচ্ছেদ্য

৩১ বলা হইয়াছিল, 'যে তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাহাকে ত্যাগ-
৩২ পত্র দান করুক' ; আমি কিন্তু বলিতেছি, ব্যভিচারের দোষ ছাড়া যে তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাহাকে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করে ; ত্যক্তা স্ত্রীকে যে বিবাহ করে, সে ব্যভিচারী।

শপথের বিষয়ে

৩৩ তোমরা শুনিয়াছ, প্রাচীনকালে বলা হইয়াছিল—'মিথ্যা শপথ করিও না, প্রভুর উদ্দেশ্যে মানত করিলে তাহা পূরণ কর।'
৩৪ আমি কিন্তু বলিতেছি, আদৌ শপথ করিও না, স্বর্গের নামেও নয়,
৩৫ কারণ তাহা ভগবানের সিংহাসন ; পৃথিবীর নামেও নয়, কারণ তাহা তাঁহার পাদপীঠ ; যেরুশালেমের নাম লইয়াও নয়, কারণ ইহা

[৩১-৩২] "ত্যাগপত্র" ও বিবাহ-বন্ধন-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে, ১৯ ; ৪-৯ ও ইহার টীকা দ্রষ্টব্য।

[৩৪] "শপথ করিও না" ইহুদীদের প্রথা অনুসারে এমন দিব্যি ছিল, যাহা করিলে কেহ সত্য কথা বলিতে বাধ্য ছিল না ; যীশু এমন ভণ্ডামির নিন্দা করেন : শপথ করিলে, সত্যপ্রকাশ অবশ্যকর্তব্য ; কিন্তু তিনি কোন অনাবশ্যক শপথ করিতেও নিষেধ করেন। আমরা দেখিতে পাই, একাধিক প্রসঙ্গে সাধু পৌল শপথ করিয়াছেন [রোম ১, ৯ ; ২ কর ১ ; ২৩ ; গাল, ১, ২০] এ বিষয়ে, ২৬, ২০-২২ ও বিচারকদের সম্মুখে যীশুর শপথ গ্রহণ (২৬, ৬৩-৬৪) স্মরণীয়।

৩৬ রাজরাজের শ্রীধাম। তোমার মাথার দিব্যও করিও না, কারণ একগাছি চুলকেও তুমি সাদা কিংবা কালো করিতে পার না,
৩৭ তুমি 'হাঁ' কিংবা 'না' বল ; ইহার অধিক যাহা, তাহা দোষের।

৩৮ **প্রতিশোধ** তোমরা শুনিয়াছ, বলা হইয়াছিল, 'চোখের বদলে
৩৯ চোখ, এবং দাঁতের বদলে দাঁত।' আমি কিন্তু বলিতেছি, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না। যে তোমার ডান গালে চড় মারিবে, তাহার দিকে অন্য গালও ফিরাইয়া দাও।
৪০ কেহ যদি আইনের বলে তোমার জামা লইতে চায়, তাহাকে তোমার চাদরও দান কর ; কেহ যদি জোর করিয়া তোমাকে
৪১ আধ ক্রোশ লইয়া যায়, তাহার সঙ্গে আরও এক ক্রোশ যাও।
৪২ যে যাহা চায়, তাহা দিও, কেহ ধার চাহিলেও বিমুখ হইও না।

৪৩ **শত্রুগণে প্রীতি** তোমরা শুনিয়াছ, বলা হইয়াছিল, 'তোমার
৪৪ প্রতিবেশীকে ভাল বাসিবে, তোমার শত্রুকে হিংসা করিবে।' আমি কিন্তু বলিতেছি, শত্রুকে প্রীতি কর ; হিংস্রকের মঙ্গল কর ; অত্যাচারী, নিন্দুকের কল্যাণ প্রার্থনা
৪৫ কর ; তোমরা যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার (যোগ্য) সন্তান হও ; কারণ ভাল-মন্দ সকলের উপর তাঁহার সূর্য্য উদিত ও
৪৬ ধার্মিক-পাষণ্ড সকলের উপর তাঁহার বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যাহারা

---

[৩৯] "অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না" মূল গ্রীকের অর্থ ইহা ; "দুর্জনের প্রতিরোধ করিও না"ও হইতে পারে। প্রতিশোধের প্রবৃত্তি বর্জনীয়, আসল বক্তব্য : উপদেশ আক্ষরিক ভাবে বুঝিতে হয় না ; ইহার প্রমাণ, যোহন, ১৮ ; ২২ ও প্রেরিত, ২৩ ; ২-৩।

[৪৪] মূল গ্রীকে আছে, "শত্রুকে প্রীতি কর ; যাহারা তোমাদিগকে পীড়ন করে, তাহাদের কল্যাণ প্রার্থনা কর।"

তোমাদিগকে ভালবাসে, কেবল তাহাদিগকেই যদি ভালবাস, তাহাতে কি পুরস্কার পাইবে? করগ্রাহীরা কি তাহা করে না?
৪৭ তোমাদের ভ্রাতৃগণকে যদি সম্মান কর, তাহাতে বেশি কি কর?
৪৮ বিজাতীয়রাও কি তাহা করে না? সুতরাং তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরাও তেমনই পূর্ণ হও।

৬ ভিক্ষাদান ও প্রার্থনার বিষয়ে

সাবধান, লোক দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে ধর্মকর্ম করিও না। করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকট কোন পুরস্কার পাইবে না।

২ অতএব, যখন ভিক্ষা দান কর, তূরী বাজাইও না, যেমন কপটীরা সমাজগৃহে ও রাজপথে মানুষের যশ পাইবার জন্য করিয়া থাকে। আমি সত্যই বলিতেছি, তাহাদের পুরস্কার
৩ তাহারা পাইয়াছে। তুমি যখন ভিক্ষা দান কর, তখন তোমার ডান হাত কি করিতেছে, তাহা বাম হাত যেন জানিতে না পারে,
৪ যেন তোমার দান গোপন থাকে। তোমার পিতা, যিনি গুপ্ত বিষয় দেখেন, তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন।

[৪৭] "করগ্রাহক" বিদেশী সরকারের কর্মচারী বলিয়া ঘৃণিত ছিল; কর আদায়ে অত্যাচারও চলিত; করগ্রাহক মাত্রকেই সাধারণ লোকে নিন্দা করিত।

[১] ইহুদীধর্মের প্রধান ধর্মকর্ম : উপবাস, ভিক্ষাদান ও প্রার্থনা রাজ্যের সন্তানগণের চরিত্রে একটি শীর্ষস্থান অধিকার করে। অবশ্য ঐ তিনটি কর্ম পরের চক্ষে পড়ে, কিন্তু ইহা যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ধর্মকর্মের পুণ্য নষ্ট হয়।

[২] তূরী বাজাইও না : "ঢাক পিটাইও না"।

৫ যখন প্রার্থনা করিবে কপটীদের মত করিও না, কারণ তাহারা সমাজগৃহে ও চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে ভালবাসে, যেন মানুষের চোখে পড়ে। আমি সত্যই বলিতেছি, তাহাদের ৬ পুরস্কার তাহারা পাইয়াছে। তুমি কিন্তু যখন প্রার্থনা কর, তোমার ভিতরের ঘরে প্রবেশ কর, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিভৃতে তোমার পিতার উদ্দেশে প্রার্থনা কর; তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন। যখন প্রার্থনা কর, তখন ৭ বিধর্মীদের ন্যায় বাচাল হইও না, কারণ তাহারা মনে করে যে ৮ বাগ্‌বাহুল্যের জোরে তাহাদের প্রার্থনা পূরণ হইবে। তাহাদের মত হইও না, কারণ তোমাদের কি প্রয়োজন, তাহা তোমাদের চাহিবার পূর্বেই তোমাদের পিতা জানেন।

৯ তোমরা এইরূপ প্রার্থনা করিবে—হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, ১০ তোমার নাম পূজিত হউক; তোমার রাজ্যপ্রতিষ্ঠা হউক, তোমার ১১ ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনই মর্ত্যেও পূর্ণ হউক; আমাদের দৈনিক অন্ন ১২ অদ্য আমাদিগকে দাও এবং আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি, ১৩ তেমনই তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আর আমাদিগকে ১৪ প্রলোভনে পড়িতে দিও না, কিন্তু অনর্থ হইতে রক্ষা কর। কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও ১৫ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন; তোমরা কিন্তু পরের দোষ ক্ষমা না করিলে, তোমাদের পিতাও তোমাদের দোষ ক্ষমা করিবেন না।

---

[১২] "অপরাধ" মূলভাষায় "ঋণ", কিন্তু দেশীয় ভাষার যে কথায় ঋণ বুঝায়, তাহাও "পাপ" অর্থে ব্যবহৃত। পাপ দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকট "ঋণী"; আমরা ঋণ মার্জনা না করিলে, আমাদের পাপরূপ ঋণের মার্জনা হইবে না।

১৬ **উপবাসের বিষয়ে** তোমরা উপবাস করিলে, ভণ্ডদের ন্যায় বিষণ্ণ ভাব দেখাইও না। তাহারা উপবাস করিতেছে, তাহা সকলকে দেখাইবার জন্য মুখের বিকৃতি সাধন করে। আমি সত্যই তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহাদের পুরস্কার তাহারা পাইয়াছে। তুমি কিন্তু উপবাস করিলে, মস্তক
১৭ তৈলসিক্ত করিও ও মুখ প্রক্ষালন করিও, যেন তোমার উপবাস
১৮ মানুষের চোখে না পড়িয়া, কেবল তোমার পিতার চোখে পড়ে। যে পিতা গোপনে বর্তমান, যিনি গুপ্ত বিষয়ও দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দিবেন।

১৯ **অক্ষয়ধন-সঞ্চয়** এই পৃথিবীতে নিজের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করিও না; কারণ এখানে কীট ও কলঙ্কে সমস্তই ক্ষয় করে, চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে
২০ নিজের জন্য সম্পদ সঞ্চয় কর; সেখানে কীট ও কলঙ্কে ক্ষয় করে না, চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না। মনে রাখিও
২১ যেখানে তোমার বিত্ত, সেইখানেই তোমার চিত্ত।

২২ **একমনে ঈশ্বরের সেবা** চক্ষু, দেহের দীপ। যদি তোমার
২৩ চক্ষু অনাবিল থাকে, তোমার সমস্ত শরীর উদ্দীপিত হইবে; কিন্তু তোমার চক্ষু যদি আবিল হয়, তোমার সমগ্র দেহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। তোমার অন্তরের
২৪ আলো যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সেই অন্ধকার কি ভীষণ! কোন মানুষ দুই মনিবের সেবা করিতে পারে না, কারণ সে হয়তো একজনকে ঘৃণা করিয়া অপরকে ভালবাসিবে, নয় একজনের

[২৩] চক্ষুর সহিত এস্থলে বিবেকের তুলনা নিহিত। যাহার বিবেক নির্মল নাই, তাহার আচরণ যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অনুগত হইয়া অপরকে তুচ্ছ করিবে; ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য্যের সেবা তোমরা করিতে পার না।

২৫ **ঐশবিধানে আস্থা** সুতরাং আমি বলিতেছি, তোমরা প্রাণধারণের জন্য কি আহার করিবে অথবা কি পান করিবে এবং দেহসম্পর্কে কি পরিধান করিবে, সে বিষয়ে চিন্তিত হইও না। খাদ্য অপেক্ষা জীবন, বস্ত্র অপেক্ষা ২৬ শরীর কি শ্রেষ্ঠ নহে? পাখিদের দেখ; তাহারা বীজ বপন করে না, ফসল কাটিয়া গোলায় সঞ্চয়ও করে না; তথাপি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাহাদিগকে আহার দান করেন। ২৭ তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ? তোমরা কি কেহ ২৮ ভাবিয়া চিন্তিয়া একতিল পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে পার? পরিধেয় বিষয়েই বা ব্যস্ত হও কেন? মাঠের লিলিফুলের দিকে চাহিয়া দেখ, ২৯ তাহারা কত সহজে বাড়ে; তাহারা শ্রম করে না, সুতাও কাটে না। তথাপি আমি বলিতেছি, সোলোমোনও তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য ৩০ সত্ত্বেও ইহাদের একটির মতও সজ্জিত ছিলেন না। অতএব ক্ষেত্রে যে তৃণ আজ বর্তমান ও কাল উনানে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাই যদি ঈশ্বর এইভাবে বিভূষিত করেন, তবে হে অবিশ্বাসী, তোমাদিগকে আরও কত না করিবেন। অতএব 'কি ভোজন ৩১ করিব?' বা 'কি পান করিব?' বা 'কি পরিধান করিব?' বলিয়া চিন্তিত হইও না, কারণ বিধর্মীরাই এই সকল বিষয় চিন্তা

[২৮] "পরমায়ু" মূল ভাষায় যে কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে পরমায়ুও বুঝায়, চেহারাও বুঝায়; "নিজ দেহ এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি" বা "নিজ পরমায়ু এক তিল বৃদ্ধি" দুই অর্থে অনুবাদ হইতে পারে।

৩২ করিয়া থাকে ; তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তো জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন। অতএব তোমরা প্রথমে ঐশরাজ্য ও ৩৩ তাহার উপযুক্ত ধর্মাচারের সন্ধান কর, তাহা হইলে এই সমস্তও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। আগামী কল্যকার জন্য ভাবিও ৩৪ না। আগামী কালের ভাবনা আগামী কালের। প্রতি দিনের বিপদ প্রতি দিনের জন্যই যথেষ্ট।

৭ অবিবেচিত বিচার বর্জনীয় পরের বিচার করিও না, যেন ২ নিজে বিচারের দায়ে না পড় ; কারণ তুমি যে ভাবে বিচার কর, সেই ভাবে তোমার বিচারও হইবে ; যে মাপে তুমি মাপ, সেই মাপেই তোমার জন্য মাপা ৩ হইবে। নিজ চোখে যে কড়িকাঠ আছে, তাহা না দেখিয়া তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে, তাহা দেখিতেছ কেন ? ৪ তোমার নিজ চোখে কড়িকাঠ থাকিতে কোন্ মুখে তোমার ভাইকে বলিবে, 'আমি তোমার চোখের কুটাটা ফেলিয়া দিই' ; ৫ রে ভণ্ড, নিজ চোখ হইতে কড়িকাঠ আগে তোল, পরে তোমার ভাইয়ের চোখের কুটাটা তুলিবার চেষ্টা করিও।

৬ **সাবধানতা ; প্রার্থনায় আস্থা** পবিত্র বস্তু কুকুরকে দিও না ; বা শূকরের সম্মুখে তোমাদের মুক্তা ছড়াইও না ; তাহারা তাহা পদতলে দলিত এবং ফিরিয়া তোমাদিগকে বিদীর্ণ করিতে পারে।

৭ প্রার্থনা কর, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে ; সন্ধান কর, তোমরা পাইবে ; দ্বারে করাঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার ৮ খুলিয়া দেওয়া হইবে ; কারণ যে চায়, তাহাকে দেওয়া হয় ; যে খোঁজে, সে পায় ; যে দ্বারে করাঘাত করে, তাহার জন্য

৯ দ্বার খোলা হয়। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যাহার পুত্র
১০ রুটি চাহিলে সে তাহাকে পাথর দেয় বা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ
১১ দেয়? তোমরা যে দুষ্ট, তোমরা যদি তোমাদের সন্তানকে ভাল জিনিস দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে, তাহাকে ভাল জিনিস দিবেন না?

১২ **উত্তম বিধান** যেরূপ ব্যবহার তেমারা মানুষের নিকট হইতে পাইতে চাও, তাহাদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর—ইহা শাস্ত্রের ও ঋষিগণের সার কথা।

১৩ **জীবনে প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ** সংকীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কারণ ধ্বংসের দ্বার চওড়া ও পথ প্রশস্ত; আর অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে। জীবনের
১৪ প্রবেশদ্বার কেমন অপ্রশস্ত ও পথ সংকীর্ণ এবং অল্প লোকেই তাহা খুঁজিয়া পায়।

১৫ **মিথ্যা শিক্ষক হইতে সাবধানতা** বাহিরে মেষের বেশ, অন্তরে ব্যাঘ্রের হিংস্রতা লইয়া যাহারা তোমাদের নিকটে আসে, সেই ভণ্ড ঋষিগণের
১৬ বিষয়ে সাবধান হও। তাহাদের ফলের দ্বারাই তোমরা তাহাদের পরিচয় পাইবে; লোকে কি কণ্টকলতা হইতে দ্রাক্ষাফল, কিংবা
১৭ শ্যাকুল হইতে ডুমুর সংগ্রহ করে? এইরূপেই প্রত্যেক সুবৃক্ষ
১৮ সুফল প্রসব করে, এবং কুবৃক্ষ কুফল প্রসব করে। সুবৃক্ষ কুফল
১৯ প্রসব করিতে পারে না; কুবৃক্ষ সুফল প্রসব করিতে পারে না। যে বৃক্ষ সুফল দেয় না, তাহা ছেদন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করা
২০ হইবে। অতএব ফল দ্বারাই তোমরা তাহাদের পরিচয় পাইবে।

২১ যাহারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তাহারা সকলেই যে

স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে, এমন নহে ; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে।

২২ **ঈশ্বরের আদেশ পালনই সার** সেই দিনে অনেকে আমাকে বলিবে, 'প্রভু, প্রভু, আমরা কি আপনার নামে ভবিষ্যদ্বাণী করি নাই ? আপনার
২৩ নাম লইয়া ভূত ছাড়াই নাই ? আপনার নামে অনেক অদ্ভুত কর্ম করি নাই ?' তখন আমি তাহাদিগকে উত্তর দিব, 'কোনকালেই আমি তোমাদিগকে চিনি না। রে দুরাচার, দূর হও।'

২৪ সুতরাং যে কেহ আমার উপদেশ শুনিয়া তাহা পালন করে, সে সেই বুদ্ধিমান লোকের তুল্য হইবে, যে শৈলভিত্তির উপর আপন
২৫ গৃহ নির্মাণ করিয়াছে ; বৃষ্টি পড়িল, প্লাবন আসিল, ঝড় বহিল, সেই ঘরে আঘাত করিল, কিন্তু তাহা পড়িল না ; কারণ তাহা শৈল-
২৬ ভিত্তিতে নির্মিত। আমার উপদেশ শুনিয়া যে তাহা পালন না করে, সে সেই নির্বোধের তুল্য, যে বালির উপর নিজ গৃহ নির্মাণ
২৭ করিয়াছে ; বৃষ্টি পড়িল, প্লাবন আসিল, ঝড় বহিল, সেই ঘরে আঘাত করিল, তাহা পড়িয়া গেল ; সেই পতন ভয়াবহ।"

২৮ যীশু এই উপদেশবাণী সমাপ্ত করিলে, জনতা তাঁহার শিক্ষায়
২৯ বিস্মিত হইল। কারণ তিনি তাহাদের শাস্ত্রীদের মত নয়, অধিকারীর মত উপদেশ দিতেন।

শিষ্যগণের কর্তব্য

৮ **কুষ্ঠরোগী নিরাময়** তিনি পর্বত হইতে নামিলে জনতা তাঁহার অনুগমন করিল। একজন

২৩.৭।৮ ।৮৫, ১৩, ১০০

২ কুষ্ঠরোগী তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে শুচি করিতে পারেন।"
৩ যীশু হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন, "আমি তাহা করিব, তুমি শুচি হও।" বলিতে না বলিতে তাহার
৪ কুষ্ঠরোগ দূর হইল। যীশু তাহাকে কহিলেন, "দেখ, কাহাকেও বলিও না। যাও; যাজকের সম্মুখে উপস্থিত হও এবং মোশীর আদেশ অনুযায়ী তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য-স্বরূপ নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।"

৫ **সেনাপতির ভৃত্য নিরাময়** তিনি কাফার্নায়ুমে প্রবেশ করিলে একজন সেনাপতি তাঁহার নিকট আসিয়া অনুনয়পূর্বক কহিল, "প্রভু, আমার দাস
৬ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আমার বাড়িতে শয্যাগত, সে মহাযাতনা ভোগ করিতেছে।" যীশু তাঁহাকে বলিলেন, "আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ
৭ করিব।" সেনাপতি উত্তর করিলেন, "প্রভু, আপনি যে আমার
৮ গৃহে পদার্পণ করেন, এরূপ যোগ্যতা আমার নাই; আপনি বলিবা-মাত্রই আমার দাস সুস্থ হইবে। কারণ আমি কর্তৃপক্ষের অধীন,
৯ সৈন্যগণ আমার অধীন; আমি যদি কাহাকেও যাইতে বলি, সে যায়; আসিতে বলি, সে আসে; আমার ভৃত্যকে 'এই কর্ম কর' বলিলে, সে তাহা করে।" এই কথা শুনিয়া যীশু আশ্চর্য্য
১০ হইলেন ও আপন অনুগামীদিগকে কহিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি, ইস্রায়েলবাসী কাহারও মধ্যে এমন শ্রদ্ধা দেখি নাই;
১১ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পূর্ব ও পশ্চিম হইতে অনেকে আসিয়া আব্রাহাম ও ইসায়াক ও যাকোবের সহিত স্বর্গরাজ্যে

[২] ইহুদীধর্মে কুষ্ঠরোগ অশুচি বলিয়া গণ্য।

১২ একত্র বসিবে ; কিন্তু রাজ্যের উত্তরাধিকারীগণ বহিঃস্থ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইবে ; সেখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ ধ্বনি শ্রুত হইবে।"
১৩ তখন যীশু সেনাপতিকে বলিলেন, "যাও, যেমন বিশ্বাস করিয়াছ, তেমনই ঘটুক।" সেই দণ্ডে তাহার ভৃত্য সুস্থ হইল।

১৪ **পিতরের শাশুড়ী ও অনেক রোগী নিরাময়** যীশু পিতরের বাড়ি গিয়া দেখিলেন, তাঁহার শাশুড়ী জ্বরে শয্যাগত রহিয়াছে। তিনি তাহার
১৫ হাত স্পর্শ করিলেন, জ্বর ছাড়িয়া গেল, এবং সে উঠিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইলে, লোকেরা অনেক
১৬ ভূতগ্রস্তকে তাঁহার নিকট আনিল ; তিনি আদেশ করিয়া ভূত ছাড়াইলেন ও ব্যাধিপীড়িতদের সুস্থ করিলেন। তাহাতেই
১৭ মহর্ষি ইসাইয়ার এই উক্তি সিদ্ধ হইল, 'আমাদের দুর্বলতা তিনি নিজে লইলেন, আমাদের ব্যাধি স্বয়ং বহন করিলেন।'

১৮ **সমুদ্রের পরপারে ঃ আত্মত্যাগ আবশ্যক** তাঁহার চতুঃ-পার্শ্বে জনতার ভীড় দেখিয়া, যীশু ওপারে যাইতে আদেশ দিলেন। একজন
১৯ শাস্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "গুরু, আপনি যেখানেই
২০ যাইবেন, আমি আপনার অনুসরণ করিব।" যীশু বলিলেন,

[১৯] "শাস্ত্রী"—তাহাদের প্রধান কর্তব্য ধর্মগ্রন্থ নকল করা (নির্ভুল নকল ইহার উদ্দেশ্য) ও ধর্মগত আইনের ব্যাখ্যা। তাহারা অধিকাংশ "ফরিশী", কয়েক জন "সাদুকেয়।"

[২০] "মনুষ্যপুত্র", খ্রীষ্টের উপাধি (দানিয়েল, ৭, ১৩) মহর্ষি দানিয়েল প্রোক্ত এই নামটি যীশু তাঁহার নিজ বিষয়ে পঞ্চাশ বার প্রয়োগ করিয়াছেন।

"শৃগালের গর্ত আছে, আকাশের পাখির নীড় আছে, কিন্তু মনুষ্য-
২১ পুত্রের মাথা রাখিবার স্থান নাই।" আর একজন শিষ্য তাঁহাকে
২২ বলিলেন, "প্রভু, অনুমতি করুন, আমি প্রথমে আমার পিতার কবর দিয়া আসি।" যীশু উত্তর করিলেন, "আমার অনুসরণ কর; মৃতেরাই মৃতের সংকার করুক।"

২৩ **সমুদ্রে বাত্যা প্রশমিত** তিনি নৌকায় উঠিলে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

হঠাৎ সমুদ্রে এমন প্রবল ঝড় উঠিল যে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ
২৪ আসিয়া নৌকা আচ্ছন্ন করিল; তিনি কিন্তু নিদ্রিত রহিলেন।
২৫ তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, "প্রভু, আমাদের প্রাণ যায়; রক্ষা করুন।" যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন,
২৬ "রে ক্ষীণবিশ্বাসী, ভয় কিসের?" তিনি তখন উঠিয়া ঝড় ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন, অমনই শান্তি স্থাপিত হইল। লোকে
২৭ বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিল, "কে ইনি যে, ঝড় ও সমুদ্রও ইঁহার আদেশ পালন করে?"

২৮ **গাদারীয় দেশে ভূতগ্রস্ত মুক্ত** তাঁহারা সমুদ্রের ওপারে গাদারীয়দের দেশে আসিলে,

দুইজন ভূতগ্রস্ত গোরস্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে আসিল। তাহারা এমনই দুর্দান্ত ছিল যে, কেহ ঐ পথে
২৯ যাইতে সাহস করিত না। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আমাদের সহিত তোমার কি সম্পর্ক? তুমি কি অকালে আমাদিগকে যন্ত্রণা দিতে এখানে আসিয়াছ?"
৩০ কিছু দূরে শূকরের একটি বৃহৎ পাল চরিতেছিল। ভূতেরা
৩১ তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলিল, "আমাদিগকে যদি তাড়াইয়া

দাও, তবে ঐ শূকরপালের মধ্যে যেন আমরা আশ্রয় পাই।"
৩২ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "যাও।" তখনই তাহারা বাহির হইয়া সেই শূকরপালে প্রবেশ করিল। সমগ্র পাল দ্রুত একটি পাহাড় হইতে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল ও জলে ডুবিয়া মরিল। পালের রক্ষকেরা পলায়ন করিল এবং শহরে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত
৩৩ ও ভূতগ্রস্তদের কি হইয়াছিল, তাহা বলিতে লাগিল। তখন
৩৪ নগরের সকল অধিবাসী যীশুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইল। তাঁহার দেখা পাইলে, তাহারা মিনতি করিতে লাগিল, যেন তিনি তাহাদের সীমান্ত ত্যাগ করিয়া যান।

৯ পক্ষাঘাতগ্রস্ত নিরাময় তিনি নৌকাযোগে সমুদ্র পার হইয়া নিজ নগরে আসিলেন। লোকে খাটে
২ করিয়া একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে তাঁহার নিকট আনিল। তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া যীশু পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বলিলেন, "বৎস, আশ্বস্ত হও;
৩ তোমার সকল পাপ ক্ষমা করা হইল।" তাহাতে শাস্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল যে, 'লোকটা ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছে'।
৪ যীশু তাহাদের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন, "তোমরা মনে
৫ কু ভাবিতেছ কেন? কোন্‌টি বলা সহজ—'তোমার সকল পাপ ক্ষমা করা হইল' বা 'তুমি উঠিয়া বেড়াও'? তোমরা যেন
৬ জানিতে পার যে, পৃথিবীতে পাপ-ক্ষমায় মনুষ্যপুত্রের অধিকার আছে।" (তিনি তখনই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বলিলেন) "উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লও ও বাড়ি চলিয়া যাও।" সে উঠিয়া

[৩২] এই আদেশ করিয়া এবং ইহার ফলে শূকরপাল বিনষ্ট করিয়া যীশু তাঁহার শক্তিও প্রদর্শন করিলেন, সর্বজীবে তাঁহার অধিকারের নিদর্শনও দিলেন।

৭ বাড়ি চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া জনতা ভয়ে আচ্ছন্ন হইল,
৮ এবং ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন শক্তি দিয়াছেন দেখিয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।

৯ **মথির আহ্বান** সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া যীশু দেখিলেন, মথি নামে এক ব্যক্তি শুল্কগৃহে বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "আমাকে অনুসরণ কর।" তিনি তখনই উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তিনি ঘরে আহারে বসিলে, অনেক করগ্রাহী ও পাপী আসিয়া যীশু ও
১০ তাঁহার শিষ্যগণের সহিত খাইতে বসিল। তাহা দেখিয়া ফরিশীরা
১১ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতে লাগিল, "তোমাদের গুরু কেন করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে আহার করেন?" যীশু তাহা শুনিয়া
১২ বলিলেন, "সুস্থ লোকের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই ; ব্যাধিগ্রস্তের আছে। 'প্রেমেতেই আমার প্রীতি, বলিদানে নহে'—এই
১৩ কথার অর্থ বুঝিয়া লও ; কারণ আমি পাপীকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি, ধার্মিককে নয়।"

১৪ **উপবাস সম্বন্ধে** যোহনের শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা ঘন ঘন উপবাস করি, ফরিশীরাও করে ; আপনার শিষ্যেরা উপবাস করে না কেন?" যীশু উত্তর করিলেন, "বর সঙ্গে থাকিলে বরযাত্রীরা কি উপবাস
১৫ করিতে পারে? এমন দিনও আসিবে, যখন তাহাদের মধ্য হইতে

---

[৯] "মথি" নামটি সম্ভবত যীশু মথিকে দিয়াছেন। মার্ক ও লুক তাঁহাকে "লেবি" বলেন। "শুল্কগৃহ" : রোমক সরকারের কর আদায়ের স্থান। সাধারণত, শুল্কগৃহ নগরের পুরদ্বারে বা পুলের প্রবেশদ্বারে বা এইরূপ সাধারণ স্থানে থাকিত।

বর অপসারিত হইবে, তখন তাহারা উপবাস করিবে। পুরাতন কাপড়ে কেহ নূতন কাপড়ের তালি দেয় না। দিলে, তালির
১৬ ভারেই কাপড় ছিঁড়িয়া যায় এবং ছিদ্র আরও বড় হয়। নূতন
১৭ দ্রাক্ষারস পুরাতন চর্মপাত্রে কেহ রাখে না; রাখিলে পাত্র ফাটিয়া দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, পাত্রও নষ্ট হয়; নূতন চর্মপাত্রেই নূতন দ্রাক্ষারস রাখিলে দুইই রক্ষা পায়।"

১৮ **যায়ীরের কন্যা, প্রদররোগী, দুইজন অন্ধ** তিনি এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন একজন মোড়ল তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমার কন্যা এখনই মরিয়া গিয়াছে; আপনি আসুন, তাহাকে স্পর্শ করুন, তাহা হইলে
১৯ সে বাঁচিবে।" যীশু উঠিয়া তাঁহার শিষ্যদের সহিত চলিলেন।
২০ পথে বারো বৎসরাবধি রক্তপ্রদররোগগ্রস্তা একটি স্ত্রীলোক তাঁহার
২১ পশ্চাতে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করিল। সে মনে মনে
২২ বলিতেছিল, 'তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করিতে পারিলেই আমি সুস্থ হইব।' যীশু মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "বৎসে, আশ্বস্ত হও; তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করিয়াছে।" সেই দণ্ডেই
২৩ স্ত্রীলোকটি নিরাময় হইল। মোড়লের ঘরে আসিয়া যীশু দেখিলেন,
২৪ বংশীবাদকেরা ও জনতা ক্রন্দন-কোলাহল করিতেছে। তিনি

[১৬] "নূতন কাপড়"; "পুরাতন চর্মপাত্র"—এই দুই উপমায় ইহা বুঝায় যে, নূতন নিয়মের ভাব আর পুরাতন নিয়মের ভাবের মধ্যে মিল অসম্ভব। ইহুদীদের ধর্মব্যবস্থা ও মঙ্গলসমাচারের নূতন ব্যবস্থা এমন পৃথক যে, তাহাদের মিশ্রণ অসম্ভব, তাহাতে উভয়ের বিনাশ হয়। চর্মপাত্র—এদেশে যেমন ভিস্তি চামড়ার পাত্রে জল রাখে, তেমনই ইহুদীরা দ্রাক্ষারস চর্মপাত্রে রাখিত।

বলিলেন, "তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও; বালিকাটি মরে নাই; ঘুমাইতেছে মাত্র।" ইহাতে সকলে তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে
২৫ লাগিল। জনতা দূর হইলে, তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া বালিকাটির হাত
২৬ ধরিলেন, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এই বৃত্তান্ত দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল।
২৭ সেখান হইতে যাইবার সময়ে দুইজন অন্ধ তাঁহার অনুসরণ করিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হে দাউদ-সন্তান,
২৮ আমাদের প্রতি দয়া করুন।" তিনি ঘরে প্রবেশ করিলে অন্ধেরা তাঁহার নিকট আসিল। যীশু বলিলেন, "আমি যে ইহা করিতে
২৯ পারি, তোমরা কি তাহা বিশ্বাস কর?" তাহারা বলিল, "করি, প্রভু।" তখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের
৩০ বিশ্বাস পূর্ণ হউক।" তখনই তাহারা দৃষ্টি ফিরিয়া পাইল। যীশু তাহাদিগকে দৃঢ়ভাবে আদেশ দিলেন, "সাবধান, কেহ যেন এ কথা
৩১ জানিতে না পারে।" তাহারা কিন্তু বাহির হইয়া দেশময় তাঁহার কীর্তি প্রচার করিল।

৩২ **ভূতগ্রস্ত বোবা** তাহারা প্রস্থান করিলে, লোকে একজন ভূতগ্রস্ত বোবাকে তাঁহার নিকট আনিল।
৩৩ ভূত ছাড়াইলে পর, বোবাটি কথা বলিতে লাগিল। তাহাতে জনতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও হয়
৩৪ নাই।" ফরিশীরা কিন্তু বলিতে লাগিল, "লোকটা ভূতের রাজার সাহায্যেই ভূত ছাড়ায়।"

৩৫ **জনতার প্রতি দয়া** যীশু নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া সমাজগৃহে শিক্ষা দিতেন, রাজ্যের মঙ্গলবার্তা প্রচার করিতেন ও সকল প্রকার ব্যাধি, সকল প্রকার দৈহিক দুর্বলতা নিরাময় করিতেন। ভীড় দেখিয়া তাহাদের

৩৬ প্রতি তাঁহার মমতা হইত, কারণ তাহারা যূথভ্রষ্ট পালকবিহীন মেষের ন্যায় বিক্ষিপ্ত ও বিহ্বল ছিল। তাঁহার শিষ্যগণকে তিনি ৩৭ বলিলেন, "ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু মজুর অল্প; অতএব তোমরা ৩৮ ফসলের মনিবকে অনুরোধ কর, যেন তিনি শস্যক্ষেত্রে মজুর পাঠাইয়া দেন।"

১০ শিষ্যগণের অধিকার ও নাম-তালিকা তাঁহার বারো জন শিষ্যকে ডাকিয়া যীশু তাঁহাদিগকে ভূত বিতাড়নের ও সকল প্রকার ব্যাধি ও পীড়া নিরাময়ের শক্তি দিলেন।

২ সেই বারো জন শিষ্যের নাম এই ঃ—প্রথম সিমন ওরফে পিতর ও তাঁহার ভাই আন্দ্রিয়; যেবেদের পুত্র যাকোব ও তাঁহার ৩ ভাই যোহন; ফিলিপ ও বার্থলমেয়; থোমা ও করগ্রাহক মথি, ৪ আলফেয়র পুত্র যাকোব ও থাদেয়; কানানীয় সিমন ও যে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়, সেই ইস্কারীয়ত যুদা।

৫ **প্রেরিতগণের প্রতি আদেশ** যীশু এই বারো জনকে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে আদেশ দিলেন—

"তোমরা বিজাতীয়দের মধ্যে যাইও না, ও সমরীয়দের নগরে ৬ প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল জাতির পথভ্রান্ত মেষের মধ্যে যাও ৭ এবং পথে পথে প্রচার কর, 'স্বর্গরাজ্য আসন্ন'। পীড়িতকে সুস্থ কর, ৮ মৃতকে বাঁচাও। কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে শুচি কর; ভূত ছাড়াও; বিনামূল্যে ৯ তোমরা পাইয়াছ, বিনামূল্যে বিতরণ কর। কোমরবন্ধে স্বর্ণ রৌপ্য ১০ বা তাম্র মুদ্রা লইও না। সঙ্গে ঝুলিও লইও না, দুইটি জামাও না, ১১ পাদুকাও না, লাঠিও না, কারণ ভরণপোষণ কর্মীর প্রাপ্য। যে কোন

নগরে বা গ্রামে প্রবেশ করিবে, কোন যোগ্য ব্যক্তিকে অনুসন্ধান
১২ কর; যতদিন প্রস্থান না করিবে, তাহার বাড়িতেই থাকিও। গৃহে
১৩ প্রবেশ করিলে, গৃহস্থের মঙ্গলবাদ করিও। সে গৃহ যদি উপযুক্ত হয়, তবে তোমাদের শান্তিবাদ সেই ঘরে বিরাজ করিবে; উপযুক্ত যদি না হয়, তবে তোমাদের শান্তিবাদ তোমাদের কাছেই ফিরিয়া
১৪ আসিবে। কোথাও যদি তোমাদিগকে গ্রহণ না করে বা তোমাদের উপদেশ না শুনে, সেই ঘর কিংবা সেই নগর ছাড়িয়া আসিবার
১৫ সময়ে তোমাদের পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিও। সত্যই, বিচার-দিনে সেই নগরের দশা অপেক্ষা সদোম ও গমোরার দশা সহনীয় হইবে।

১৬ **পীড়ন-সহনে আশ্বাস** তোমাদিগকে পাঠাইলাম, যেন বাঘের দলে মেষের মত; অতএব
১৭ সাপের মত সতর্ক হও; কপোতের মত সরল হও। লোকেদের বিষয়ে সাবধান হও, কারণ তাহারা তোমাদিগকে মহাসভায় সমর্পণ করিবে ও তাহাদের সমাজগৃহে তোমাদিগকে কশাঘাত করিবে।
১৮ আমার কারণে তাহাদের নিকট ও পরজাতীয়দের নিকট সাক্ষীরূপে তোমাদিগকে শাসনকর্তা ও রাজাদের সম্মুখে ধরিয়া লইয়া যাইবে।
১৯ তাহারা যখন তোমাদিগকে সমর্পণ করিবে, তখন কি বলিবে, কি ভাবে কথা বলিবে, সেই বিষয়ে চিন্তিত হইও না; কি বলা
২০ উচিত সেই দণ্ডেই তাহা তোমাদিগকে জানানো হইবে, কারণ কথা তোমাদের নিজের নয়, তোমাদের পিতার আত্মা তোমাদের
২১ হইয়া কথা বলিবেন। ভ্রাতাকে ভ্রাতা, পুত্রকে পিতা প্রাণদণ্ডের জন্য ধরাইয়া দিবে; সন্তান পিতামাতার শত্রু হইয়া তাহাদিগকে
২২ বধ করিবে। সকলেই আমার কারণে তোমাদিগকে হিংসা করিবে।
২৩ শেষ পর্য্যন্ত যে স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে। কোন

নগরে নিপীড়িত হইলে অন্য নগরে পলায়ন করিবে। আমি সত্যই বলিতেছি, ইস্রায়েলের সকল নগর পরিভ্রমণ সমাপ্ত না হইতেই মনুষ্যপুত্র আগমন করিবেন।

২৪ গুরুর অপেক্ষা শিষ্য বড় নয়; প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য বড় নয়।
২৫ শিষ্যের দশা গুরুর, ভৃত্যের দশা প্রভুর সমান হইলেই যথেষ্ট। মনিবকে যখন বেলসেবুব বলিয়াছে, তখন তাহার পরিজনকে কতই
২৬ অধিক না বলিবে! তাহাদিগকে কিন্তু ভয় করিও না, কারণ এমন গোপন কিছু নাই, যাহা প্রকাশ পাইবে না; এমন লুক্কায়িত
২৭ কিছু নাই, যাহা ব্যক্ত হইবে না। অন্ধকারে যাহা তোমাদিগকে বলি, আলোতে তোমরা তাহা বলিও; কানে কানে যাহা শুন, তাহা
২৮ ঘরের ছাদ হইতে প্রচার করিও। যাহারা শরীরকে নষ্ট করে, কিন্তু আত্মাকে নষ্ট করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; বরং যাহারা শরীর ও আত্মা উভয়কে বিনষ্ট করিয়া নরকে নিক্ষেপ
২৯ করিতে পারে, তাহাদিগকেই ভয় কর। দুইটি চড়াই পাখি কি এক পয়সায় বিক্রয় হয় না? তবু তোমাদের পিতার আজ্ঞা ব্যতীত
৩০ তাহাদের একটিও মাটিতে পড়ে না। তোমাদের মাথার প্রত্যেক
৩১ চুলের হিসাব আছে। অতএব ভয় করিও না, কারণ তোমরা অনেক চড়াই পাখির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। যে কেহ মানুষের সাক্ষাতে
৩২ আমাকে স্বীকার করিবে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে
৩৩ তাহাকে স্বীকার করিব; কিন্তু যে কেহ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করিবে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব।

৩৪ মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিতে

---

[২৫] বেলসেবুব: ভূতগণের মধ্যে প্রধান।

আসিয়াছি ; শান্তি দিতে আসি নাই, তরবারি দিতে আসিয়াছি।
৩৫ কারণ আমি পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে, কন্যাকে মাতার বিরুদ্ধে,
৩৬ বধূকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে আসিয়াছি। নিজের
৩৭ আত্মীয়স্বজনই মানুষের শত্রু হইবে। যে কেহ পিতা-মাতাকে
আমা অপেক্ষা অধিক প্রীতি করে, সে আমার অযোগ্য। যে পুত্র বা
কন্যাকে আমা অপেক্ষা অধিক প্রীতি করে, সে আমার অযোগ্য। যে
৩৮ নিজের ক্রুশ বহিয়া আমার অনুগমন না করে, সে আমার অযোগ্য।
৩৯ যে নিজ প্রাণরক্ষায় ব্যস্ত, সে তাহা হারাইবে ; যে আমার জন্য
প্রাণ বিসর্জন করে, সে তাহা পাইবে।

৪০ **অভ্যর্থনার পুরস্কার** যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে ; যে আমাকে
গ্রহণ করে, সে তাঁহাকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ
করিয়াছেন। যে ঋষিকে ঋষি বলিয়া গ্রহণ করে, সে ঋষির বর
৪১ পাইবে ; যে ধার্মিককে ধার্মিক বলিয়া গ্রহণ করে, সে ধার্মিকের বর
৪২ পাইবে। শিষ্য বলিয়া যে এই নগণ্যদের মধ্যে একজনকে এক
বাটি শীতল জলও পান করায়, আমি সত্যই বলিতেছি, সে পুরস্কার
হইতে বঞ্চিত হইবে না।”

১১ দেশব্যাপী প্রচার তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ সমাপ্ত করিয়া যীশু দেশের ভিন্ন ভিন্ন
নগরে শিক্ষা দিতে ও প্রচার করিতে প্রস্থান করিলেন।

৩য় ভাগ ঃ ঐশরাজ্যের রহস্য

শিষ্যদের নিকট ইহার উন্মোচন

(ক) ইহুদীজাতির বিরোধিতা

২ **যোহনের প্রশ্ন** খ্রীষ্টের কীর্তিকাহিনী শুনিয়া কারারুদ্ধ যোহন শিষ্যদের পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, ৩ "যাঁহার আসিবার কথা আছে, আপনিই কি তিনি? না আমরা ৪ অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?" তদুত্তরে যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা যাও, এবং যাহা শুনিলে ও দেখিলে তাহা যোহনকে ৫ জানাও; অন্ধ দেখিতেছে, খঞ্জ চলিতেছে, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শুচি হইতেছে, বধির শ্রবণ করিতেছে, মৃত ব্যক্তি সঞ্জীবিত হইতেছে, ৬ দরিদ্রের নিকট মঙ্গলসমাচার প্রচারিত হইতেছে; আর আমাতে যে বিঘ্নের হেতু না পায়, সে ধন্য।"

৭ **যোহনের প্রশংসা** তাহারা চলিয়া গেলে, যীশু যোহনের বিষয় জনতাকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা মরুভূমিতে কি দেখিতে গিয়াছিলে? বায়ু-তাড়িত ৮ নলখাগড়া? নয়তো কি দেখিতে গিয়াছিলে? সুকোমল বস্ত্র-পরিহিত মনুষ্যকে? যাহারা সুকোমল বস্ত্র পরিধান করে, তাহারা

---

[৩] "যিনি আসিতেছেন"—কথাটি ঋষিগণের মুখে খ্রীষ্টের উদ্দেশে বলা হইয়াছে। মথি ২১।৯; আদি গ্রন্থ, ৪৯, ১০ ও দানিয়েল, ৭, ১৩ দ্রঃ। যোহনের প্রশ্ন, নিজ অজ্ঞতা প্রতিকারের জন্য নয়, বরং তাঁহার শিষ্যগণের উদ্বোধনের জন্য।

৯ তো রাজভবনেই থাকে। তবে কি দেখিতে গিয়াছিলে? মহর্ষিকে? তাহাই বটে, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মহর্ষিরও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি
১০ তিনি। তাঁহারই সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

আমার দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করিলাম,
তিনিই তোমার পথ প্রস্তুত রাখিবেন।

১১ আমি সত্যই বলিতেছি, নারীগর্ভজাত সকলের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহনের অপেক্ষা কেহ মহত্তর নহেন; তথাপি, স্বর্গরাজ্যের ক্ষুদ্রতম
১২ যে, সেও যোহনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দীক্ষাগুরু যোহনের সময় হইতে অদ্যাবধি স্বর্গরাজ্য বলাক্রান্ত হইতেছে এবং পরাক্রান্ত লোকে
১৩ তাহা বলে অধিকার করিতেছে। যোহনের আগমন পর্য্যন্ত
১৪ মহর্ষিগণ ও ধর্ম্মবিধি শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন। তোমরা মানিতে চাহিলে মানিতে পার যে, তিনিই সেই এলিয়া,
১৫ যাঁহার আসিবার কথা ছিল। যাহার কান আছে, সে শুনুক।

[১১] পুরাতন নিয়মেব মধ্যে যোহন শ্রেষ্ঠ; কিন্তু নূতন নিয়মে ক্ষুদ্রতম শিষ্য এই কারণে যোহনের তুলনায় বড় যে, যীশুর শিষ্য যীশুর আশ্রয়ে ঈশ্বরেব সন্তান: এই পদে পুরাতন নিয়মে কাহারও অধিকার ছিল না।

[৯-১৪] ঐ শ্লোকেব অর্থ একটু কঠিন; ইহা অনুমানে বুঝা যাইতে পারে: যোহনের উপব এই ভার ন্যস্ত ছিল যে, তিনি খ্রীষ্টের আগমন ঘোষণা করিবেন, খ্রীষ্টেব পথও প্রস্তুত করিবেন। তিনি ঐশরাজ্যের ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু তবু সেই রাজ্যে তিনি প্রবেশ করেন নাই। যীশুর আগমনে ও তাঁহার ধর্মপ্রচারে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতে অনেকের ভীষণ উৎসাহ জন্মিয়াছে। যোহনেব আগে "ঋষিগণ ও ব্যবস্থা" অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ খ্রীষ্টেব বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে; তাঁহার আগমনে ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইয়াছে, সিদ্ধ হওয়াতে শেষ হইয়াছে।

১৬ কিসের সহিত এই যুগের মানুষের তুলনা করিব? তাহারা বাজারে
১৭ খেলাধুলায় মত্ত শিশুদের মত সঙ্গীদের চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'আমরা বাঁশী বাজাইলাম, তোমরা কিন্তু নাচিলে না; আমরা
১৮ বিলাপ করিলাম, তোমরা কিন্তু কাঁদিলে না।' কারণ যোহন আসিয়া ভোজন পান না করাতে বলিয়াছিলে, 'লোকটা ভূতগ্রস্ত।'
১৯ মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করাতে তাহারা বলিল, 'লোকটা পেটুক, মদ্যাসক্ত, করগ্রাহী ও পাপীদের বন্ধু।' নিজ কর্মদ্বারাই প্রজ্ঞা প্রকট হইল।"

২০ **গালিলের প্রতি ধিক্কার** যে সকল নগরে তাঁহার অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহারা অনুতাপ করে নাই বলিয়া তিনি সেই সকল শহরকে ধিক্কৃত করিতে
২১ লাগিলেন, "হায় কোরাজিন, তোমাকে ধিক; বেথসাইদা, তোমাকে ধিক; কারণ তোমাদের মধ্যে যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হইয়াছে, তাহা তীর ও সিদনে সাধিত হইলে, তবে তাহারা বহু
২২ পূর্বে চট পরিয়া ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিত; তাই আমি বলিতেছি, বিচারের দিনে তোমাদের দশা অপেক্ষা তীর ও সিদনের
২৩ দশা সহনীয় হইবে। আর তুমি, কাফার্নায়ুন, তুমি কি স্বর্গে উন্নীত হইবে? নরক পর্য্যন্ত তোমার অধোগতি। যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া তোমাতে সম্পন্ন হইয়াছে, সদোমে তাহা সাধিত হইলে

---

[১৯] যোহনের বিষয়ে ও স্বয়ং খ্রীষ্টের বিষয়ে নিন্দাবাণী পরস্পরবিরোধী, ইহাতে উক্ত নিন্দার জটিলতা প্রমাণ হইতেছে। ফল দ্বারা যেমন গাছের বিচার হয়, কার্য্য দ্বারা তেমনই প্রজ্ঞার বিচার হয়।

[২২] "চট পরিয়া ও ভস্মে বসিয়া" ইহা অনুতাপ-প্রকাশে ইহুদীদের প্রাচীন প্রথা। ইসাইয়া, ৫৮, ৫ দ্রঃ।

২৪ আজ পর্য্যন্ত সদোম বর্ত্তমান থাকিত। তাই আমি বলিতেছি, বিচার-দিনে সদোমের দশা তোমার দশা অপেক্ষা সহনীয় হইবে।"

২৫ **যীশুদ্বারা পিতা প্রকাশ** তৎকালে যীশু বলিলেন, "পিতা, স্বর্গমর্ত্ত্যের প্রভু, আমি তোমার সাধুবাদ করিতেছি, কারণ ঐ সকল বিষয় তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের নিকট গোপন রাখিয়া শিশু-সদৃশের নিকট প্রকাশ করিয়াছ। ২৬ পিতা, তাহাই তোমার চক্ষে মনোরম হইয়াছে। আমার পিতা ২৭ আমার হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। পিতা ভিন্ন কেহ পুত্রকে জানে না; পিতাকে পুত্র ভিন্ন কেহ জানে না; পুত্র যাহার নিকট ২৮ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে চান সেও জানে। হে শ্রান্ত, ভারাক্রান্ত, সকলেই আমার নিকট আইস; আমিই তোমাদিগকে বিশ্রাম ২৯ দিব। তোমাদের স্কন্ধে আমার যোয়াল তুলিয়া লও; আমার শিষ্য হও, কারণ আমি নম্র ও বিনীত; তাহা হইলে তোমরা ৩০ আরাম পাইবে, কারণ আমার যোয়াল সুখবহ ও আমার ভার লঘু।"

১২ **ফরিশীগণের বিরোধিতা** বিশ্রামবারে যীশু শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শীষ ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিলেন। ২ তাহা দেখিয়া ফরিশীগণ তাঁহাকে বলিল, "দেখুন, বিশ্রামবারে যাহা ৩ বিধেয় নয়, আপনার শিষ্যগণ তাহাই করিতেছে।" তিনি কিন্তু উত্তর করিলেন, "দাউদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত্ত হইলে কি ৪ করিয়াছিলেন, তাহা কি পড় নাই? তিনি কেমন করিয়া ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যাহা কেবল যাজকদের খাওয়া বিধেয়—তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের নহে—সেই নৈবেদ্যের রুটি খাইয়াছিলেন? ৫ তোমরা কি শাস্ত্রে পড় নাই, বিশ্রামবারে যাজকগণ মন্দিরে

বিশ্রামবারের নিয়ম লঙ্ঘন করে এবং তাহা করিয়াও নির্দোষ
৬ থাকে? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মন্দির অপেক্ষা মহান
৭ একজন এখানে বিদ্যমান। 'প্রেমেই আমার প্রীতি, বলিদানে নহে'—এই কথার অর্থ জানিলে তোমরা নির্দোষকে দোষী করিতে
৮ না; কারণ মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্তা।"

৯ **ফরিশীগণের সহিত তর্ক** তিনি প্রস্থান করিয়া তাহাদের সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

১০ সেখানে একজন ছিল, তাহার একখানা হাত অবশ। তাঁহার উপর দোষারোপ করিবার উদ্দেশ্যে যীশুকে জিজ্ঞাসা করা হইল,
১১ "বিশ্রামবারে রোগ সুস্থ করা কি বিধেয়?" তিনি কিন্তু উত্তর করিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যাহার একটি মেষ আছে, এবং যদি তাহা বিশ্রামবারে খানায় পড়ে, তবে সেটি
১২ ধরিয়া তুলিবে না? মেষ অপেক্ষা মানুষ কত শ্রেষ্ঠ: অতএব
১৩ বিশ্রামবারে সৎকর্ম করা বিধেয়।" তিনি তখন লোকটিকে বলিলেন, "তোমার হাত প্রসারিত কর।" সে অবশ হস্তটি প্রসারিত করিল, এবং তাহা অপর হাতখানির মত সবল হইল।
১৪ ফরিশীরা তখন বাহির হইয়া তাঁহার বিনাশের উপায় স্থির করিবার
১৫ জন্য সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। ইহা অবগত হইয়া যীশু সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন; অনেকে তাঁহার অনুসরণ করিল; সকলকেই তিনি সুস্থ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে
১৬ একান্তভাবে আদেশ দিলেন, যেন তাহারা তাঁহার বিষয়ে প্রকাশ
১৭ না করে, মহর্ষি ইসাইয়ার এই উক্তি যাহাতে সিদ্ধ হয়—

১৮ তিনি আমার মনোনীত ভৃত্য, আমার প্রিয়তম;
ইহার উপর আমি প্রীত;

আমার আত্মা তাঁহার উপর বিরাজ করিবে।
তিনি বিজাতীয়দের নিকট ধর্ম জ্ঞাপন করিবেন ;
১৯ তিনি বিবাদ বা কলহ করিবেন না,
পথে ঘাটে তাঁহার স্বর শুনা যাইবে না ;
২০ পিষ্ট নল তিনি ভাঙিয়া ফেলিবেন না,
ধূমায়মান শলিতা তিনি নিবাইয়া দিবেন না,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্মবিচারকে জয়যুক্ত না করেন।
২১ তিনি বিজাতীয়দের আশ্বাসস্থল হইবেন।

২২ একজন অন্ধ ও বোবা ভূতগ্রস্তকে তাঁহার নিকট আনা হইল ; তিনি তাহাকে সুস্থ করিলে সে বাকশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি পাইল। ২৩ তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া বলিল, "ইনি কি দাউদ-সন্তান নন ?" ২৪ ফরিশীরা কিন্তু তাহা শুনিয়া বলিল, "লোকটা শুধু ভূতের রাজা ২৫ বেলসেবুবের নাম লইয়া ভূত ছাড়ায়।" তাহাদের ভাব বুঝিয়া যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "যে রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে বিভক্ত, তাহার বিনাশ হয় ; যে নগর বা গৃহ বিবাদে বিভক্ত, তাহা থাকিতে পারে না। ২৬ শয়তান যদি শয়তানকে ছাড়ায়, তবে সে নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত ; তাহা হইলে তাহার রাজ্য কেমন করিয়া দাঁড়াইতে পারে ? ২৭ বেলসেবুবের সাহায্যে যদি ভূত ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানগণ ২৮ কাহার সাহায্যে ছাড়ায় ? তাহারাই তোমাদের বিচার করিবে। আমি কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার শক্তি লইয়া যদি ভূত ছাড়াই, তবে ২৯ তোমাদের প্রতি ঐশরাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। কেহ কি 'বলবান লোকে'র গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার মালপত্র হরণ করিতে পারে ? তাহাকে বাঁধিতে পারিলেই তাহার গৃহ লুঠ

[২৮] ফরিশীদের শিষ্যগণও প্রার্থনা ও মন্ত্রযোগে ভূত তাড়াইত।

৩০ করা সম্ভব। যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ ; আমারই
৩১ সঙ্গে যে সংগ্রহ না করে, সে ছড়াইয়া ফেলে। অতএব আমি বলিতেছি, মানুষের সকল পাপ ও ঈশ্বর-নিন্দার ক্ষমা হইবে ;
৩২ পবিত্রাত্মার নিন্দার ক্ষমা নাই। মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কেহ কথা বলিলে, তাহার ক্ষমা হইবে ; কিন্তু পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে কেহ কথা
৩৩ বলিলে তাহার ক্ষমা হইবে না—ইহকালেও না, পরকালেও না। হয় বল, বৃক্ষ ভাল, তাহার ফলও ভাল ; নয় বল, বৃক্ষ খারাপ, তাহার
৩৪ ফলও খারাপ ; কারণ ফল দেখিয়াই বৃক্ষের বিচার হয়। রে সর্পের বংশ, তোমরা যে নিজেরাই খারাপ, কেমন করিয়া ভাল কথা
৩৫ বলিবে ? কারণ হৃদয় পূর্ণ হইলেই মুখে কথা বাহির হয়। সৎলোক ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল জিনিস বাহির করিয়া দেয় ; অসৎ লোক
৩৬ কিন্তু মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ জিনিস বাহির করিয়া দেয়। আমি কিন্তু তোমাদিগকে বলিতেছি, লোকে যে সকল অনর্থক কথা বলে,
৩৭ তাহার প্রত্যেকটির হিসাব বিচার-দিনে দিতে হইবে ; কারণ তোমার কথায় তুমি নির্দোষ প্রতিপন্ন হইবে, তোমার কথাতেই তুমি দোষী প্রতিপন্ন হইবে।"

৩৮ **নিদর্শনের দাবি** তখন কয়েক জন শাস্ত্রী ও ফরিশী তাঁহাকে বলিল, "গুরু, আমরা আপনার
৩৯ একটি নিদর্শন দেখিতে চাই।" তিনি উত্তর করিলেন, "দুরাচার, ব্যভিচারী বংশ নিদর্শন চায় ; কিন্তু ঋষি যোনার নিদর্শন ছাড়া

---

[৩১] "পবিত্রাত্মার নিন্দা" বলিতে ইহা বুঝায় : মিথ্যা নিন্দা করিয়া ঈশ্বরের কার্য্যকে শয়তানের কার্য্য বলা। ইহার ক্ষমা অসম্ভব, কারণ ক্ষমার মূলই—অনুতাপ ; যে এইভাবে পবিত্রাত্মার নিন্দা করিতেছে, সে দয়ার মূল বিনষ্ট করিতেছে।

৪০ অন্য নিদর্শন তাহাকে দেওয়া হইবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিন ও তিন রাত্রি তিমিমাছের উদরে ছিলেন, তেমনই ৪১ মনুষ্যপুত্রও তিন দিন ও তিন রাত্রি ভূগর্ভে থাকিবেন। বিচারে নিনিবের লোকেরা এই বর্তমান বংশধরগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দোষী করিবে; কারণ তাহারা যোনার প্রচারে অনুতাপ করিয়াছিল; এখানে কিন্তু যোনার অপেক্ষা মহান ব্যক্তি উপস্থিত। ৪২ দক্ষিণের রানী বিচারে এই বর্তমান বংশধরগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন, কারণ তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন সোলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিতে; এখন কিন্তু ৪৩ সোলোমন অপেক্ষা মহান ব্যক্তি উপস্থিত। ভূত যখন মানুষকে ছাড়িয়া যায়, তখন সে জলহীন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্রামের ৪৪ অন্বেষণ করে, কিন্তু তাহা পায় না। তখন সে বলে, 'যে ঘর হইতে আসিয়াছি, সেই ঘরে আমি ফিরিয়া যাইব।' সে ফিরিয়া আসিয়া ৪৫ দেখে, ঘরটি শূন্য, সুমার্জিত, সুসজ্জিত। তখন সে গিয়া আপনা হইতে দুর্দান্ত আরও সাতটা ভূতকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসে; তাহারা সেখানে প্রবেশ করিয়া বাস করে। তাহাতে লোকটির শেষ অবস্থা প্রথম অবস্থা হইতে শোচনীয় হয়। এই বর্তমান বংশধরগণেরও সেই দশা হইবে।"

৪৬ **যীশুর আত্মীয়** তিনি উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মা ও তাঁহার ভাইরা তাঁহার সঙ্গে কথা ৪৭ বলিতে আসিয়া বাহিরে উপস্থিত হইলেন। একজন বলিল, "আপনার মা ও আপনার ভাইরা আপনার সঙ্গে কথা বলিতে ৪৮ আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।" যে লোকটি বলিয়াছিল,

[৪৭] কয়েকটি প্রধান প্রধান পুথিতে শ্লোকটি নাই।

তিনি তাহাকে এই উত্তর দিলেন, "আমার মা কে? আমার
৪৯ ভাইরাই বা কে?" তাঁহার শিষ্যগণের দিকে হাত বাড়াইয়া
৫০ তিনি বলিলেন, "এই যে আমার মা ও আমার ভাইরা; কারণ যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা।"

(খ) উপমা-ছলে উপদেশ

১৩ সেইদিন যীশু গৃহ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের ধারে বসিলেন;
২ তাঁহার নিকট এমন ভীড় হইল যে, তিনি একখানি নৌকায় উঠিয়া বসিলেন; সমস্ত জনতা তীরে দাঁড়াইয়া রহিল।

৩ **বীজ-বপকের উপমা** তিনি উপমা-ছলে তাহাদিগকে অনেক কথা বলিলেন। "দেখ, বীজবপক
৪ বপন করিতে গেল; সে যখন বপন করিতেছে, তখন কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল; পাখি আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল।
৫ কতক বীজ প্রস্তরময় জমিতে পড়িল; সেখানে মাটি অল্পই ছিল; মাটি গভীর ছিল না বলিয়া সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত
৬ হইয়া গেল, কিন্তু সূর্য্য উঠিলে দগ্ধ হইল; শিকড় না থাকাতে
৭ শুকাইয়া গেল। কতকগুলি কাঁটাবনে পড়িল; কাঁটা বাড়িয়া
৮ সেগুলিকে চাপিয়া ফেলিল। কতকগুলি বীজ ভাল মাটিতে পড়িল; সেগুলি হইতে শত গুণ, ষাট গুণ, ত্রিশ গুণ ফল ফলিল।
৯ যাহার কান আছে, সে শুনুক।"

১০ **উপমা-ছলে উপদেশ দেওয়া হয় কেন?** তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "উপমা-ছলে ইহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন কেন?"

১১ তিনি উত্তর করিলেন, "স্বর্গরাজ্যের রহস্য-ভেদের অধিকার তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহারা সে অধিকার পায়
১২ নাই; কারণ যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে, সে প্রাচুর্য্যের মধ্যে থাকিবে; কিন্তু যাহার নাই, যাহা আছে তাহার
১৩ নিকট হইতে তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে। তাই আমি তাহাদের কাছে উপমা-ছলে কথা বলি, কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পায় না, শুনিয়াও শুনিতে পায় না, বোঝেও না।
১৪ তাহাদের বিষয়ে ইশায়ার এই বাণী সিদ্ধ হইতেছে—

তোমরা শুনিতে পাইবে, কিন্তু কোন রকমেই বুঝিবে না;
দেখিতে পাইবে, কিন্তু কোনক্রমেই চিনিতে পারিবে না;
১৫ কারণ এই জাতির মন স্থূল হইয়াছে;
তাহারা কানে শুনিতে পায় না, তাহারা চোখও বুজিয়া রহিয়াছে,
পাছে চোখে দেখিতে পাইয়া বা কানে শুনিতে পাইয়া
ও মনে বুঝিয়া তাহাদের সুমতি হয়,
আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ করিতে পারি।

১৬ তোমাদের চক্ষু কিন্তু ধন্য, কারণ তাহা দেখিতেছে; তোমাদের
১৭ কানও ধন্য, কারণ তাহা শুনিতেছে। আমি সত্যই বলিতেছি,

[১১] "স্বর্গরাজ্য-রহস্য"—মণ্ডলীর স্বভাব ও ক্রিয়া সম্বন্ধে গুপ্ত উচ্চশিক্ষা। স্বর্গরাজ্য বা মার্ক ও লুকের মঙ্গলসমাচারে ঐশরাজ্য, খ্রীষ্টস্থাপিত "রাজ্যে"র উপাধি। ইহার দ্বারা মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের অধিকার স্থাপন বুঝায়; ফলে ইহা খ্রীষ্টমণ্ডলীর নামান্তর।

[১৩] উৎসাহী ভক্ত ঈশ্বরের প্রচুর অনুগ্রহ পাইবে; যে শিথিল, সে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হইবে না; বরং যেটুকু পাইয়াছে, সেটুকুও কাড়িয়া লওয়া হইবে।

তোমরা যাহা দেখিতেছ, বহু মহর্ষি ও ধার্মিক লোক তাহা দেখিতে চাহিয়াও দেখিতে পান নাই; তোমরা যাহা শুনিতেছ, তাহা তাঁহারা শুনিতে চাহিয়াও শুনিতে পান নাই।

১৮ **বীজ-বপকের উপমার ব্যাখ্যা** অতএব তোমরাই বীজ-বপকের উপমার ব্যাখ্যা

১৯ শুন। কেহ রাজ্যের কথা শুনিয়া যদি না বুঝে, তখন শয়তান আসিয়া তাহার হৃদয়ে উপ্ত বীজ হরণ করে: ইহাই পথপার্শ্বে

২০ উপ্ত বীজ। প্রস্তরময় ভূমিতে যাহা উপ্ত সে এমন ব্যক্তির তুল্য, যে বাক্যটি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সানন্দে তাহা গ্রহণ করে।

২১ তথাপি তাহার শিকড় নাই বলিয়া সে চঞ্চল। বাক্যটির জন্য

২২ সংকট কি তাড়না উপস্থিত হইলেই সে বিচলিত হয়। কাঁটা-বনে যে উপ্ত, সে এমন ব্যক্তির তুল্য, যে বাক্যটি শুনে, কিন্তু সংসারমোহ ও বিষয়াসক্তি বাক্যটিকে চাপা দিয়া থাকে; তাহাতে

২৩ বাক্যটি নিষ্ফল হইয়া পড়ে। ভাল মাটিতে যাহা উপ্ত সে এমন ব্যক্তির তুল্য, যে বাক্যটি শুনে ও তাহা হৃদয়ঙ্গম করে; সে সত্যই ফলধারণ করে এবং তাহাদের কেহ শত গুণ, কেহ ষাট গুণ, কেহ ত্রিশ গুণ ফল দেয়।"

২৪ **গোধূম ও শ্যামাঘাসের উপমা** তিনি জনতার সম্মুখে আর একটি উপমা স্থাপন করিলেন, "স্বর্গরাজ্য এমন ব্যক্তির তুল্য, যে আপন ক্ষেত্রে

২৫ ভাল বীজ বপন করিল। লোকে নিদ্রা গেলে তাহার শত্রু আসিয়া গোধূমের মধ্যে শ্যামাঘাস বপন করিয়া চলিয়া গেল।

২৬ যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফল উৎপাদন করিল, তখন শ্যামাঘাসও

২৭ দেখা দিল। মালিকের দাসেরা তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে

কহিল, 'কর্ত্তা, আপনি কি আপনার ক্ষেত্রে ভাল বীজ বুনেন নাই ?
২৮ তবে শ্যামাঘাস আসিল কোথা হইতে ?' সে তাহাদিগকে বলিল, 'ইহা কোন শত্রুর কাজ।' দাসেরা তাহাকে বলিল, 'আপনার ইচ্ছা
২৯ কি ? আমরা এখন গিয়া তাহা সংগ্রহ করি ?' সে কহিল, 'না, শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিতে গেলে গোধূমও উৎপাটিত হইতে পারে।
৩০ শস্যকর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত উভয়কে বাড়িতে দাও ; কর্ত্তনের সময় আমি মজুরদিগকে বলিব, তোমরা প্রথমে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিয়া দগ্ধ করিবার জন্য আঁটি করিয়া বাঁধ ; গোধূম আমার গোলায় তুলিয়া রাখ' ।"

৩১ **সর্ষপবীজের উপমা** তিনি তাহাদের সম্মুখে আর একটি উপমা স্থাপন করিলেন, "স্বর্গরাজ্য সর্ষপবীজের তুল্য। একজন তাহা লইয়া নিজ ক্ষেত্রে বপন
৩২ করিল। বীজটি সকল বীজের মধ্যে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহা বৃদ্ধি পাইলে সকল গুল্মকে ছাড়াইয়া বৃক্ষে পরিণত হয় এবং পাখিরা তাহার শাখাতে আসিয়া বাসা বাঁধে।"

৩৩ তিনি তাহাদিগকে আর একটি উপমা কহিলেন, "স্বর্গরাজ্য খামিরের মত। একটি স্ত্রীলোক তাহা লইয়া তিন মণ ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই গাঁজিয়া উঠিল।"

[৩০] খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যে সদাসদ বরাবর মেশানো থাকিবে ; অসৎ উচ্চাটন করিতে গেলে, সৎ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

[৩১-৩৩] উভয় উপমায় মণ্ডলীর বৃদ্ধি বুঝায় ; শর্ষপবীজের উপমায় মণ্ডলীর অদ্ভুত বাহ্যিক বৃদ্ধি বুঝায় ; খামিরের উপমায় গুপ্ত রহস্যময় শক্তি, যাহার দ্বারা এই বৃদ্ধি ঘটে। যুদেয়া দেশে একপ্রকার সরিষা আছে, তাহা বড় গাছের মত বৃদ্ধি পায়।

৩৪ এই সকল কথা যীশু লোকসমূহের নিকট উপমায় কহিলেন; ৩৫ উপমা ভিন্ন তাহাদের সম্মুখে কথা বলিতেন না, তাহাতেই মহর্ষির এই বাক্য সিদ্ধ হইল—

আমি উপমায় কথা কহিব;
জগতের পত্তনাবধি যাহা গুপ্ত, তাহা প্রকাশ করিব।

৩৬ **গোধূম ও শ্যামাঘাসের উপমার ব্যাখ্যা** পরে, জনতাকে বিদায় করিয়া তিনি ঘরে আসিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "ক্ষেতের শ্যামাঘাসের উপমাটি আমাদিগকে বুঝাইয়া ৩৭ দিন।" তিনি উত্তর করিলেন, "যিনি ভাল বীজ বপন করেন, ৩৮ তিনি মনুষ্যপুত্র। ক্ষেত্রই জগৎ; ভাল বীজই রাজ্যের সন্তান- ৩৯ গণ; শ্যামাঘাসই শয়তানের সন্তানগণ। যে শত্রু ইহা বপন করিয়াছিল, সে শয়তান। শস্যকর্তনের কাল, প্রলয়কাল; কর্তকই ৪০ দূতগণ। শ্যামাঘাস যেমন সংগ্রহ করিয়া আগুনে পোড়ানো হয়, ৪১ প্রলয়কালে তেমনি ঘটিবে; মনুষ্যপুত্র তাঁহার দূতগণকে পাঠাইয়া দিবেন; তাঁহারা তাঁহার রাজ্য হইতে সকল বিঘ্ন ও সকল ৪২ দুরাচারকে একত্র করিয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন; সেখানে ৪৩ বিলাপ ও দন্তঘর্ষণ-ধ্বনি শ্রুত হইবে। তখন ধার্মিকগণ তাহাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের মত প্রদীপ্ত হইবে। যাহার কান আছে, সে শুনুক।

৪৪ **প্রচ্ছন্নধন, মুক্তা ও জালের উপমা** স্বর্গরাজ্য জমিতে প্রচ্ছন্ন ধনের মত; একজন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহা পুনর্বার লুকাইয়া রাখিয়া সানন্দে প্রস্থান করিল ও সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া জমিটি ক্রয় করিল।

৪৫ পুনরায় বলি স্বর্গরাজ্য এমন বণিকের সদৃশ যে আসল মুক্তা
৪৬ অন্বেষণ করে। সে একটি মূল্যবান মুক্তার সন্ধান পাইলে সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করিল।

৪৭ আবার বলি, স্বর্গরাজ্য এমন জালের সদৃশ, যাহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত
৪৮ হইলে সর্ববিধ মৎস্য সংগ্রহ করে; তাহা পূর্ণ হইলে ধীবরগণ তাহা উত্তোলন করে, পরে তীরে বসিয়া ভাল মাছগুলিকে ঝুড়িতে সংগ্রহ
৪৯ করে; বাজে মাছগুলি ফেলিয়া দেয়। প্রলয়কালেও এই প্রকার হইবে। দূতগণ আসিয়া ধার্মিক হইতে দুষ্টকে পৃথক করিয়া অগ্নিকুণ্ডে
৫০ নিক্ষেপ করিবেন; সে স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণের ধ্বনি শ্রুত হইবে।
৫১ এই সকল তত্ত্ব কি তোমরা বুঝিয়াছ?" তাঁহারা বলিলেন, "বুঝিয়াছি।"

৫২ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "অতএব স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে সুশিক্ষিত শাস্ত্রাধ্যাপক সেইরূপ গৃহকর্তার তুল্য, যে আপন ভাণ্ডার হইতে নূতন ও পুরাতন দ্রব্যাদি বাহির করিতে পারে।"

৪র্থ ভাগ : মণ্ডলী স্থাপন

৫৩ **নাজারেথে প্রচার** এই সকল উপমাকথন সমাপ্ত করিয়া যীশু সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।
৫৪ তিনি নিজ দেশে আসিয়া সেখানকার সমাজগৃহে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহাতে সকলে আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, "লোকটির এত জ্ঞান ও শক্তি কোথা হইতে আসিল? ইনি কি সূত্রধরের পুত্র নন? ইহার মাতার নাম কি মারীয়া নহে?

৫৫ যাকোব, যোসেফ, শিমন ও যুদা কি ইহার ভাই নহে? ইহার
৫৬ ভগ্নীরা সকলে তো আমাদের মধ্যে আছেন। তবে কোথা
হইতে ইনি এই সকল পাইয়াছেন?" তাহারা তাহার প্রতি
৫৭ বিমুখ হইল। যীশু কিন্তু তাহাদিগকে বলিলেন, "কেবল স্বদেশে
৫৮ স্বগৃহে ঋষির সম্মান নাই।" তাহাদের বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া
তিনি সেখানে বেশি অলৌকিক কার্য্য করিলেন না।

১৪ দীক্ষাগুরু যোহনের হত্যা তৎকালে হেরোদ রাজা
যীশুর যশ শুনিতে পাইয়া
২ তাঁহার ভৃত্যগণকে বলিল, "উনি দীক্ষাগুরু যোহন; মৃতদের মধ্য
হইতে উত্থিত হইয়াছেন, সেই কারণেই তাঁহার এত শক্তি দেখা
৩ যায়।" সেই হেরোদ তাঁহার ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার
৪ ব্যাপারে যোহনকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিল; যোহন বলিতেন,
৫ "স্ত্রীলোকটিকে আপনার রাখা আইনসঙ্গত নয়।" যোহনকে সে
হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে জনতাকে ভয় করিত,—
৬ তাহারা যোহনকে মহর্ষির মত সম্মান করিত। হেরোদের জন্মদিনে

[৫৫] "ইহার ভাই" ইহুদীদের ভাষায় "ভাই" বলিতে আত্মীয়স্বজনও বুঝায়। কুমারী মারীয়ার কৌমার্য্য আমাদের অবশ্যবিশ্বাস্য [লুক ১; ৩৪]— মারীয়ার একটি ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নামও মারীয়া; তিনি ক্লোপার স্ত্রী। এখানে উল্লিখিত "যীশুর ভাই" তাঁহারই সন্তান, যীশুর মাসতুতো ভাই [যোহন ১৯, ২৬-২৭, মথি ২৭, ৫৬ দ্রঃ]

[১] "হেরোদ রাজা" যীশুর জন্মকালে যে হেরোদের উল্লেখ আছে, তিনি তাঁহার পিতা ছিলেন; (মথি, ২, ১ দ্রঃ) এই হেরোদ গালিলেয়া ও পেরেয়ার রাজা। তাঁহার সম্মুখে যীশু তাঁহার যাতনাভোগের কালে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি যীশুকে পরিহাস করিয়াছিলেন।

হেরোদিয়ার কন্যা সভার সম্মুখে নৃত্য করিয়া হেরোদকে খুশি ৭ করিল। হেরোদ তাঁহার নিকট দিব্য করিল, সে যাহা চাহিবে, ৮ তাহাই সে দিবে। মেয়েটি তাহার মাতার প্ররোচনায় বলিল, "দীক্ষাগুরু যোহনের মাথা থালায় করিয়া এখানে আমাকে দিন।" ৯ রাজা দুঃখিত হইল, কিন্তু প্রতিজ্ঞার খাতিরে ও অতিথিদের ১০ খাতিরে, সে তাহা দিতে আদেশ করিল। সে লোক পাঠাইয়া ১১ কারাগারে যোহনের মাথা কাটাইয়া ফেলিল। মাথাটি থালায় করিয়া আনিয়া যুবতীটিকে দেওয়া হইল; সে তাহার মাতার নিকট ১২ তাহা লইয়া গেল। যোহনের শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিল ও যীশুকে সংবাদ দিল।

১৩ **পাঁচ হাজার লোককে আহার দান** যীশু এই সংবাদ পাইয়া নৌকাযোগে তথা হইতে নির্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। লোকেরা ইহা শুনিয়া নানা নগর হইতে পদব্রজে তাহার নিকটে আসিল। নামিবামাত্র ১৪ তিনি বিপুল জনতা দেখিলেন, এবং তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া ১৫ পীড়িতদের সুস্থ করিলেন। সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া বলিলেন, "স্থানটি নির্জন; বেলা গিয়াছে; সকলকে বিদায় করুন, যেন তাহারা শহরে গিয়া নিজ নিজ খাবার কিনিতে ১৬ পারে।" যীশু কিন্তু বলিলেন, "তাহাদের যাইবার দরকার নাই; ১৭ তোমরাই তাহাদিগকে খাইতে দাও।" তাঁহারা উত্তর করিলেন, "পাঁচখানা রুটি ও দুইটি মাছ ছাড়া এখানে আমাদের আর কিছুই ১৮ নাই।" তিনি বলিলেন, "তাহা আমার কাছে আন।" তিনি ১৯ জনতাকে ঘাসের উপর বসিতে আজ্ঞা করিয়া ঐ পাঁচখানা রুটি আর মাছ দুইটি লইলেন এবং স্বর্গের দিকে চাহিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

রুটি ভাঙিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে দিলেন ; শিষ্যগণ জনতাকে
২০ দিলেন। সকলে খাইয়া তৃপ্ত হইল, আর অবশিষ্ট টুকরাগুলি
২১ বারোটি ঝুড়িতে পূর্ণ করা হইল। যাহারা খাইয়াছিল—স্ত্রীলোক
ও বালক বালিকা ছাড়া—তাহাদের সংখ্যা অনুমান পাঁচ হাজার।

২২ **সমুদ্রে বাত্যা ; পিতরের অবিশ্বাস** তখনই যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে তাঁহার
সম্মুখে ওপারে যাইতে বাধ্য করিলেন এবং জনতাকে বিদায়
২৩ করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলে বিদায় হইলে তিনি প্রার্থনা
করিবার জন্য একাকী পর্বতে আরোহণ করিলেন। সন্ধ্যা যখন
২৪ নামিল, তখনও তিনি সেখানে একা ছিলেন। নৌকাখানা
ততক্ষণে সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গতাড়িত হইতেছিল, কারণ বাতাস
২৫ বিমুখ ছিল। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে যীশু সমুদ্রের উপর দিয়া
২৬ হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকট আসিলেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের
উপর দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন ও ভয়ে "ভূত!
২৭ ভূত!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। যীশু কিন্তু তখনই
তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আশ্বস্ত হও, আমি
২৮ আসিয়াছি ; ভয় নাই।" পিতর উত্তর করিলেন, "প্রভু, যদি আপনি
হন, তবে আদেশ করুন ; আমি জলের উপর হাঁটিয়া আপনার নিকট
২৯ আসি।" তিনি বলিলেন, "আইস।" তখন পিতর নৌকা হইতে
নামিয়া জলের উপর হাঁটিয়া যীশুর দিকে অগ্রসর হইলেন।
৩০ বাতাস প্রবল দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন এবং ডুবিতে আরম্ভ
করিলে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "প্রভু, আমাকে বাঁচান।"
৩১ তখনই যীশু হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। তিনি বলিলেন,
৩২ "ক্ষীণবিশ্বাসী তুমি, কেন সন্দেহ করিলে?" উভয়ে নৌকায় উঠিলেই

৩৩ বাতাস থামিল। যাঁহারা নৌকায় ছিলেন, তাঁহারা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "সত্যই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।"
৩৪ সমুদ্র পার হইয়া তাঁহারা গেনেসারেথ প্রদেশে আসিলেন।
৩৫ সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া আশেপাশে সর্বত্র খবর পাঠাইল এবং তাহারা ব্যাধিপীড়িতকে তাঁহার নিকট আনিল।
৩৬ তাহারা অনুনয় করিল যেন তাহাদিগকে তাঁহার বসনপ্রান্তটুকুই স্পর্শ করিতে দেওয়া হয়। যত লোক স্পর্শ করিল, সকলেই নিরাময় হইল।

১৫ পবিত্রতা কি? যীরুশালেম হইতে শাস্ত্রী ও ফরিশীরা যীশুর নিকট আসিয়া বলিল, "আপনার
২ শিষ্যগণ কেন আমাদের প্রাচীনের প্রথা লঙ্ঘন করে?" তাহারা আহার করিবার পূর্বে হাত ধোয় না কেন?" তিনি উত্তর করিলেন,
৩ "তোমরাই বা কেন তোমাদের প্রাচীন প্রথার খাতিরে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন কর? ঈশ্বর তো বলিয়াছেন, 'তোমার পিতামাতাকে
৪ সম্মান করিবে' এবং 'পিতামাতার প্রতি যে কটূক্তি করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে'; তোমরা কিন্তু বলিয়া থাক, যে আপন পিতামাতাকে
৫ এই কথা বলে, 'আমা হইতে যাহা তোমরা পাইতে তাহা নিবেদিত
৬ হইয়াছে', সেই ব্যক্তি আপন পিতামাতার আর সম্মান করিতে বাধ্য

[২] "প্রাচীনদের প্রথা"—ফরিশীগণের এই মত ছিল: কাল ও কর্মপ্রসঙ্গে শাস্ত্রীগণের কৃত মোশীর ব্যবস্থার টীকা, দেশাচারে যেমন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা মোশীর ব্যবস্থার মত পালনীয়, সমান আদরের বস্তু। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের টীকা মোশীর ব্যবস্থার প্রতিকূল ছিল!

[৫-৬] "নিবেদিত" ফরিশীদের প্রথা অনুসারে, এমন মানত বিধিসংগত ছিল, পিতামাতাকে যাহা দেওয়া কর্তব্য, পুত্র তাহা এমনভাবে নৈবেদ্য করিত যে,

হইবে না। এই ভাবে তোমরা প্রাচীনদের প্রথার খাতিরে ঈশ্বরের
৭ আজ্ঞা ব্যর্থ করিয়াছ। রে ভণ্ড! তোমাদেরই সম্বন্ধে ইসাইয়া
ঠিক বলিয়াছেন—

৮ মুখে এই জাত আমার সম্মান করে,
তাহাদের হৃদয় কিন্তু আমা হইতে অনেক দূরে;
৯ মানুষেব আদেশ প্রবর্তন কবিয়া
তাহারা বৃথা আমাব সেবা করে।”

১০ পরে জনতাকে নিকটে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, “তোমরা শুন
১১ ও বুঝিয়া লও; মুখে যাহা প্রবেশ করে, তাহা মানুষকে অশুদ্ধ করে
না; মুখ হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মানুষকে অশুদ্ধ করে।”
১২ শিষ্যগণ আসিয়া বলিলেন, “আপনি তো জানেন ফরিশীরা এই কথা
১৩ শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছে।” তিনি উত্তর করিলেন, “যে গাছ আমার
১৪ পিতা দ্বারা রোপিত হয় না, তাহা উৎপাটিত হইবে। উহাদিগকে
ছাড়; ইহারা অন্ধ হইয়া অন্ধকে পথ প্রদর্শন করে। অন্ধকে যদি
১৫ অন্ধ পথ দেখায় তবে উভয়েই গর্তে পড়ে।” পিতর বলিলেন,
১৬ “উপমাটি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।” তিনি উত্তর করিলেন,
১৭ “তোমরা কি এখনও অবোধ? তোমরা কি বোঝ না যে, যাহা
কিছু মুখে প্রবেশ করে, তাহা উদরে গিয়া পড়ে ও তথা হইতে
১৮ পায়খানায় নিক্ষিপ্ত হয়। মুখ হইতে কিন্তু যাহা বাহির হয়, তাহা
১৯ মন হইতে আইসে; তাহাই মানুষকে কলুষিত করে। কারণ
মন হইতেই কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চুরি, মিথ্যা

ইহাতে কেবল পিতামাতাকে দান করা আটক ছিল; যাহা এইভাবে নৈবেদ্য
দেওয়া হইত, সে ইচ্ছামত যে কোন কাজে প্রয়োগ করিতে পারিত।

২০ সাক্ষ্য ও ঈশ্বর নিন্দার উৎপত্তি। এইগুলির দ্বারাই মানুষ কলুষিত হয়, কিন্তু হাত না ধুইয়া আহার করিলে মানুষ কলুষিত হয় না।"

২১ **একটি বিজাতীয় রমণী আরোগ্য** যীশু সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া তীর ও সিদন প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একটি কানানীয় ২২ স্ত্রীলোক সেই দেশ হইতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ২৩ ভূত দ্বারা ভীষণ প্রপীড়িত হইতেছে।" তিনি তাহাকে কোন উত্তরই দিলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে অনুনয় করিলেন, "উহাকে বিদায় করুন; কারণ সে চীৎকার করিতে করিতে ২৪ আমাদের পিছনে পিছনে আসিতেছে।" তিনি উত্তর করিলেন, "ইস্রায়েল-বংশের পথভ্রষ্ট মেষদের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।" ২৫ স্ত্রীলোকটি কিন্তু তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "প্রভু, ২৬ আমার উপকার করুন।" তিনি বলিলেন, "সন্তানের খাবার ২৭ কুকুরের সামনে ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়।" স্ত্রীলোকটি বলিল, "তাহা মানি, প্রভু; কিন্তু মনিবের মেঝ হইতে যে উচ্ছিষ্ট ২৮ পড়ে কুকুরেও তাহা পায়।" তখন যীশু উত্তর করিলেন, "নারী, তোমার বিশ্বাস অদ্ভুত। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।" সেই দণ্ডেই তাহার কন্যাটি সুস্থ হইল।

২৯ **চার হাজার লোককে অন্নদান** সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া যীশু গালিলেয়ার সমুদ্রের অঞ্চলে আসিলেন ও পাহাড়ে উঠিয়া বসিলেন। সেখানে ৩০ বহুলোক তাঁহার নিকট আসিল; খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, মূক ইত্যাদি অনেককে লইয়া তাহারা তাহাদিগকে তাঁহার চরণে উপস্থিত

করিল; তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। মূক বাকশক্তি, খঞ্জ
৩১ চলৎশক্তি, অন্ধ দৃষ্টি পাইয়াছে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল, ও
ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জয়োচ্চারণ করিতে লাগিল।

৩২ যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "জনতার প্রতি
আমার মমতা হইতেছে; কারণ তাহারা তিন দিন যাবৎ আমার
সঙ্গে রহিয়াছে, এখন তাহাদের খাবার নাই। আমি তাহাদিগকে
অনাহারে বিদায় করিতে পারি না, পথে তাহারা মূর্ছিত হইতে
৩৩ পারে।" শিষ্যগণ বলিলেন, "এত লোককে খাওয়াইবার মত রুটি
৩৪ আমরা এই প্রান্তরে কোথায় পাইব?" যীশু বলিলেন, "তোমাদের
কাছে কয়খানি রুটি আছে?" তাঁহারা বলিলেন, "সাতখানা;
৩৫ কয়েকটি ছোট মাছও আছে।" তিনি লোকদিগকে মাটিতে বসিতে
৩৬ আদেশ করিলেন। পরে তিনি [ঈশ্বরকে] ধন্যবাদ দিয়া, ঐ
সাতখানি রুটি ও মাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া শিষ্যগণকে দিলেন; এবং
৩৭ তাঁহারা জনতাকে পরিবেশন করিলেন। সকলে খাইয়া পরিতৃপ্ত
হইল; অবশিষ্ট টুকরাগুলি তুলিয়া সাতটি ঝুড়ি বোঝাই করা
৩৮ হইল। যাহারা খাইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা, স্ত্রীলোক ও বালক-
৩৯ বালিকা ছাড়া চার হাজার। পরে তিনি জনতাকে বিদায়
করিয়া নৌকায় চড়িলেন ও মাগাদান অঞ্চলে আসিলেন।

১৬ যোনার নিদর্শন ফরিশী ও সাদুকীয় আসিয়া তাঁহাকে
পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আকাশে
তাহাদিগকে একটি নিদর্শন দেখাইতে অনুরোধ করিল। তিনি
২ উত্তর করিলেন, "সন্ধ্যার মুখে তোমরা বল, 'কাল ভাল দিন
হইবে, কারণ আকাশ লাল'; আর প্রভাতে বল, 'আজ ঝড়
৩ হইবে, কারণ আকাশ ঘোর রক্তবর্ণ।' তোমরা আকাশের ভাষা

পড়িতে পার কিন্তু কালের চিহ্ন বোঝ না। দুষ্ট ও ব্যভিচারী
৪ জাতি নিদর্শন চায়; কিন্তু যোনার নিদর্শন ছাড়া তাহাদিগকে আর কোন নিদর্শন দেওয়া হইবে না।" তিনি তাহাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

৫ **খমি-সম্বন্ধে কথোপকথন** শিষ্যেরা অন্য পারে আসিয়া দেখিলেন যে, রুটি আনিতে
৬ ভুলিয়াছেন, তখন যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "সাবধান; ফরিশী ও সাদূকীয়দের খামি সম্বন্ধে সতর্ক হও।" তাঁহারা কিন্তু পরস্পর
৭ বলিতে লাগিলেন, "আমরা তো রুটি লইয়া আসি নাই।" যীশু
৮ তাহা অবগত হইয়া বলিলেন, "ক্ষীণবিশ্বাসী, তোমাদের রুটি নাই বলিয়া কেন আলোচনা করিতেছ? তোমরা কি এখনও
৯ বোঝ নাই এবং তোমাদের কি স্মরণ নাই পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে পাঁচখানি রুটির কথা ও কত ঝুড়ি তোমরা তুলিয়া লইয়াছিলে
১০ এবং চার হাজার লোকের মধ্যে সাতটি রুটির কথা ও কত ঝুড়ি তোমরা তুলিয়া লইয়াছিলে? 'ফারশী ও সাদূকীয়দের খামি সম্বন্ধে
১১ কিন্তু সতর্ক হও'—ইহাতে আমি যে রুটির কথা বলি নাই, তাহা তোমরা বুঝিলে না কেমন করিয়া?" তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে,
১২ তিনি ফরিশী ও সাদূকীয়দের শিক্ষা সম্বন্ধেই সতর্ক করিয়াছিলেন, রুটির খামি সম্বন্ধে নয়।

১৩ **পিতরের বিশ্বাস-প্রকাশ ও প্রতিজ্ঞা** যীশু ফিলিপ্পির কৈসারেয়া অঞ্চলে আসিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনুষ্যপুত্র কে,

[৪] মথি, ১২, ৩৯-৪০ দ্রঃ।

[৬] "খামি" অর্থাৎ কুশিক্ষার প্রভাব।

১৪ এ বিষয়ে লোকে কি বলে?" তাঁহারা বলিলেন, "কেহ বলে, তিনি দীক্ষাগুরু যোহন; কেহ বলে, তিনি এলীয়া; কেহ বলে, তিনি যেরেমীয়া বা মহর্ষিদের মধ্যে একজন।" যীশু তাঁহাদিগকে ১৫ বলিলেন, "কিন্তু আমি কে, এ বিষয়ে তোমরা কি বল?" ১৬ সীমোন পিতর উত্তর করিলেন, "আপনি খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের ১৭ পুত্র।" যীশু উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, "যোনার পুত্র সীমোন, ধন্য তুমি। কারণ রক্তমাংসের মানুষ তোমার নিকট ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮ আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি 'পিতর' এবং এই শৈলের উপর আমি আমার মণ্ডলী নির্মাণ করিব; এবং নরকের দ্বার ১৯ তাহার বিরুদ্ধে প্রবল হইবে না। আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি প্রদান করিব। পৃথিবীতে তুমি যাহা কিছু রুদ্ধ করিবে,

---

[১৬] পিতরের উক্তি: তিনি যীশুকে "খ্রীষ্ট" বলিয়া ও ভগবানের আত্মজ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। যীশু সেই স্পষ্ট উক্তি আপ্তবাক্য বলিয়া খ্যাপন করেন; এই অতুল বিশ্বাসের অতুল পুরস্কার দানে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন।

[১৮] "পিতর" এখন হইতে সিমনের নূতন নাম হইল; পিতর মানে শৈল: মূল ভাষায় "কেফা"; যীশু বলিলেন, তুমি "কেফা"; এই "কেফা"র উপরে আমি আমার মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করিব। যীশু এইভাবে স্পষ্টই বলিলেন, তুমি "শৈল"; তোমার উপরে আমার মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করিব।

[১৮-১৯] "মণ্ডলী", "স্বর্গরাজ্য" অর্থাৎ ভক্তমণ্ডল। সেই ভক্তমণ্ডলের পিতর ভিত্তিস্বরূপ; তিনিও ইহার নেতা; তাঁহার হস্তে পূর্ণ অধিকারের চিহ্ন-স্বরূপ চাবি প্রদত্ত হইল; অর্থাৎ রাজ্যপরিচালনে সর্বাধিকার দেওয়া হইল। "মুক্ত" ও "বদ্ধ" বলিতে ইহা বুঝায়, এই অধিকার লইয়া কোন কর্ম বিধেয় বলিয়া বা অবৈধ্য বলিয়া খ্যাপন করা।

স্বর্গেও তাহাই রুদ্ধ হইবে। পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে,
২০ স্বর্গেও তাহাই মুক্ত হইবে।" তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে তিনিই যে খ্রীষ্ট—এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

২১ **যাতনাভোগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী** তখন হইতে তাঁহার শিষ্যগণকে তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যীরুশালেমে যাইতে হইবে, প্রাচীনগণ, যাজক ও শাস্ত্রীগণের অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে, মৃত্যুও বরণ করিতে হইবে, তৃতীয় দিনে মৃতোত্থিত হইতে
২২ হইবে। পিতর নিভৃতে আপত্তি জানাইলেন, "দোহাই, প্রভু,
২৩ তাহা কিছুতেই হইবে না।" তিনি কিন্তু পিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "দূর হও, শয়তান, তুমি আমার পথের বাধা। তুমি মানুষের মত ভাবিতেছ, ঈশ্বরের কথা বোঝ নাই।" তখন যীশু
২৪ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "যদি কেহ আমার অনুগমন করিতে ইচ্ছুক হয়, সে আত্মত্যাগ করুক, ও নিজ ক্রুশ স্কন্ধে করিয়া আমার
২৫ অনুগমন করুক; কারণ যে নিজের প্রাণরক্ষায় তৎপর সে তাহা হারাইবে, যে আমার কারণে প্রাণ উৎসর্গ করিবে সে প্রাণ পাইবে।

---

[২১] "প্রাচীনগণ" ইত্যাদি, তাহারা ইহুদীদেব মহাসভার সদস্য ছিল।

[২৩] পিতর আমাদের পবিত্রাণেব ব্যবস্থা না বুঝিয়া, সাধারণ ইহুদীদের মত খ্রীষ্টকে তখনও জাতির উদ্ধারকর্তা বলিয়া মনে করিত। পিতর এই ভাবের আপত্তি করিয়া ঈশ্বরেব আদি শত্রুর মতই কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই যীশু এই তীব্র তিরস্কার করেন।

২৬ নিখিল বিশ্ব অধিকার করিলেও যদি মনুষ্য নিজ আত্মা হারায়, তাহাতে তাহার লাভ কি? আত্মার বিনিময়ে মনুষ্য কিই বা দিতে
২৭ পারে? কারণ মনুষ্যপুত্র নিজ পিতার প্রতাপে তাঁহার দূতগণের সহিত আগমন করিবেন ও প্রত্যেক জনকে তাঁহার কর্মের প্রতিফল
২৮ দিবেন। সত্যই বলিতেছি, যাহারা এখানে উপস্থিত, তাহাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছে, যাহাদের মনুষ্যপুত্রের নিজ রাজ্যে আগমন না করা পর্য্যন্ত মৃত্যু ঘটিবে না।"

১৭ যীশুর উজ্জ্বল রূপ-ধারণ ছয় দিন পরে যীশু পিতর, যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহনকে সঙ্গে লইলেন; তিনি তাঁহাদিগকে একটি উচ্চ পর্বতে বিরলে লইয়া গেলেন। তাঁহাদের সম্মুখে তিনি উজ্জ্বল রূপ ধারণ
২ করিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় ও তাঁহার পরিচ্ছদ আলোকের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইল; মোশী ও এলিয় দৃশ্যমান
৩ হইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তখন
৪ পিতর যীশুকে বলিলেন, "প্রভু, আমরা এখানে থাকিলে ভাল হয়; যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমরা এখানে তিনটি তাঁবু খাটাই,—আপনার জন্য একটি, মোশীর জন্য একটি, এলিয়ার জন্য একটি।"
৫ তাঁহার কথা সমাপ্ত না হইতেই একখণ্ড উজ্জ্বল মেঘ তাঁহাদিগকে আবৃত করিল; আর মেঘ হইতে এই বাণী হইল—"ইনি আমার
৬ প্রিয় পুত্র, ইঁহাতে আমি প্রীত; ইঁহার কথা শোন।" ইহা শুনিয়া
৭ শিষ্যেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া মুখ থুবড়াইয়া মাটিতে পড়িলেন। যীশু

[২৫-২৬] একই কথায়, ২৫শ পদে "প্রাণ" বা "জীবন" বুঝায়; ২৬শ পদে আত্মা বা আধ্যাত্মিক জীবন বুঝায়।

৮ আসিয়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "উঠ; ভয় নাই।" তাঁহারা চোখ তুলিয়া যীশু ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিলেন না।

৯ পর্বত হইতে নামিবার সময়ে, যীশু তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন, "যতক্ষণ মনুষ্যপুত্র মৃত্যু হইতে উত্থিত না হন, ততক্ষণ ১০ তোমরা যাহা দেখিয়াছ, তাহা কাহাকেও বলিও না।" শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধ্যাপকগণ কেন বলে যে এলিয়া পূর্বেই ১১ আসিবেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "অবশ্য; এলিয়া আসিয়া ১২ সমস্তই পুনঃসংস্কার করিবেন; আমি কিন্তু বলিতেছি, এলিয়া ইতিমধ্যেই আসিয়া গিয়াছেন, আর লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি যথেচ্ছাচার করিয়াছে; মনুষ্যপুত্রও তদ্রূপ ১৩ তাহাদের দ্বারা প্রপীড়িত হইবেন।" তখন শিষ্যগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি দীক্ষাগুরু যোহনের বিষয়ে বলিয়াছিলেন।

১৪ **সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত নিরাময়** তাঁহারা জনতার নিকট আসিলে, একজন তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিল, "প্রভু, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন; কারণ সে সন্ন্যাসরোগগ্রস্ত হইয়া দারুণ ভুগিতেছে; ১৫ সে যখন তখন আগুনে অথবা জলে পড়ে। আমি তাহাকে আপনার শিষ্যগণের নিকট আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা তাহাকে ১৬ সুস্থ করিতে পারিলেন না।" যীশু উত্তর করিলেন, "রে অবিশ্বাসী, বিপথগামী জাতি, আমি আর কত কাল তোমাদের মধ্যে থাকিব? আর কতকাল তোমাদিগকে সহ্য করিব? তাহাকে ১৭ লইয়া আইস।" যীশু তিরস্কার করিবামাত্রই ভূত তাহার শরীর ১৮ হইতে বাহির হইল, ও সেই দণ্ড হইতে বালকটি সুস্থ হইল। শিষ্যগণ নিভৃতে যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কেন ভূত তাড়াইয়া

১৯ দিতে পারিলাম না?" যীশু বলিলেন, "ইহার কারণ, তোমরা ক্ষীণবিশ্বাসী; আমি সত্যই বলিতেছি, তিলমাত্র বিশ্বাস তোমাদের থাকিলে, তোমরা ঐ পাহাড়কে আদেশ করিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও' তৎক্ষণাৎ পাহাড়টি সরিয়া যাইবে; তোমাদের
২০ কিছুই অসাধ্য হইবে না। এই প্রকার ভূত প্রার্থনা ও উপবাস ছাড়া তাড়ানো যায় না।"

২১ **যাতনাভোগের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী** তাঁহারা গালিলেয়ায় একত্র হইলে, যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মনুষ্যপুত্র লোকদের হাতে সমর্পিত হইবেন;
২২ তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে; তৃতীয় দিবসে তিনি মৃতোত্থিত হইবেন।" তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

২৩ **রাজকর প্রদান** তাহারা কাফার্নায়ুমে প্রবেশ করিলে, আধুলি কর সংগ্রহকারী পিতরের নিকট আসিয়া বলিল, "তোমাদের গুরু কি আধুলি দিয়া থাকেন?"
২৪ তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই দেন।" পিতর বাড়িতে আসিলে যীশু তখনই বলিলেন, "সিমোন, তোমার মত কি? রাজারা কাহার নিকট কর বা রাজস্ব আদায় করে? নিজ সন্তানদের নিকট, না
২৫ অপরের নিকট?" পিতর উত্তর করিলেন, "অপরের নিকট।" যীশু
২৬ বলিলেন, "তাহা হইলে, সন্তানগণ দিতে বাধ্য নয়; কিন্তু পাছে তাহাদের ব্যাঘাত হয়, তুমি সমুদ্রে ছিপ ফেল; প্রথম যে মাছ উঠিবে, তাহা ধর; তাহার মুখ খুলিয়া তুমি একটি টাকা পাইবে; আমাদের দুইজনের জন্য তাহাই তাহাদিগকে দিও।"

২০] কয়েকটি প্রধান পুথিতে এই পদ নাই।

২৪] মন্দির-পরিচালনের উদ্দেশ্যে সাধারণ কর

১৮ পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার ঐ সময়ে শিষ্যগণ যীশুর নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনি স্বর্গরাজ্যের মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?" যীশু
২ একটি শিশুকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া
৩ বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি, যদি তোমাদের
৪ মনের পরিবর্তন না হয় এবং যদি তোমরা শিশুর মত না হইতে পার, তাহা হইলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যে কেহ নিজেকে এই শিশুর ন্যায় নত করে, সেই
৫ স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ; যে কেহ এইরূপ একটি শিশুকে আমার
৬ নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। কিন্তু যে কেহ আমাতে বিশ্বাসী এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একজনকেও পথভ্রষ্ট করে, তাহার গলায় জাঁতা ঝুলাইয়া তাহাকে সমুদ্রের গভীর জলে
৭ নিমগ্ন করা বরং তাহার পক্ষে ভাল। প্রলোভনের জন্য জগৎকে ধিক। এমন প্রলোভন অবশ্যই ঘটিবে; তথাপি যাহার দ্বারা
৮ প্রলোভন ঘটে, সেই ব্যক্তিকে ধিক। তোমার হাত কিংবা পা যদি তোমার বিঘ্নের কারণ হয়, তাহা হইলে উহা কাটিয়া ফেল ও দূরে ফেলিয়া দাও; দুই হাত কিংবা দুই পা লইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং খঞ্জ অথবা অঙ্গহীন হইয়া জীবনে প্রবেশ
৯ করা তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর; দুই চক্ষু লইয়া নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক চক্ষু লইয়া
১০ জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। সাবধান, এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটিকেও অবজ্ঞা করিও না; কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, স্বর্গে তাহাদের দূতগণ সর্বদাই আমার

১১ স্বর্গস্থ পিতার মুখমণ্ডল দর্শন করেন। কারণ যাহা হারাইয়াছিল, তাহাই উদ্ধার করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন। তোমাদের
১২ কি মনে হয়? একজনের একশত মেষ থাকিলে, তাহাদের মধ্যে যদি একটি হারাইয়া যায়, তবে সে কি নিরানব্বইটি পাহাড়ে ছাড়িয়া, যেটি হারাইয়াছে তাহার সন্ধানে যাইবে না? আর
১৩ কোনক্রমে যদি সেটিকে পায়, আমি সত্যই বলিতেছি, হারানো মেষটি পাইলে, যে মেষপালের মধ্যে নিরানব্বইটি পথভ্রষ্ট হয় নাই, তাহাদের অপেক্ষা সেই একটি মেষের বিষয়ে বেশি
১৪ আনন্দ করে। তেমনই এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের একটিও যে বিনষ্ট হয়, ইহা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা নয়।

১৫ **খ্রীষ্টসমাজে শাসন** তোমার ভাই যদি কোন দোষ করে, তাহাকে নিভৃতে লইয়া তিরস্কার কর।
১৬ যদি সে তোমার কথা শুনে, তবে তোমার ভাইকে পাইবে। কিন্তু যদি সে না শোনে, তবে অন্য দুই এক জনকে সঙ্গে লও যেন সমস্ত
১৭ ব্যাপার দুই তিন জন সাক্ষীর কথায় নিষ্পত্তি হয়। তাহাদের কথাও যদি সে না শুনে, তবে মণ্ডলীকে বল; যদি সে মণ্ডলীর কথা না শুনে, তবে সে তোমার পক্ষে বিধর্মী বা করগ্রাহকের তুল্য হউক।
১৮ আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি, পৃথিবীতে তুমি যাহা কিছু রুদ্ধ করিবে, স্বর্গেও তাহাই রুদ্ধ হইবে; পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত
১৯ করিবে, স্বর্গেও তাহাই মুক্ত হইবে। অধিকন্তু আমি সত্যই বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে দুইজন পৃথিবীতে একই বিষয়ে প্রার্থনা করিলে, আমার স্বর্গস্থ পিতা তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিবেন।

[১১] কয়েকটি প্রধান পুঁথিতে শ্লোকটি নাই।

২০ কারণ যেখানে দুই তিন জন আমার নাম করিয়া একত্র হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হই।”

২১ **কতবার ক্ষমা কর্তব্যঃ নির্দয় ভৃত্যের উপমা** পিতর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “প্রভু, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে দোষ করিলে, আমি কতবার তাহাকে ক্ষমা করিব? সাতবার ২২ কি?” যীশু বলিলেন, “কেবল সাতবার নয়, কিন্তু সত্তরগুণ ২৩ সাতবার—এই আমার কথা। অতএব স্বর্গরাজ্য এমন এক রাজার তুল্য, যিনি তাঁহার দাসগণের সহিত হিসাব-নিকাশ স্থির ২৪ করিলেন। হিসাব আরম্ভ করিলে, একজন তাঁহার নিকটে আনীত হইল, সে তাঁহার দশ হাজার ‘তালেন্ত’ ধারিত। তাহার ২৫ ঋণ-পরিশোধের উপায় না থাকায়, মনিব তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্র এবং সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে আজ্ঞা দিলেন। ২৬ সেই দাস কিন্তু প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিল, ‘আমাকে ২৭ একটু সময় দিন আমি সমস্তই পরিশোধ করিব।’ প্রভু সেই দাসের প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন, তাহার ঋণও ক্ষমা ২৮ করিলেন। দাসটি বাহির হইবামাত্র আর একজন দাস-ভাইকে দেখিতে পাইল, সে তাহার এক শত দীনার ধারিত। সে তাহাকে

[২৩] “দাসগণের সহিত” : দাস বলিতে রাজকর্মচারী বুঝায়। তৎকালীন প্রাচ্য সম্রাটগণের কর্মচারী উচ্চপদে নিযুক্ত হইলেও চাকরের তুল্য।

[২৪] “তালেন্ত” : সোনা-রূপা মাপিবার ওজন বিশেষ; ইহা আধুনিক মুদ্রার তুলনায় অনুমান ছয় হাজার টাকা।

[২৮] “দীনার” তখনকার মুদ্রা : ইহা অনুমান আমাদের আধুলির সমান।

গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আমার যাহা ধার, তাহা শোধ কর।'
২৯ তাহাতে তাহার দাস-ভাই প্রণিপাত করিয়া অনুনয় করিল, 'আমাকে একটু সময় দাও; আমি তোমার সমস্তই শোধ করিব।'
৩০ কিন্তু সে অসম্মত হইয়া চলিয়া গেল এবং তাহাকে ঋণ-পরিশোধ
৩১ না করা পর্য্যন্ত কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার অন্যান্য দাস-ভাইরা বড়ই দুঃখিত হইল; তাহারা মনিবকে
৩২ সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। তখন মনিব তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'ওরে দুষ্ট দাস, তুই আমার কাছে মিনতি করাতে আমি
৩৩ তোর সমুদয় ঋণ ক্ষমা করিলাম; আমি যেমন তোর প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনই তোর দাস-ভাইয়ের প্রতি দয়া করা কি
৩৪ তোর উচিত ছিল না?' মনিব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যে পর্য্যন্ত সমস্ত ঋণ সে পরিশোধ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে নিগ্রাহকদের হস্তে
৩৫ সমর্পণ করিলেন। তোমরা প্রত্যেকেই নিজ ভ্রাতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা না করিলে, আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের প্রতি তদ্রূপ করিবেন।"

১৯ ঐ সকল উপদেশ শেষ করিয়া যীশু গালিলেয়া হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি যর্দানের পরপারস্থিত যুদেয়া-দেশে আসিলেন।
২ জনতা তাঁহার অনুগমন করিল; তিনি সেখানে তাহাদিগকে নিরাময় করিলেন।

৫ম ভাগ : শেষ বিচারের বিবরণ

(ক) পূর্বাভাস

৩ **বিবাহ-বিচ্ছেদ** ফরিশীরা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রী ৪ ত্যাগ কি যে কোন কারণে বিধেয়?" তিনি উত্তর করিলেন, "তোমরা কি পড় নাই যে, আদিতে সৃষ্টিকর্তা তাহাদিগকে 'পুরুষ ৫ ও স্ত্রী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন', এবং বলিয়াছেন, 'এই কারণে পুরুষ পিতামাতাকে ছাড়িয়া স্ত্রীতে আসক্ত হইবে; এবং তাহারা ৬ দুইজনে একাঙ্গ হইবে।' অতএব তাহারা আর দুইজন নয়—একই অঙ্গভূত। এইজন্য, ঈশ্বর যাহা এক করিয়াছেন কোন ৭ মনুষ্য যেন তাহা পৃথক না করে।" তাহারা বলিল, "তবে মোশী কেন আদেশ করিয়াছেন 'স্ত্রীকে ত্যাগপত্র দিয়া দূর কর'?" ৮ তিনি উত্তর করিলেন, "তোমাদের মনের কাঠিন্যহেতু মোশী তোমাদিগকে স্ত্রীত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু ৯ আদিতে এরূপ ছিল না। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,

---

[৩] "যে কোন কারণে"—শাস্ত্রীদের মধ্যে দুই দল ছিল: এক দলের মতে অতি তুচ্ছ কারণেও স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধেয়; অপর দলের মতে একমাত্র ব্যভিচারিণীকে ত্যাগ করা বিধেয় ছিল।

[৪-৬] শাস্ত্রীদের তর্ক-বিতর্ক ছাড়িয়া যীশু নির্ভয়ে সৃষ্টিকর্তার আদিম ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়া তাহা বিনা শর্তে সমর্থন করেন, সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ-বিচ্ছেদ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

[৭-৯] ফরিশীরা পুনরায় "মোশীর আদেশ"-এর কথা উত্থাপন করে; যীশু "মোশীর আদেশ"-এর ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, এই আদেশ অনুসারে কেবল

ব্যভিচার ছাড়া যদি কেহ স্ত্রীত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করে, স্বয়ং সে ব্যভিচার করে। সেই পরিত্যক্তা নারীকে যে বিবাহ করে, সেও
১০ ব্যভিচার করে।" শিষ্যগণ তাঁহাকে বলিলেন, "স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক
১১ যদি এইপ্রকার হয়, তবে বিবাহ না করাই ভাল।" তিনি বলিলেন, "যাহাদের এই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারাই বুঝে; সকলে তাহা
১২ বুঝে না। কেহ কেহ মাতৃগর্ভ হইতে নপুংসক; কেহ কেহ মানুষের হাতে নপুংসক হইয়াছে; আর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য নিজেকে নপুংসক করিয়াছে, এমনও কেহ কেহ আছে। যে বুঝিতে পারে, সে বুঝুক।"

১৩ **শিশুদের প্রতি স্নেহ** তখন কয়েকটি শিশুকে তাঁহার নিকট আনা হইল, যেন তিনি তাহাদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করেন। শিষ্যগণ শিশুদিগকে ধমক

ব্যভিচারিণীকে ত্যাগপত্র দেওয়া বিধেয়; কিন্তু তিনি পুনর্বার ঘোষণা করেন যে, তাঁহার মতে, যে ব্যভিচারিণীকে ত্যাগপত্র দেওয়া হইয়াছে, সে পুনর্বিবাহ করিতে পারে না; যে তাহাকে ত্যাগপত্র দিয়াছে, সেও পারে না; এই কারণে শিষ্যগণ অবাক হইয়া তখনই নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করে 'তবে বিবাহ না করাই ভাল'—একটু আগে যীশু বিবাহ-বিচ্ছেদ এমন কঠিনভাবে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন [১৯, ৪-৬] যে, ৯ম শ্লোকে তিনি যখন বলেন, "ব্যভিচাব ছাড়া", আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বুঝিতে হয় যে, ত্যাগপত্রে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় নাই, ব্যভিচারের কারণেও নয়; দুশ্চরিত্রের স্বামী স্ত্রীকে পৃথক করিতে পারে, কিন্তু সে পুনর্বিবাহ করিতে পারে না।

[১২] "স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য" ইত্যাদি—ইহার দ্বারা এমন বুঝায় না যে, কেহ নিজ শরীরের এমন ক্ষতি করিতে পারে, কিন্তু যে ইন্দ্রিয়-সংযমী সে স্বেচ্ছায় কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিতে পারে।

১৪ দিতে লাগিলেন। যীশু কিন্তু বলিলেন, "শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও; বাধা দিও না; কারণ যাহারা তাহাদের মত,
১৫ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" তিনি তাহাদের মাথায় হস্তস্পর্শ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

১৬ **ধনাসক্ত যুবক** একজন তাহার নিকট আসিয়া বলিল, "গুরু, অনন্তজীবন লাভ করিবার জন্য কোন্
১৭ সৎকর্ম করিব?" তিনি উত্তর করিলেন, "সৎ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? সৎ একজন মাত্রই আছেন [তিনিই ঈশ্বর], তবে যদি জীবনে প্রবেশ করিতে চাও, আজ্ঞা সকল পালন
১৮ কর।" সে বলিল, "কোন্ আজ্ঞা?" যীশু বলিলেন, "নরহত্যা করিবে না; ব্যভিচার করিবে না; চুরি করিবে না; মিথ্যা
১৯ সাক্ষ্য দিবে না; পিতামাতাকে সম্মান করিবে; তোমার প্রতি-
২০ বেশীকে আত্মতুল্য প্রীতি করিবে।" যুবকটি বলিল, "ঐ সকলই
২১ তো পালন করিয়া আসিতেছি; আমি আর কি করিব?" যীশু তাহাকে বলিলেন, "যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চাও, তবে যাও, তোমার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর; স্বর্গে তুমি
২২ প্রচুর ধন লাভ করিবে; তাহার পর আমার অনুগমন কর।" যুবকটি এই কথায় দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল; কারণ তাহার সম্পত্তি ছিল প্রচুর।

২৩ যীশু তখন তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "আমি সত্যই
২৪ বলিতেছি, ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন; আমি আবার বলি, ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা সূচীর ছিদ্রপথে
২৫ উটের প্রবেশ অপেক্ষাকৃত সহজ।" শিষ্যগণ এ কথা শুনিয়া বিস্মিত
২৬ হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে কে?" যীশু তাঁহাদের

দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "মানুষের পক্ষে ইহা অসাধ্য; কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য কিছু নাই।"

২৭ **শিষ্যগণের পুরস্কার** পিতর তখন তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা তো সমস্তই ত্যাগ করিয়া

২৮ আপনার সঙ্গ লইয়াছি; আমাদের কি হইবে?" যীশু উত্তর করিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি, আমার সঙ্গী তোমরা, পুনঃসংস্কারের কালে, মনুষ্যপুত্র যখন তাঁহার প্রতাপময় সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া

২৯ ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে, আর যে কেহ আমার জন্য বাড়িঘর, ভাইভগিনী, পিতামাতা, সন্তান, জমিজমা ত্যাগ করিবে, সে ইহার শত গুণ ফিরিয়া পাইবে এবং অনন্ত জীবন

৩০ ও অধিকার করিবে। যাহারা পুরোভাগে তাহারা পশ্চাদ্ভাগে যাইবে; যাহারা পশ্চাদ্ভাগে আছে তাহারা পুরোভাগে আসিবে।

২০ **দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মজুরদের উপকথা** কারণ:স্বর্গরাজ্য এমন এক গৃহস্থের তুল্য, যে প্রত্যুষে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইতে বাহির হইল।

২ সে মজুরদের সহিত দৈনিক এক দীনার মজুরি ধার্য্য করিয়া,

৩ তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিল। পরে বেলা এক প্রহরের সময় সে বাহির হইয়া দেখিল, বাজারে কতকগুলি

৪ নিষ্কর্মা লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহাদিগকে কহিল, 'তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গিয়া কাজ কর, ন্যায্য মজুরি

৫ তোমাদিগকে দিব।' তাহারাও গেল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে

৬ সে পুনরায় বাহির হইয়া তদ্রূপ করিল। পরে চতুর্থ প্রহরের

[৩, ৫, ৬] ভোর ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত দিন চার প্রহরে বিভক্ত।

এক ঘণ্টা থাকিতে বাহিরে গিয়া সে দেখিল, আরও কয়েকজন নিষ্কর্মা লোক দাঁড়াইয়া আছে; সে তাহাদিগকে বলিল, 'তোমরা
৭ সমস্ত দিন এখানে অলসভাবে দাঁড়াইয়া আছ কেন?' তাহারা উত্তর করিল, 'কেহই আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই।' সে
৮ কহিল, 'তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও।' সন্ধ্যা হইলে, দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা আপন দেওয়ানকে বলিল, 'মজুরদিগকে ডাক; শেষ দল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম দল পর্য্যন্ত তাহাদের
৯ মজুরি দাও।' যাহারা শেষবেলায় আসিয়াছিল, তাহারা এক
১০ দীনার করিয়া পাইল। যাহারা প্রথমে আসিয়াছিল তাহারা মনে করিল, তাহারা অধিক পাইবে; কিন্তু তাহারাও এক দীনার
১১ করিয়া পাইল। তাহা পাইয়া তাহারা গৃহকর্তার নিন্দা করিতে
১২ লাগিল এবং বলিল, "শেষবেলার এই লোকেরা মাত্র এক ঘণ্টা খাটিয়াছে; আমরা সারা দিনের কষ্ট ও রৌদ্র সহ্য করিয়াছি,
১৩ আপনি তাহাদিগকে আমাদের সমান মজুরি দিলেন।' সে উত্তরে তাহাদের একজনকে কহিল, 'বন্ধু, আমি তোমার কোন অন্যায় করি নাই; আমার সহিত তুমি কি এক দীনারের চুক্তি কর
১৪ নাই? তোমার প্রাপ্য লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা,
১৫ তোমাকে যাহা দিয়াছি, এই শেষের জনকেও তাহাই দিব। আমার নিজের সম্পত্তি লইয়া আমি কি যাহা খুশি করিতে পারি না?
১৬ দয়ার জন্য কি তোমার হিংসা হইতেছে? এইরূপে যাহারা শেষের তাহারা প্রথম হইবে এবং যাহারা প্রথম তাহারা শেষে পড়িবে। আহূত অনেকেই হয়, কিন্তু মনোনীত হয় অল্পই।"

[১৬] পদটির শেষভাগ প্রধান প্রধান পুথিতে নাই

১৭ **যাতনাভোগ ও মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী** যীরুশালেমে যাত্রা করিবার মুখে যীশু দ্বাদশ শিষ্যকে নিভৃতে লইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, ১৮ "আমরা তো যীরুশালেমে যাত্রা করিতেছি ; মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজক ও শাস্ত্রীদের হস্তে সমর্পিত হইবেন ; তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডের ১৯ আজ্ঞা দিবে ও তাঁহাকে বিজাতীয়দের হাতে সমর্পণ করিবে, তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, প্রহার করিবে ও ক্রুশবিদ্ধ করিবে ; তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যোত্থিত হইবেন।"

২০ **জেবেদের পুত্রগণের অনুরোধ** তখন জেবেদের পুত্রগণের মাতা পুত্রদিগকে লইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন ও তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া একটি ২১ প্রার্থনা জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি কি চাও ?" স্ত্রীলোকটি উত্তর করিলেন, "আদেশ করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্র, একজন আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে আর একজন আপনার বাম ২২ পার্শ্বে আসন পায়।" যীশু উত্তর করিলেন, "তোমরা কি চাও, তাহা

[১৮] তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরে যীশু তিনবার যীরুশালেমে যাত্রা করেন : একবার অক্টোবর মাসে কুটির-বাস পর্বের সময়ে, অনুমান অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি [যোহন ৭, ২-১০], একবার ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে, প্রতিষ্ঠা-পর্বের উপলক্ষ্যে [লুক, ১৩, ২২ ও যোহন ১০, ২২], তৃতীয় ও শেষবার নিস্তার-পর্বের উপলক্ষ্যে ; সেই নিস্তার-পর্বের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয় ; এই শেষ যাত্রার বিবরণ মথির এই অধ্যায়ে আরম্ভ।

[২২] "পাত্র" তাঁহার যাতনাভোগের নিদর্শন। এই পাত্রটি তিনি নিঃশেষ করিবেন।

বোঝ নাই। যে পাত্রে আমি পান করিতে যাইতেছি, সেই পাত্রে কি তোমরা পান করিতে পার?” তাহারা বলিল, “পারি।”
২৩ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “আমার পানপাত্রে তোমরা অবশ্য পান করিবে; কিন্তু আমার দক্ষিণ পার্শ্বে কি আমার বাম পার্শ্বে আসন দিবার অধিকার আমার নাই; আমার পিতা যাহাদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করিয়াছেন, আসন তাহাদেরই হইবে।”

২৪ **পরসেবার মাহাত্ম্য** ইহা শুনিয়া দশ জন শিষ্য দুই ভ্রাতার
২৫ প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। যীশু কিন্তু তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “বিজাতীয়দের রাজারা তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করে, অভিজাতগণ তাহাদিগকে শাসন করে, তোমরা
২৬ তাহা জান; তোমাদের মধ্যে এই ব্যবস্থা নাই; তোমাদের মধ্যে
২৭ যে বড় হইতে চায়, সে তোমাদের সেবক হইবে; তোমাদের মধ্যে
২৮ যে প্রথম হইতে চায়, সে তোমাদের দাস হইবে; যেমন মনুষ্যপুত্র সেবা পাইবার জন্য নয়, সেবা করিতে এবং অনেকের মুক্তির জন্য নিজপ্রাণ বিসর্জন দিতে আসিয়াছেন।”

২৯ **দুইজন অন্ধকে দৃষ্টিদান** তাহারা যেরিখো হইতে বাহির হইবার সময় প্রকাণ্ড জনতা
৩০ তাঁহার অনুসরণ করিল। পথের পার্শ্বে উপবিষ্ট দুইজন অন্ধ যীশু যাইতেছেন শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, “প্রভু, দাউদ-সন্তান,
৩১ আমাদের প্রতি দয়া করুন।” লোকেরা ধমক দিয়া তাহাদিগকে চুপ করিতে বলিল; তাহারা কিন্তু আরও চীৎকার করিতে লাগিল,
৩২ “প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।” যীশু দাঁড়াইলেন; তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা কি চাও?
৩৩ তোমাদের কি করিব?” তাহারা বলিল, “প্রভু, আমরা যেন দৃষ্টিলাভ

৩৪ করি।" যীশু তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন; তাহারা তখনই দৃষ্টিলাভ করিল ও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

২১ যীরুশালেমে জয়যাত্রা তাঁহারা যীরুশালেমের নিকটবর্তী জৈতুন পর্বতের পার্শ্বস্থ বেথ্‌ফাগে

২ গ্রামে আসিলে, দুইজন শিষ্যকে যীশু এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন, "সম্মুখের গ্রামে যাও; প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবে, একটি গর্দভী ও তাহার সহিত একটি বৎস বাঁধা; তাহাদিগকে খুলিয়া

৩ আমার নিকটে আন; যদি কেহ তোমাদের কিছু বলে, তোমরা বলিবে—'প্রভুর প্রয়োজন আছে'; সে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবে।

৪ এই ঘটনাতেই ঋষিদের এই বাণী সিদ্ধ হইল—

৫ সিয়োন-দুহিতাকে বল,
ওই দেখ তোমার বিনীত রাজা
গর্দভে ও গর্দভীর শাবকে উপবিষ্ট হইয়া
তোমার নিকটে আগমন করিতেছেন'।"

৬ শিষ্যগণ গিয়া যীশুর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলেন, গর্দভী ও

৭ বৎসটিকে আনিলেন, তাহাদের পিঠে স্ব স্ব গাত্রবস্ত্র পাতিয়া তাহার

৮ উপরে তাঁহাকে বসাইলেন। তখন জনতার অনেকে নিজ নিজ বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল; কেহ কেহ গাছের ডাল কাটিয়া পথে

৯ ছড়াইয়া দিল। অগ্রগামী ও অনুগামী জনতা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "দাউদ-সন্তানের জয়; যিনি প্রভুর নামে

১০ আসিতেছেন, তিনি ধন্য; ঊর্ধ্বলোকে হোসান্না।" তিনি যীরুশালেমে প্রবেশ করিলে, সমগ্র নগরে সোরগোল পড়িয়া গেল,

১১ সকলেই প্রশ্ন করিল, "উনি কে?" জনতা বলিতে লাগিল, "উনি মহর্ষি, গালিলেয়ার অন্তঃপাতী নাজারেথের যীশু।"

১২ **মন্দির হইতে ব্যাপারী বহিষ্করণ** যীশু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, ব্যাপারী ও খরিদ্দারকে তাড়াইয়া দিলেন; পোদ্দারদের মেঝ ও পায়রার ১৩ ব্যাপারীদের দোকান উল্টাইয়া দিলেন, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "শাস্ত্রে লেখা আছে, 'আমার গৃহ প্রার্থনার গৃহ বলিয়া আখ্যাত হইবে; তোমরা কিন্তু ইহাকে চোরের আড্ডা করিয়া তুলিয়াছ'।"

১৪ মন্দিরে তাঁহার নিকট অনেক অন্ধ ও খঞ্জ আসিল; তিনি তাহাদিগকে ১৫ সুস্থ করিলেন। তাঁহার অলৌকিক কর্ম দেখিয়া ও মন্দিরে ছেলেদের মুখে 'দাউদ-সন্তানের জয়'-ধ্বনি শুনিয়া প্রধান যাজকগণ ও ১৬ শাস্ত্রীরা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "ইহারা কি বলিতেছে, শুনিতে পাইতেছ?" যীশু উত্তর করিলেন, "শুনিতে পাইতেছি; তোমরা কি ইহা পড় নাই, 'শিশু ও স্তন্যপায়ীদের মুখে তোমার ১৭ স্তব সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে'?" তাহার পর তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া নগরের বাহিরে বেথানিয়াতে গিয়া রহিলেন।

১৮ **ফলশূন্য ডুমুর গাছ** প্রত্যূষে নগরে ফিরিবার পথে তিনি ১৯ ক্ষুধার্ত হইলেন; পথের পার্শ্বে একটি ডুমুর গাছ দেখিয়া তাহার নিকটে গেলেন; তাহাতে পাতা ছাড়া আর কিছু না দেখিয়া তিনি গাছের উদ্দেশে বলিলেন, "তোমাতে আর কখনও ফল ধরিবে না।" তখনই গাছটি শুকাইয়া গেল।

২০ শিষ্যগণ তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেমন করিয়া গাছটি ২১ হঠাৎ শুকাইয়া গেল?" যীশু উত্তর করিলেন, "আমি সত্যই

বলিতেছি, যদি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ডুমুর গাছের যাহা ঘটিল, তাহা তো করিতে পারিবেই, এমন কি পাহাড়কেও যদি বল, 'তুমি উঠিয়া সমুদ্রে পতিত হও' তাহাও ২২ হইবে। সপ্রত্যয় প্রার্থনায় যাহা কিছু যাচনা করিবে, তাহা সিদ্ধ হইবে।"

২৩ **খ্রীষ্টের অধিকার** তিনি মন্দিরে আসিয়া শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন প্রধান যাজক ও প্রাচীনগণ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "কোন্ অধিকারে এই সকল করিতেছ? ২৪ এই অধিকার কে তোমাকে দিল?" যীশু উত্তর করিলেন, "আমিও তোমাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব; তোমরা সে কথার উত্তর আমাকে দিলে, আমিও তোমাদিগকে বলিব, কাহার অধিকার লইয়া আমি এই সকল করিতেছি। ২৫ যোহনের দীক্ষাস্নান কোথা হইতে? স্বর্গ হইতে, না মর্ত্য ২৬ হইতে?" তাহারা পরস্পর তর্ক করিতে লাগিল, "আমরা যদি বলি, স্বর্গ হইতে, সে বলিবে, তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে না কেন? যদি বলি, মর্ত্য হইতে, তাহা হইলে জনসাধারণকে ভয় আছে, কারণ সকলে যোহনকে মহর্ষি বলিয়া ২৭ মানে।" তখন তাহারা যীশুকে উত্তর দিল, "আমরা জানি না।" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "কাহার অধিকার লইয়া আমি এই সকল করি, আমিও তোমাদিগকে বলিব না।

২৮ **দুই পুত্রের উপাখ্যান ও বিদ্রোহী প্রজাদের উপাখ্যান** কিন্তু এ বিষয়ে তোমরা কি বল? কোন লোকের দুইটি পুত্র ছিল; সে প্রথমটির নিকট গিয়া বলিল, 'বৎস, আজ আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে

২৯ গিয়া কাজ কর।' সে উত্তর করিল, 'আমি যাইব না', কিন্তু পরে
৩০ অনুতপ্ত হইয়া কাজে গেল। অপর ছেলের নিকট গিয়া লোকটি একই কথা বলিল। ছেলেটি উত্তর করিল, 'মহাশয়ের আজ্ঞা
৩১ শিরোধার্য্য ; আমি যাইব।' কিন্তু সে গেল না। দুইটির মধ্যে কে পিতার আদেশ পালন করিল ?" তাহারা উত্তর করিল, "প্রথমটি।" যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, করগ্রাহী ও বেশ্যারাও তোমাদের পূর্বেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতেছে।
৩২ কারণ যোহন তোমাদের মধ্যে সৎগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন ; তোমরা তো তাঁহাকে বিশ্বাস কর নাই ; করগ্রাহী ও বেশ্যারা কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বাস করিল ; তাহা দেখিয়াও তোমাদের অনুতাপ হয় নাই, বিশ্বাসও হয় নাই।

৩৩ আর একটি উপমা শুন। একজন গৃহস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্র নির্মাণ করিয়া তাহার চারিপার্শ্বে বেড়া দিল, তাহার মধ্যে একটি সুরাকুণ্ড খনন করিল, চৌকির জন্য বুরুজ নির্মাণ করিল ও কয়েকজন প্রজাকে
৩৪ জমাবিলি করিয়া বিদেশে চলিয়া গেল। ফসলের সময়ে সে তাহার অংশ আদায় করিবার জন্য প্রজাদের নিকট কর্মচারীদের
৩৫ পাঠাইয়া দিল ; প্রজারা কিন্তু কর্মচারীদের ধরিয়া, কাহাকেও প্রহার করিল, কাহাকেও বধ করিল, কাহাকেও প্রস্তরাঘাতে মারিয়া
৩৬ ফেলিল। সে পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কর্মচারী পাঠাইল ;
৩৭ প্রজারা তাহাদের প্রতিও অনুরূপ ব্যবহার করিল। অবশেষে সে এই ভাবিয়া আপন পুত্রকে পাঠাইল, তাহারা অন্তত আমার
৩৮ পুত্রকে সম্মান করিবে। প্রজারা কিন্তু তাহার পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, 'ইনিই উত্তরাধিকারী, এস, আমরা
৩৯ ইঁহাকে বধ করিয়া সম্পত্তি দখল করি।' তাহারা পুত্রকে ধরিয়া,

৪০ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিল। দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক স্বয়ং আসিয়া ঐ প্রজাদের কি ব্যবস্থা করিবে?"
৪১ তাহারা উত্তর করিল, "সে ঐ দুরাত্মাদের বিনষ্ট করিবে ও এমন প্রজার হাতে দ্রাক্ষাক্ষেত্র জমা দিবে, যে ফসলের সময়ে তাঁহার
৪২ প্রাপ্য অংশ দিবে।" যীশু বলিলেন, "তোমরা কি শাস্ত্রে পড় নাই?—

রাজমিস্ত্রী যে পাথর বর্জন করিয়াছিল,
তাহাই কোণের যোজক-প্রস্তর হইল;
ইহাই প্রভুর কার্য্য,
ইহাই আমাদের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর।

৪৩ আমি তোমাদিগকে বলিয়া রাখিলাম, এইভাবেই স্বর্গরাজ্য তোমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে; তাহা এমন জাতিকে দেওয়া হইবে, যে ইহার উপযুক্ত ফল উৎপাদন করিবে।
৪৪ এই প্রস্তরের উপর যে পতিত হইবে, সে খণ্ড বিখণ্ড হইবে; এই প্রস্তর যাহার উপর পড়িবে, সে ধূলিবৎ চূর্ণ হইবে।"
৪৫ প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা এই উপমা শুনিয়া বুঝিতে পারিল
৪৬ যে, তিনি তাহাদেরই বিষয়েই বলিয়াছেন। ইহাতে তাহারা তাঁহাকে ধরিবার জন্য উদ্যত হইল; তাহারা কিন্তু জনসাধারণকে ভয় করিত, কারণ লোকে তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়া মানিত।

২২ বিবাহোৎসবের উপমা যীশু আর একটি উপমা তাহাদের
২ সম্মুখে স্থাপন করিলেন, "স্বর্গ-রাজ্য এমন এক রাজার সদৃশ, যিনি আপন পুত্রের বিবাহ-ভোজের
৩ আয়োজন করিলেন। সেই উৎসবে নিমন্ত্রিতগণকে ডাকিতে তিনি আপন ভৃত্যদিগকে প্রেরণ করিলেন, তাহাদের কিন্তু আসিবার ইচ্ছা

৪ ছিল না। তিনি আবার আর এক দল ভৃত্যকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন, 'নিমন্ত্রিত লোকদিগকে বল, আমার ভোজ প্রস্তুত; বৃষাদি হৃষ্টপুষ্ট পশু মারা হইয়াছে, সমস্তই প্রস্তুত; আপনারা বিবাহের
৫ ভোজে আসুন।' তাহারা কিন্তু আহ্বান উপেক্ষা করিয়া কেহ
৬ আপন ক্ষেত্রে, কেহ বা আপন ব্যবসায়ে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট সকলে তাঁহার ভৃত্যগণকে ধরিয়া অপমান করিল ও বধ করিল।
৭ তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া ঐ সকল হত্যাকারীকে বিনষ্ট করিলেন ও তাহাদের নগর দগ্ধ করিলেন।
৮ পরে তিনি আপন ভৃত্যগণকে বলিলেন, 'বিবাহের ভোজ প্রস্তুত
৯ বটে, কিন্তু যাহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহারা অযোগ্য। অতএব তোমরা চৌরাস্তার মোড়ে যাও ও যত লোক পাও সকলকেই
১০ বিবাহের ভোজে ডাকিয়া আন।' ভৃত্যেরা রাজপথে গিয়া ভাল মন্দ যত লোক পাইল, সকলকেই সংগ্রহ করিয়া আনিল; তাহাতে
১১ বিবাহ-বাটি অতিথিগণে পরিপূর্ণ হইল। রাজা অতিথিদিগকে দেখিতে ভিতরে আসিয়া এমন একজনকে দেখিতে পাইলেন,
১২ যাহার বিবাহ-ভোজের উপযুক্ত বস্ত্র ছিল না। তিনি তাহাকে বলিলেন, 'বন্ধু, তুমি কেমন করিয়া উপযুক্ত বস্ত্র বিনা এখানে প্রবেশ
১৩ করিলে?' সে নিরুত্তর রহিল। তখন রাজা পরিচারকদিগকে বলিলেন, 'উহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া উহাকে বাহিরের অন্ধকারে নিক্ষেপ কর; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ ধ্বনি শ্রুত হইবে।'
১৪ কারণ আহূত অনেকেই হয়, কিন্তু মনোনীত হয় অল্পই।"

---

[১১] "বিবাহ-বস্ত্র" : ঐ দেশে বিবাহাদি উৎসবে যোগ দিতে গেলে বিশেষ পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল; সেই বস্ত্র না পরিয়া যোগদান করিলে দোষ হইত।

১৫ **কর আদানের বিষয়ে তর্ক** ফরিশীরা প্রস্থান করিয়া পরামর্শ করিল, কিরূপে যীশুকে কথার
১৬ ফাঁদে ফেলিতে পারে। তাহারা হেরোদের দলের সহিত নিজ শিষ্যগণ দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, "গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্যনিষ্ঠ; কাহারও পক্ষাবলম্বন না করিয়া প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের পথ
১৭ নির্দেশ করেন, কারণ আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষী নহেন। কৈসারকে করদান বিধেয় কি না—এ বিষয়ে আপনার মত কি, বলুন?"
১৮ যীশু তাহাদিগের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া বলিলেন, "রে কপট,
১৯ আমাকে পরীক্ষায় ফেলিতেছ কেন? করমুদ্রা আমাকে দেখাও।"
২০ তাহারা তাঁহাকে একটি দীনার দিল। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন,
২১ "এই মূর্তি ও এই নাম কাহার? "তাহারা বলিল, "কৈসারের।" তখন তিনি বলিলেন, "কৈসারের যাহা, কৈসারকে দিও; আর
২২ ঈশ্বরের যাহা, ঈশ্বরকে দিও।" ইহা শুনিয়া তাহারা চমৎকৃত হইল ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

২৩ **সাদুকীয়দের সহিত তর্ক** সাদুকীয় — যাহাদের মতে পুনরুত্থান নাই—তাঁহার নিকট
২৪ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গুরু, মোশী বলিয়াছেন, 'যদি কেহ নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে তাহার ভাই সেই বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিয়া
২৫ তাহার ভাইয়ের বংশরক্ষা করিবে।' আমাদের মধ্যে সাতটি ভাই ছিল; জ্যেষ্ঠটি বিবাহ করিল, আর নিঃসন্তান হইয়া মরিবার কালে
২৭ তাহার স্ত্রীকে কনিষ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেল। কালক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি সাত জন ইহাই করিল। সকলের পরে

---

[১৬] হেরোদের দল রোমক শাসনের পক্ষে।

[২৩] সাদুকীয় সম্বন্ধে ৩. ৭ ও তাহার টীকা দ্রঃ।

২৮ স্ত্রীলোকটি মারা গেল। পুনরুত্থানে সাত জনের মধ্যে সে
২৯ কাহার স্ত্রী হইবে? সকলেই তো তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল।"
যীশু উত্তর করিলেন, "শাস্ত্র না বুঝিয়া, ঈশ্বরের শক্তি না বুঝিয়া
৩০ তোমরা ভ্রান্তিতে পড়িয়াছ। পুনরুত্থানে তো স্বামীও নাই, ভার্য্যাও
৩১ নাই; দেবদূতের মতই সকলে থাকিবে। আর মৃতোত্থান সম্বন্ধে
৩২ ঈশ্বর কি বলিয়াছেন, তাহা কি পড় নাই? 'আমি আব্রাহামের
ঈশ্বর, ইসায়াকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর' বলিয়া তিনি আত্মপরিচয়
৩৩ দিয়াছেন; তিনি মৃতদের ঈশ্বর নহেন, জীবিতদেরই।" এ কথা
শুনিয়া সকলে তাঁহার শিক্ষায় বিস্মিত হইল।

৩৪ **ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদেশ** যীশু সাদুকীয়দের নিরুত্তর করিয়াছেন
শুনিয়া, ফরিশীরা দল বাঁধিয়া তাঁহার
৩৫ নিকট আসিল; তাহাদের একজন শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার
৩৬ জন্য প্রশ্ন করিল, "গুরু, শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান কি?" যীশু
৩৭ তাহাকে বলিলেন, "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া, মনে প্রাণে
৩৮ তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসিবে—এইটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও
৩৯ প্রধান আদেশ। দ্বিতীয়টি ইহার অনুরূপ—তোমার প্রতিবেশীকে
৪০ আত্মবৎ প্রীতি করিবে। এই দুইটি আদেশই ধর্মবিধি ও ঋষিগণের
উপদেশের মূল।"

৪১ **ফরিশীদের সঙ্গে তর্ক** সমবেত ফরিশীগণকে যীশু জিজ্ঞাসা
৪২ করিলেন, "খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তোমাদের কি
মত? তিনি কাহার সন্তান?" তাহারা বলিল, "দাউদের।"

[৪১] যীশু ফরিশীদের দেখাইতে চান যে "খ্রীষ্ট" কেবল দাউদ-সন্তান নহেন; দাউদের কথায় ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে আসন প্রদান করেন; অর্থাৎ তিনি পিতা ঈশ্বরের সমান।

৪৩ তিনি বলিলেন, "তবে দাউদ কি প্রকারে আত্মার আবেশে তাঁহাকে 'প্রভু' বলেন ; যথা—

৪৪ প্রভু আমার প্রভুকে বলিলেন,
আমি তোমার শত্রুগণকে যতক্ষণ তোমার পদানত না করি,
সে পর্য্যন্ত তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন কর ?

৪৫ অতএব দাউদ তাঁহাকে যখন 'প্রভু' বলেন, তখন তিনি কিরূপে ৪৬ তাঁহার সন্তান হন ?" একটি কথারও কেহ উত্তর দিতে পারিল না। সেই দিন অবধি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না।

২৩ ফরিশীদের প্রতি ধিক্কার

তখন যীশু জনতার উদ্দেশে ও তাঁহার শিষ্যদলের উদ্দেশে ২ বলিলেন, "শাস্ত্রীগণ ও ফরিশীগণ মোশীর আসনে বসিয়াছে ; ৩ অতএব তাহারা যাহা আদেশ করে, তাহাই পালন করিও ; কিন্তু তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিও না ; কারণ তাহারা বলে, কিন্তু ৪ কাজে করে না। মানুষের স্কন্ধে তাহারা দুর্বহ বোঝা বাঁধিয়া চাপাইয়া দেয়, নিজেরা কিন্তু তাহা আঙুল দিয়াও সরাইতে চায় না। ৫ তাহারা যাহা করে, সমস্তই লোক-দেখানো ; তাহারা কবচের আকার বাড়াইয়া চলে এবং বস্ত্রপ্রান্তের ঝালর দীর্ঘতর করে ;

[৫] "কবচ" : ধর্মগ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক প্রার্থনাকালে মাথায় বা বাম বাহুতে রাখিবার প্রথা। ফরিশীরা এইরূপ কবচ প্রায় মাথায় বা বাহুতে বাঁধিয়া রাখিত।

বস্ত্রের প্রান্তভাগে নীল রঙের ফিতা দিয়া "ঝালর" বাঁধিয়া রাখিত। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, ইহুদী বলিয়া পরিচয় ও ঈশ্বরের সহিত সন্ধির স্মৃতিচিহ্ন। ফরিশীরা এই জাতীয় অভিমানে ও ধর্মের বিষয়ে গোঁড়ামির জন্য বড় বড় ঝালর বস্ত্রের প্রান্তভাগে বাঁধিয়া রাখিত।

৬ তাহারা ভোজে প্রথম স্থান, সমাজগৃহে প্রধান আসন কামনা করে।
৭ বাজারে সাদর অভিবাদন ও 'গুরু' সম্বোধন তাহারা ভালবাসে।
৮ তোমরা কিন্তু 'গুরু'র উপাধি দাবি করিও না, কারণ তোমাদের গুরু একজনই আছেন; তোমরা সকলেই পরস্পরের ভাই।
৯ ইহলোকে কাহাকেও 'পিতা' সম্বোধন করিও না; কারণ একজনই
১০ তোমাদের পিতা, তিনি স্বর্গে অবস্থান করেন। 'অধ্যাপক' উপাধিও তোমরা দাবি করিও না; কারণ তোমাদের অধ্যাপক একমাত্র খ্রীষ্ট।
১১ তোমাদের মধ্যে যে বড়, সে সকলের ভৃত্য হউক; যে নিজেকে
১২ বড় মনে করে তাহাকে নত করা হইবে এবং যে নিজেকে নত
১৩ করে তাহাকে বড় করা হইবে। রে ভণ্ড শাস্ত্রী ও ফরিশী, ধিক তোমাদের! তোমরা সাধারণের মুখের উপর স্বর্গরাজ্যের দ্বার বন্ধ করিয়া দাও; নিজেরা তো প্রবেশ করই নাই, প্রবেশ-
১৪ প্রার্থীকেও ঢুকিতে দাও নাই। রে ভণ্ড শাস্ত্রী ও ফরিশী, ধিক তোমাদের! দীর্ঘ প্রার্থনার আড়ালে তোমরা বিধবাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া থাক, তাহাতে তোমাদের শাস্তি আরও গুরুতর
১৫ হইবে। রে ভণ্ড শাস্ত্রী ও ফরিশী, ধিক তোমাদের! একটি লোককে শিষ্য করিবার চেষ্টায় তোমরা জলস্থল মাপিয়া বেড়াও; কিন্তু তাহাকে পাইলেই তোমাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ পাষণ্ড করিয়া
১৬ তোল। অন্ধ হইয়াও তোমরা পথ দেখাইতে চাও, ধিক তোমাদের! তোমরা বল যে, কেহ মন্দিরের দিব্য করিলে তাহা খাটিবে না,

[৮] "গুরু"—এই পদে ও পরবর্তী চারটি পদে যীশু তাহার শিষ্যদিগকে আত্মাভিমানের বিষয়ে সতর্ক করেন।

[১৪] প্রধান প্রধান পুথিতে শ্লোকটি নাই।

১৭ কিন্তু মন্দিরের সোনার দিব্য করিলে তাহা খাটিবে। রে অন্ধ মূর্খের দল! সোনা বড়, না যে মন্দির সোনাকে পবিত্র করে,
১৮ তাহা বড়? তোমরাও বল যে, কেহ বেদীর নামে দিব্য করিলে তাহা খাটিবে না, কিন্তু বেদীর উপরিস্থ নৈবেদ্যের নামে দিব্য
১৯ করিলে তাহা খাটিবে। রে অন্ধ! নৈবেদ্য বড়, না যে বেদী
২০ নৈবেদ্যকে পবিত্র করে, তাহা বড়? বেদীর নামে যে দিব্য করে, সে তাহারও দিব্য করে, তাহাতে উপস্থিত সকল দ্রব্যেরও দিব্য করে;
২১ যে মন্দিরের দিব্য করে, সে তাহারও দিব্য করে ও যিনি মন্দিরে
২২ বাস করেন, তাঁহারও দিব্য করে; যে স্বর্গের দিব্য করে, সে ঈশ্বরের সিংহাসনেরও দিব্য করে ও যিনি তাহাতে আসীন তাঁহারও দিব্য করে।

২৩ ভণ্ড শাস্ত্রী ও ফরিশী, ধিক তোমাদের! তোমরা পুদিনা, মৌরী ও জীরার দশমাংশ দাবি কর; কিন্তু বিধির গুরু অংশ—ন্যায়পরায়ণতা, দয়া ও সরলতা উপেক্ষা কর; এগুলি তোমাদের
২৪ কর্তব্যের মধ্যে ছিল, অন্যগুলিও উপেক্ষার বস্তু নয়। রে অন্ধ পথপ্রদর্শক, তোমরা মশা ছাঁকিয়া উট গিলিয়া ফেল।

২৫ ভণ্ড শাস্ত্রী ও ফরিশী, ধিক তোমাদের! বাটি ও থালার বাহির তোমরা মাঝিয়া থাক, কিন্তু ভিতর তোমাদের অন্যায় লোভ ও
২৬ অসংযমে পরিপূর্ণ। অন্ধ ফরিশী, প্রথম বাটি ও থালার ভিতর পরিষ্কার কর, তাহা হইলে ইহার বহির্ভাগও পরিষ্কৃত হইবে।

[২৪] গম, তেল ও দ্রাক্ষারস, এই তিনটির দশমাংশ মন্দিরের পরিচালনার উদ্দেশ্যে দিবার নিয়ম ছিল। ফরিশীরা এই ভাবে বুঝাইয়া দিত যে, কেবল তিনটি প্রধান ফসলের অংশ দেয় নয়, অধিকন্তু অন্য সকল জিনিসের দশমাংশও দেওয়া উচিত, এমন কি তরিতরকারি, মশলা ইত্যাদির দশমাংশও দেওয়া বিধেয়।

২৭ ভণ্ড শাস্ত্রী ও ফরিশী, ধিক তোমাদের! তোমরা চুনকাম করা কবরের মত; বাহিরে দেখিতে কত সুন্দর, আর ভিতরে শুষ্ক হাড়
২৮ আর সর্ববিধ আবর্জনায় ভর্তি। তোমাদের এই অবস্থা, তোমরা বাহিরে ন্যায়পরায়ণ ও সাধু সাজিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের অন্তর খলতা ও অধর্মে পরিপূর্ণ।

২৯ রে ভণ্ড শাস্ত্রী ও ফরিশী, ধিক তোমাদের! তোমরা তো
৩০ ঋষিদের সমাধি গাঁথিয়া থাক, ধার্মিকদের সমাধি সজ্জিত কর এবং বল, 'আমাদের পিতৃপুরুষদের কালে আমরা যদি থাকিতাম, তাহাদের সঙ্গে ঋষিদের রক্তপাতে আমরা তাঁহাদের অংশী হইতাম না।'
৩১ তাহাতে তোমরা নিজের বিপক্ষেই এই সাক্ষ্য দিয়া থাক যে,
৩২ তোমরা ঐ মহর্ষিহন্তাদের সন্তান; তোমাদের পূর্বপুরুষের পাপের
৩৩ মাত্রা তোমরা পরিপূর্ণ কর। কালসাপ, কালসাপের বংশ তোমরা! বিচারে কোন্ উপায়ে নরকদণ্ড এড়াইবে? এই কারণে আমি
৩৪ তোমাদের নিকট ঋষি, সুবিজ্ঞ শিক্ষক ও অধ্যাপক পাঠাইব; তোমরা তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বধ করিবে, ক্রুশবিদ্ধ করিবে; কাহাকেও সমাজগৃহে কশাঘাত করিবে বা নগরে নগরে তাড়না
৩৫ করিবে। পৃথিবীতে যত নির্দোষ ব্যক্তির রক্তপাত হইয়াছে, হেবলের রক্তপাত হইতে সেই বারাখিয়ার পুত্র জাকারিয়ার রক্তপাত পর্য্যন্ত, যাহাকে মন্দির আর বেদীর মাঝখানে হত্যা
৩৬ করা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই তোমাদের উপর বর্তাইবে। সত্যই বলিতেছি, এই বংশের উপর ইহার সকল পাপ বর্তাইবে।

[২৯-৩৬] ইহুদী জাতির সকল অপরাধের, বিশেষত ঋষিদের উৎপীড়নের শাস্তি এই বংশের উপর বর্তাইবে। অপরাধের মধ্যে খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ। যীশুর শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে যীরুশালেমের বিনাশকালে জীবিত ছিল।

৩৭ যীরুশালেম! যীরুশালেম! ঋষি-ঘাতক তুমি; তোমার নিকট যাহারা প্রেরিত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া থাক। পক্ষীমাতা যেমন শাবকদের পক্ষপুটে আশ্রয় দেয়, আমিও কতবার তোমার সন্তানদের একত্রিত করিয়া আশ্রয় দিতে চেষ্টা ৩৮ করিয়াছি; কিন্তু তুমি সম্মত হও নাই। দেখ তোমার ঘর শূন্য ৩৯ হইয়া পড়িয়া থাকিবে; কারণ আমি বলিতেছি, আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, যতক্ষণ না বলিবে, 'যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন, তিনি ধন্য'।"

২৪ যীরুশালেমের বিনাশ

যীশু মন্দির হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া মন্দিরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

---

[১] প্রলয়কাল সম্বন্ধে যীশুর উক্তি

এই বিষয়ে প্রথম উক্তি মথি ১০, ২১-২৪

দ্বিতীয়	মথি ১৬, ২৭-২৮
তৃতীয়	মথি ২৩, ৩৪-৩৬
চতুর্থ	মথি ২৪, ১-৪৩
পঞ্চম	মথি ২৬, ৬৩-৬৫

১। উপরোক্ত পাঁচটি উক্তির মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত। প্রলয় সম্বন্ধে ইহুদী জাতির মধ্যে প্রচুর সাহিত্য ছিল। ইহার উদাহরণ পুরাতন নিয়মের মধ্যেও রহিয়াছে। দেশবিশেষের বিনাশ, সাম্রাজ্যবিশেষের বিনাশ এমন ভাষায় বর্ণিত রহিয়াছে যে, ইহা ঐশশক্তির প্রয়োগ বলিয়া বুঝিতে হয়। ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ ইসাইয়া ১৩, ৯-১০ ও ১২-১৩ দ্রঃ। পুরাতন নিয়মে দানিয়েল মহর্ষির গ্রন্থেও ইহার অনেক উদাহরণ আছে। দানিয়েলের অনুকরণে প্রচুর সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের লেখার ভঙ্গী এমন অনেক "তুলনামূলক" ছবি দ্বারা বর্ণিত যে, ইহা সকল সময়ে আক্ষরিকভাবে ধরা যায় না।

২ তিনি বলিলেন, "তোমরা ঐ সমস্ত দেখিতেছ? আমি কিন্তু তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি, এই গাঁথনির একখানি প্রস্তর অপর একখানির উপর থাকিবে না; সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে।"

প্রলয়ের লক্ষণ

(ক) অধর্মের ও অত্যাচারের বন্যা

৩ তিনি জৈতুন পর্বতে বসিয়া ছিলেন, তখন শিষ্যগণ নিভৃতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলুন, ঐ সমস্ত কবে ঘটিবে?
৪ আপনার আগমনের আর প্রলয়ের পূর্বলক্ষণই বা কি?" যীশু উত্তর করিলেন, "দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে বিপথে না লইয়া যায়।

২। মঙ্গলসমাচারে প্রলয়কাল ঐশরাজ্য-স্থাপনের নামান্তর; এই রাজ্য এখন হইতে স্থাপিত হইতেছে: যোহনের প্রচার ইহার সূচনা; যীশুর প্রচারে ইহার বিকাশ।

কিন্তু ইহার সপ্রতাপ প্রতিষ্ঠা তখনও সাধিত হয় নাই। এই সপ্রতাপ প্রতিষ্ঠাই প্রলয়কাল সম্বন্ধীয় সাহিত্যের বিষয়।

৩। এই সপ্রতাপ প্রতিষ্ঠার মধ্যেও দুই বিশেষ শ্রেণী বর্ণিত রহিয়াছে: যীরুশালেমের বিনাশকালে ইহুদী জাতির বিক্ষেপ এই প্রতিষ্ঠার প্রথম শ্রেণী-স্বরূপ। যে জাতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছে, সে জাতির পক্ষে যীরুশালেমের বিনাশ, ঐশবিধানের সূক্ষ্ম বিচার। ইহা যীশুর শ্রোতাদের জীবিতকালেই ঘটিয়াছিল।

৪। এই প্রথম "আগমনে"র চিহ্ন অনেক: ভণ্ডঋষি "খ্রীষ্ট" বলিয়া পরিচয় দিবে; ইহুদীজাতি ভক্তদের প্রতি অত্যাচার করিবে; সৈন্য যীরুশালেম

৫ অনেকে আমার নাম লইয়া আসিয়া বলিবে, 'আমি খ্রীষ্ট'; তাহারা
৬ বহু লোককে প্রতারিত করিবে। তোমরা অনেক যুদ্ধের কথা এবং যুদ্ধের গুজব শুনিতে পাইবে; তাহাতে বিচলিত হইও না, কারণ ঐ সমস্ত অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু চরম পরিণাম আসিতে বিলম্ব
৭ আছে। জাতির বিরুদ্ধে জাতি, রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য অভিযান
৮ করিবে; নানা স্থানে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প হইবে; ঐ সমস্ত
৯ কিন্তু দুঃখের সূচনামাত্র। তখন তাহারা তোমাদিগকে বিপদে

বেষ্টিত করিবে, ইত্যাদি; অনেকে সতর্ক থাকিবে, পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে। বিগ্রহ-স্থাপনে শ্রীধামের বিদূষণ এই পর্বের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। বর্তমান বংশধরগণ থাকিতেই ইহা সাধিত হইবে।

৫। ইহার পরেই, কতকাল পরে যীশু বলেন, ইহা কেবল পিতা জানেন, এই পৃথিবীর সকল জাতির বিচারকরূপে যীশুর "সপ্রতাপ আগমন"।

দুই আগমনের মধ্যে সুদীর্ঘকালের ব্যবধান থাকিবে: মথি ২৪, ১৪।

ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ঐশরাজ্যের বৃদ্ধি: ইহা নানা উপমা দ্বারা বর্ণিত করা হইয়াছে [মথি ১৩শ অধ্যায় বীজবপক, গোধূম ও শ্যামাঘাস, শর্ষপবীজ, জালের উপমা] যীশুর শেষ আগমন কিন্তু বিদ্যুতের মত আকস্মিক ও জগদ্ব্যাপী; যীরুশালেমের বিনাশকালে আশ্রয় লওয়া সম্ভব হইবে, পলায়নও সম্ভব হইবে; কিন্তু যীশুর এই শেষ আগমন হইতে পলায়ন অসম্ভব।

৬। ইহার উপলক্ষ্যে পলায়ন অসম্ভব বটে, কিন্তু প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্ত সতর্ক থাকিয়া যীশুর আগমন উপলক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। যাহারা প্রস্তুত হইবে, তাহারা খ্রীষ্টের আশীর্বাদের পাত্র।

৭। ২৫শ অধ্যায়ের মধ্যে যে কয়েকটি উপমা রহিয়াছে, এই অনুসারে শেষ আগমন অনেক দেরিতে হইতে পারে; আমাদের কর্তব্য, ইহার অপেক্ষা যত দীর্ঘ হউক না কেন, নিজেকে প্রস্তুত রাখা।

ফেলিবে, তোমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে; সকল জাতির নিকট
১০ তোমরা আমার নামেরই কারণে ঘৃণিত হইবে। অনেকে ধর্মভ্রষ্ট
১১ হইবে, পরস্পরকে ধরাইয়া দিবে, পরস্পর হিংসা করিবে। ভণ্ড
১২ ঋষিরা আবির্ভূত হইয়া অনেককে বিপথে লইয়া যাইবে। অধর্মের
১৩ আতিশয্যে অনেকের ভক্তি মন্দীভূত হইবে। যে শেষ পর্য্যন্ত ধীর
১৪ স্থির থাকিবে, সে পরিত্রাণ পাইবে। রাজ্যের মঙ্গলবার্তা সকল জাতির সম্মুখে সাক্ষ্যস্বরূপ প্রচারিত হইবে; তৎপরেই প্রলয়।

১৫ **মন্দিরে উৎপাত ও মহাসংকট** তোমরা যখন দেখিবে, মহর্ষি দানিয়েল কথিত সর্বনাশা ঘৃণার্হ পদার্থ পুণ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত,—পাঠক ইহার তাৎপর্য্য
১৬ গ্রহণ করুক—তখন যাহারা যুদেয়া দেশে থাকিবে, তাহারা পর্বতে
১৭ পলায়ন করুক; যে ছাদে থাকিবে, সে গৃহ হইতে কোন বস্তু
১৮ লইবার নিমিত্ত নীচে না আসুক; যে ক্ষেত্রে থাকিবে, সে তাহার
১৯ বস্ত্র লইতে ফিরিয়া না আসুক। হায়! তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা ও
২০ স্তন্যদায়িনীদের কি কষ্ট! প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পলায়ন
২১ শীতকালে বা বিশ্রামবারে না ঘটে; কারণ তৎকালে এমন বিষম সংকট ঘটিবে যে, জগতের পত্তনাবধি এযাবৎ তেমন হয়ও নাই,
২২ হইবেও না। ঐ সকল দিনের সংখ্যা যদি হ্রাস করা না হইত, কোন প্রাণীই বাঁচিতে পারিত না; কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই সকল দিনের সংখ্যা হ্রাস করা হইবে।

---

[১৫] সাধারণত ইহাতে মন্দিরের মধ্যে রোমক সম্রাটের মূর্তি স্থাপন বুঝায়।

[২২] অর্থাৎ ঐশবিধানে এই সংকটকাল যদি না কমাইয়া দেওয়া হয়····

২৩ **ভণ্ড ভবিষ্যদ্বক্তা** তখন কেহ তোমাদিগকে 'দেখ, খ্রীষ্ট এই স্থানে কিংবা ঐ স্থানে আছেন' এই কথা
২৪ বলিলে বিশ্বাস করিও না। কারণ অনেক মিথ্যা খ্রীষ্ট ও ভণ্ড ঋষির অভ্যুদয় হইবে; তাহারা এরূপ মহৎ নিদর্শন ও অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন
২৫ করিবে যে, সম্ভব হইলে, মনোনীত লোকেরাও ভ্রান্তিজালে পতিত
২৬ হইবে। আমি পূর্ব হইতেই তোমাদিগকে বলিয়া দিলাম। অতএব তাহারা তোমাদিগকে 'দেখ, তিনি প্রান্তরে আছেন' বলিলে, তোমরা বাহিরে যাইও না; 'দেখ, তিনি অন্তঃপুরে আছেন' বলিলে,
২৭ তোমরা বিশ্বাস করিও না। কারণ বিদ্যুৎ যেরূপ পূর্ব দিক হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, মনুষ্যপুত্রের আগমনও
২৮ সেইরূপে হইবে। যে স্থানে শবদেহ থাকিবে, শকুনিরাও সেখানে একত্রিত হইবে।

২৯ **মনুষ্যপুত্রের আত্মপ্রকাশ** সেই সকল দিনের দুঃখক্লেশের পরেই সূর্য্য তমসাবৃত হইবে, চন্দ্রও জ্যোৎস্না দিবে না, নভোমণ্ডল হইতে নক্ষত্র খসিয়া পড়িবে
৩০ আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডল বিচলিত হইবে; আর গগনে মনুষ্যপুত্রের নির্দশন প্রকটিত হইবে; তখন পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী আক্ষেপ করিবে; তাহারা মনুষ্যপুত্রকে মেঘবাহনে, মহাপরাক্রমে ও
৩১ প্রতাপের সহিত আসিতে দেখিবে। তিনি নিজ দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তূরীর মহাধ্বনি সহ তাঁহারা চতুর্দিক হইতে—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার মনোনীত লোকদিগকে একত্রিত
৩২ করিবেন। ডুমুর গাছ হইতে উপমাচ্ছলে শিক্ষা লও; উহার

---

[২৮] প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, যেমন শকুনি হঠাৎ একত্রিত হয়, তেমনই বিচারকও উপস্থিত হইবেন।

শাখা যখন কোমল ও পল্লবিত হয়, তখন তোমরা জান, গ্রীষ্মকাল ৩৩ সন্নিকট। সেইরূপ তোমরাও যখন এই সমুদয় দেখিবে, তখন জানিবে, তিনি নিকটবর্তী, দ্বারে সমুপস্থিত। তোমাদিগকে ৩৪ আমি সত্যই বলিতেছি, এই বংশ বিগত হইতে না হইতেই এই ৩৫ সমস্ত ঘটিবে। আকাশ ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ হইবে না।

৩৬ **মনুষ্যপুত্রের আগমনের আকস্মিকতা** সেই দিন, সেই ক্ষণের কথা কিন্তু কেহই জানে না; দেবদূতগণও না, কেবল পিতা জানেন। ৩৭ নোয়ের সময়ে যেমন ঘটিয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমন-কালে ৩৮ তেমনই ঘটিবে: জলপ্লাবনের আগে নোয়ে যে দিন পোতে প্রবেশ করিলেন, সেইদিন পর্য্যন্ত যেমন সকলে পান-আহারে ব্যস্ত ৩৯ ছিল, বিবাহ করিত, বিবাহ দিত, আর জলপ্লাবনের বন্যা আসা অবধি তাহাদের চেতনা হয় নাই; মনুষ্যপুত্রের আগমনও তদ্রূপ ৪০ ঘটিবে। ক্ষেত্রে কার্য্যরত দুইজন থাকিলে, একজনকে লইয়া ৪১ যাওয়া হইবে, একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; জাঁতাপেষণরত দুই স্ত্রীলোকের একজনকে লইয়া যাওয়া হইবে, আর একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

৪২ সতর্ক হইয়া থাক, কারণ তোমাদের প্রভু কবে আসিবেন, তাহা ৪৩ তোমরা জান না। ইহা কিন্তু জানিয়া রাখ, চোর রাত্রির কোন্ দণ্ডে আসিবে, তাহা যদি গৃহকর্তা জানিত, সে নিশ্চয় সতর্ক

[৩৬] প্রলয়কাল কখন হইবে, কেহ বলিতে পারে না—পুত্র অবশ্যই জানেন, কিন্তু তাঁহার পিতার এই বিধান যে, পুত্রও তাহা প্রকাশ করিবেন না।

৪৪ থাকিত, আর ঘরে সিঁদ কাটিতে দিত না। সুতরাং তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ মনুষ্যপুত্র এমন কালে আসিবেন, যখন তোমরা তাঁহার অপেক্ষা কর নাই।

৪৫ **সতর্ক থাক ঃ বিশ্বস্ত ভৃত্যের উপমা** সেই বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ ভৃত্য কে, যাহাকে তাহার মনিব তাঁহার সংসারের ভার দিয়াছেন, যেন যথাকালে
৪৬ আহার্য্য দেয়? মনিব আসিয়া যাহাকে এইরূপ কার্য্যরত দেখিবেন
৪৭ সেই ভৃত্য ধন্য! সত্যই বলিতেছি যে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির
৪৮ ভার তাহার হাতে দিয়া যাইবেন। কিন্তু যে দুষ্ট ভৃত্য মনে মনে
৪৯ বলে, মনিবের আসিতে দেরি হইতেছে, এবং তাহার দাস-ভাইদের মারিতে আরম্ভ করে, আর মাতালদের সঙ্গে পান-ভোজন
৫০ করিতে থাকে, সেই ভৃত্যের মনিব এমন দিনে আসিয়া পড়িবেন, যখন কেহ তাঁহার আগমনের কথা চিন্তা করিবে না; এমন দণ্ডে
৫১ আসিবেন, যখন কেহ তাঁহার আসিবার কথা ভাবিবে না; তিনি তাহাকে ক্ষত ও বিক্ষত করিয়া, ভণ্ডদের উপযুক্ত শাস্তি দিবেন; সেইখানে ক্রন্দন ও দন্তঘর্ষণ ধ্বনি শ্রুত হইবে।

২৫ **দশটি কুমারীর উপমা** তখন স্বর্গরাজ্য এমন দশটি কুমারীর সদৃশ হইবে, যাহারা দীপ্তহস্তে বরের প্রত্যুৎগমনে বাহির হইল। তাহাদের পাঁচজন
২ বুদ্ধিহীন; আর পাঁচটি বুদ্ধিমতী। নির্বোধ কুমারীরা প্রদীপ
৩ লইবার সময়ে সঙ্গে তেল আনিল না; বুদ্ধিমতী পাঁচজন
৪ প্রদীপের সহিত পাত্রে করিয়া তেল আনিল। বরের বিলম্ব
৫ হওয়াতে তাহারা সকলে ঝিমাইতে ঝিমাইতে ঘুমাইয়া পড়িল।
৬ মধ্যরাত্রিতে সাড়া পড়িয়া গেল, 'ঐ বর আসিতেছে; তাহার

৭ প্রত্যুৎগমনে বাহির হও।' কুমারীরা উঠিয়া প্রদীপ ঠিক করিয়া
৮ লইল। তখন নির্বোধ কুমারীরা বুদ্ধিমতীদিগকে বলিল,
'তোমাদের তেল হইতে কিছু দাও; আমাদের প্রদীপ নিবিয়া
৯ যাইতেছে।' বুদ্ধিমতীরা উত্তর করিল, 'কি জানি, তোমাদের
ও আমাদের নাও কুলাইতে পারে; তোমরা বরং দোকানে
১০ গিয়া নিজেদের জন্য তেল কিনিয়া আন। তাহারা তেল কিনিতে
গেল; ইতিমধ্যে বর আসিয়া পড়িল; যাহারা প্রস্তুত ছিল, তাহারা
তাহারই সঙ্গে বিবাহের বাড়িতে প্রবেশ করিলে দরজা বন্ধ হইল।
১১ পরিশেষে অপর কুমারীরা আসিয়া বলিল, 'প্রভু, প্রভু, আমাদের
১২ জন্য দরজা খুলুন।' তিনি কিন্তু উত্তর দিলেন, 'আমি সত্যই
১৩ বলিতেছি, তোমাদিগকে চিনি না।' সুতরাং সজাগ থাক, দিন ও
ক্ষণ তোমাদের জানা নাই।

১৪ **গচ্ছিত সোনার তালের উপমা** ব্যাপার এইরূপ: একজন
বিদেশে যাইবার সময়ে
তাহার ভৃত্যগণকে ডাকিয়া তাহাদের হাতে তাহার সমস্ত সম্পত্তি
১৫ অর্পণ করিল। সে প্রত্যেকের দক্ষতা বিবেচনা করিয়া একজনকে
পাঁচ তাল সোনা, একজনকে দুই, আর একজনকে এক তাল
১৬ দিল; তাহা করিয়াই সে যাত্রা করিল। যে ব্যক্তি পাঁচ তাল
পাইয়াছিল, সে তাহা লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল ও আরও পাঁচ
১৭ তাল লাভ করিল। এইভাবে যে দুই তাল পাইয়াছিল, সে আরও

[১৪] মূলে "তালেন্ত্‌"—তালেন্ত্‌ বলিয়া মুদ্রা তখন ছিল না; ইহা অনুমান ছয় হাজার টাকা; আমরা এখানে সোনার তালের মত মূল্যবান বস্তু বুঝিতে পারি।

১৮ দুই তাল লাভ করিল। যে একটিমাত্র তাল পাইয়াছিল, সে প্রস্থান করিল ও গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে মনিবের সেই তালটি
১৯ লুকাইয়া রাখিল। বহু দিন পরে সেই ভৃত্যদের মনিব আসিয়া
২০ তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লইল। যে পাঁচ তাল পাইয়াছিল, সে সেই সঙ্গে আরও পাঁচ তাল লইয়া আসিল এবং বলিল, 'প্রভু, আপনি আমার হাতে পাঁচ তাল দিয়াছিলেন; দেখুন, আমি আরও
২১ পাঁচটি লাভ করিয়াছি।' মনিব তাহাকে বলিল, 'তুমি বেশ করিয়াছ; তুমি ভাল, বিশ্বস্ত চাকর। এই অল্প ধন লইয়া তুমি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়াছ; তোমার উপরে আমি অনেক
২২ বিষয়ের ভার দিব। তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ লাভ কর।' যে দুই তাল পাইয়াছিল, সেও আসিয়া বলিল, 'প্রভু, আপনি আমার হাতে দুইটি তাল দিয়াছিলেন; দেখুন,
২৩ আমি আরও দুইটি লাভ করিয়াছি।' মনিব তাহাকে বলিল, 'তুমি বেশ করিয়াছ; তুমি ভাল, বিশ্বস্ত চাকর। এই অল্প ধন লইয়া তুমি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়াছ, তোমার উপরে আমি অনেক বিষয়ের ভার দিব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ
২৪ লাভ কর।' যে একটিমাত্র তাল পাইয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, 'প্রভু, আমি আপনাকে কঠিন লোক বলিয়া জানি; আপনি যেখানে বপন করেন না, সেইখানে ফসল কাটেন; যেখানে ছড়াইয়া
২৫ দেন না, সেইখানে সংগ্রহ করেন; এই ভয়ে আমি গিয়া আপনার তালটি মাটিতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। দেখুন, আপনার তাল
২৬ আপনারই আছে।' প্রভু উত্তর করিল, 'রে দুষ্ট, অলস চাকর তুমি; আমি যেখানে বপন করি না, সেইখানে ফসল কাটি; যেখানে ছড়াই না, সেইখানে সংগ্রহ করি, তাহা তোমার জানা ছিল;

২৭ সুতরাং আমার ধন মহাজনের হাতে দেওয়া কি তোমার উচিত ছিল না? তাহা হইলে আমি ফিরিয়া আমার মূলধনও পাইতাম,
২৮ সুদও পাইতাম। অতএব তোমরা ইহার নিকট হইতে ঐ তালটি
২৯ কাড়িয়া লও; যাহার দশটি তাল আছে, তাহাকে দাও; কারণ যাহার আছে, তাহাকে আরও দেওয়া হইবে, সে প্রাচুর্য্যে থাকিবে; যাহার নাই, তাহার যাহা আছে তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে।
৩০ এই অকেজো চাকরকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দাও; সেইখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ ধ্বনি শ্রুত হইবে।'

৩১ **শেষ বিচারের বিবরণ** মনুষ্যপুত্র যখন আপন গরিমায় বিভূষিত হইয়া আগমন করিবেন, সকল দেবদূত তাঁহার সঙ্গে আসিবেন; তিনি আপন প্রতাপময়
৩২ সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। সকল জাতিকে তাঁহার সম্মুখে একত্র করা হইবে। তখন যেমন মেষপালক ছাগ হইতে মেষ পৃথক করে, তেমনই তিনি মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিবেন।
৩৩ তিনি দক্ষিণ দিকে মেষ, বাম দিকে ছাগ রাখিবেন। তখন রাজা
৩৪ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত লোকদিগকে বলিবেন, 'আমার পিতার আশীর্বাদভাজন তোমরা আইস; জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য
৩৫ তোমাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অধিকার কর; কারণ আমি যখন ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে আহার দিয়াছ; যখন তৃষ্ণার্ত্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে পানীয় দিয়াছ; যখন বিদেশী
৩৬ ছিলাম, তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়াছ; যখন বিবস্ত্র ছিলাম, তোমরা আমাকে বস্ত্র দান করিয়াছ; আমি যখন পীড়িত ছিলাম,

[৩১] শেষ বিচারে যীশু প্রতাপময় রাজা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

তোমরা আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছ ; যখন কারারুদ্ধ ছিলাম, তখন
৩৭ তোমরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ।' তখন
ধার্মিকগণ উত্তর করিবেন, 'প্রভু, আপনাকে কখন ক্ষুধিত দেখিয়া
৩৮ আহার দিয়াছি বা পিপাসিত দেখিয়া পানীয় দিয়াছি, বিদেশী
৩৯ দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছি বা বিবস্ত্র দেখিয়া বস্ত্রদান করিয়াছি বা
পীড়িত দেখিয়া তত্ত্বাবধান করিয়াছি বা কারারুদ্ধ দেখিয়া
৪০ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি?' তাহাতে রাজা উত্তর
করিবেন, 'আমি সত্যই বলিতেছি, আমার ভাইদের মধ্যে
ক্ষুদ্রতমের প্রতি যাহা করিয়াছ, আমার প্রতিই তাহা করিয়াছ।'
৪১ পরে তাঁহার বাম পার্শ্বে অবস্থিত লোকদিগকে রাজা বলিবেন,
'অভিশাপের পাত্র তোমরা, আমার নিকট হইতে দূর হও;
শয়তান ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনির্বাণ অগ্নি প্রস্তুত হইয়াছে,
৪২ তাহার মধ্যে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে
আহার দাও নাই ; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আমাকে পানীয় দাও
৪৩ নাই ; বিদেশী ছিলাম, আমাকে আশ্রয় দাও নাই ; বিবস্ত্র ছিলাম,
আমাকে বস্ত্র দাও নাই ; পীড়িত ও কারারুদ্ধ ছিলাম, আমার
৪৪ তত্ত্বাবধান কর নাই।' তখন তাহারাও উত্তর করিবে, 'প্রভু,
আমরা কখন আপনাকে ক্ষুধিত বা তৃষ্ণার্ত বা বিদেশী বা বিবস্ত্র,
৪৫ পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখিয়া আপনার সেবা করি নাই?' তিনি
উত্তর করিবেন, 'আমি সত্যই বলিতেছি, 'এই ক্ষুদ্রতমদের প্রতি
এইরূপ ব্যবহার না করিয়া, তোমরা আমাকেই অবহেলা করিয়াছ।'
৪৬ তখন ইহারা অনন্ত শাসনে শাসিত হইবার জন্য প্রস্থান করিবে,
এবং ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে গমন করিবে।

শেষ ভাগ ঃ যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান

২৬ যীশুকে ধরিবার ষড়যন্ত্র ঐ সকল উপদেশ সমাপ্ত করিয়া যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন,
২ "তোমরা জান, দুই দিন পরে নিস্তারপর্ব হইবে, মনুষ্যপুত্র
৩ ক্রুশবিদ্ধ হইবার জন্য সমর্পিত হইবেন।" তখন প্রধান যাজকগণ ও জাতির প্রাচীনবর্গ কায়িফা নামক মহাযাজকের বাটীর প্রাঙ্গণে
৪ একত্র হইয়া পরামর্শ করিল, কেমন করিয়া কৌশলে যীশুকে বন্দী
৫ করিয়া হত্যা করিবে। তাহারা কিন্তু বলিল, "পর্বের মধ্যে নয়, কারণ তাহাতে জনসাধারণ গোলযোগ বাধাইতে পারে।"

৬ **কুষ্ঠরোগী সিমোনের গৃহে তৈলসিঞ্চন** যীশু বেথানিয়াতে কুষ্ঠরোগী সিমোনের
৭ বাড়িতে অবস্থানকালে একটি স্ত্রীলোক শ্বেত প্রস্তরের এক ভাণ্ডে বহুমূল্য সুগন্ধি লেপতৈল লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল, তিনি
৮ ভোজনে বসিলে তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল। তাহা দেখিয়া
৯ শিষ্যগণ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এই অপচয় কেন? ইহা তো অনেক

---

[২] "নিস্তারপর্ব" [লেবীয় পুস্তক ২৩, ৫ ও গণনাপুস্তক, ২৮, ১৬] প্রভুর দূত "পার হইলেন", মিশরবাসীদের প্রথম জাত সকলকে বধ করিলেন; কিন্তু ইহুদীদের প্রত্যেক দ্বারে মেষের রক্তের দাগ দেখিয়া তিনি "পার হইলেন" তাহাদের সন্তানদের বাঁচাইয়া; এই পুরাতন ঘটনার স্মরণেই "নিস্তারপর্ব"। ইহার প্রধান অনুষ্ঠান—মেষবলি ও সাত দিন ধরিয়া খামি-শূন্য রুটি ব্যবহার।

[৭] মারীয়া লাসারের ভগিনী [যোহন; ১২, ৩] অনেকের মতে তিনিই মাগ্দালেনা মারীয়া; কিন্তু আমরা সঠিক বলিতে পারি না।

টাকায় বিক্রয় করিয়া [সেই অর্থ] দীনদরিদ্রদের দেওয়া যাইত।"
১০ যীশু ইহা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "স্ত্রীলোকটিকে দুঃখ
১১ দিতেছ কেন? এ তো আমার প্রতি সৎকর্ম করিয়াছে। দীন-
দরিদ্র সতত তোমাদের মধ্যে থাকিবে; আমি কিন্তু চিরকাল
১২ থাকিব না; আমার সমাধির উদ্দেশ্যেই আমার দেহে তৈল
১৩ ঢালিয়াছে। আমি সত্যই তোমাদিগকে বলিতেছি, নিখিল জগতে
যেখানেই এই মঙ্গলসমাচার ঘোষিত হইবে, এই স্ত্রীলোকটির
স্মরণার্থ তাহার এই কার্য্যের কথাও বলা হইবে।"

১৪ **যুদার চুক্তি** তখন দ্বাদশ জনের একজন ইস্কারিয়থ যুদা
নামে প্রধান যাজকদের নিকটে গিয়া বলিল,
১৫ "আমি তাহাকে ধরাইয়া দিলে আপনারা আমাকে কি দিবেন?"
১৬ তাহার সহিত তাহারা ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা ধার্য্য করিল। তখন হইতে
সে তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

১৭ **নিস্তারপর্বের আয়োজন** খামি-শূন্য রুটির প্রথম দিবসে
শিষ্যগণ যীশুর নিকট আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার জন্য আমরা কোথায় নিস্তারপর্বের
১৮ ভোজ প্রস্তুত করিব?" তিনি বলিলেন, "তোমরা নগরে অমুক
ব্যক্তির নিকটে গিয়া তাহাকে বল 'গুরু বলিতেছেন, আমার সময়
আসন্ন; তোমারই বাড়িতে আমার শিষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্বের
১৯ ভোজ করিব'।" যীশু যেরূপ নির্দেশ করিলেন, শিষ্যেরা সেইরূপ
করিয়া নিস্তার-ভোজ প্রস্তুত করিলেন।

২০ **শেষ-ভোজন** সন্ধ্যা হইলে তিনি দ্বাদশ শিষ্যের সহিত ভোজনে
২১ বসিলেন। তাঁহারা ভোজন করিতেছেন,
তখন তিনি বলিলেন, "আমি সত্যই তোমাদিগকে বলিতেছি,

২২ তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে।” তখন তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একে একে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,
২৩ “প্রভু, আমি কি সে?” তিনি উত্তর করিলেন, “যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত দিতেছে, সেই আমাকে সমর্পণ করিবে।
২৪ মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লিখিত আছে, তিনি তেমন ভাবেই যাইতেছেন বটে; কিন্তু যাহার দ্বারা মনুষ্যপুত্র প্রতারিত হইবেন তাহাকে ধিক; সেই ব্যক্তির জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে ভাল
২৫ হইত।” তখন যে যুদা তাঁহাকে সমর্পণ করে, সে বলিল, “গুরু আমি কি সেই?” তিনি উত্তর দিলেন, “তুমিই বটে।”

২৬ **পুণ্য সংস্কারের প্রতিষ্ঠা** তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু রুটি লইয়া আশীর্বাদপূর্বক ভাঙিলেন ও তাঁহার শিষ্যগণকে দিয়া বলিলেন,
২৭ “লও, খাও; ইহা আমার শরীর।” পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্বক তাঁহাদিগকে দিয়া বলিলেন, “সকলে ইহা হইতে পান
২৮ কর; কারণ ইহা আমার রক্ত—নূতন সন্ধির রক্ত, ইহা পাপমোচনার্থ

[২৬-২৯] (ক) “ইহা আমার শরীর”, “ইহা আমার রক্ত”—ইহাতে যীশু তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন—অনুমান এক বৎসর আগে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘আমি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ জীবন্ত রুটিকা; যে কেহ এই রুটিকা ভোজন করে, সে অনন্তকাল বাঁচিবে; যে রুটি আমি প্রদান করিব, তাহা বিশ্বের জীবনদানার্থ আমার মাংস।’ [যোহন ৬,৫১] শেষ ভোজনের মধ্যেই ইহা পূর্ণ হইয়াছে। “ইহা আমার শরীর”, “ইহা আমার রক্ত”—ইহাতে স্পষ্ট বুঝায় যে, রুটির বেশে এখন আর রুটি নাই; বেশের পরিবর্তন হয় না, বস্তুর পরিবর্তন হইল; তদ্রূপ দ্রাক্ষারসের বেশে এখন আর দ্রাক্ষারস নাই; বস্তুর পরিবর্তনে ইহা খ্রীষ্টের কথায় বলে তাঁহার রক্ত। ইহাও উল্লেখযোগ্য

অনেকের জন্য নিপাতিত হইতেছে। আমি তোমাদিগকে সত্যই
২৯ বলিতেছি, আজ হইতে যতদিন না আমার পিতার রাজ্যে আমি
তোমাদের সঙ্গে এই দ্রাক্ষাফলের রস নূতন ভাবে পান করিব,
সেইদিন পর্য্যন্ত আমি ইহা আর পান করিব না।"

৩০ পরে তাঁহারা স্তব আবৃত্তি করিয়া জৈতুন পর্বতে গেলেন।

৩১ **পিতরের প্রতি সতর্কবাণী** তখন যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এই রাত্রিতে
তোমরা সকলে আমার কারণে বিচলিত হইবে, কারণ লেখা
আছে—'আমি মেষপালককে আঘাত করিব, এবং পালের মেষগণ
৩২ ছিন্নভিন্ন হইবে।' আমি কিন্তু মৃতোত্থিত হইলে, তোমাদের অগ্রে
৩৩ গালিলেয়াতে যাইব।" পিতর উত্তর করিলেন, "যদিও সকলে

যে, ১৬শ শতাব্দীর বিদ্রোহের আগে অর্থাৎ পূর্ণ ১৫ শতাব্দী ধরিয়া, খ্রীষ্টের কথার অর্থ সম্বন্ধে কোন মতভেদ ছিল না। ইহা অভাবনীয় যে দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া খ্রীষ্টমণ্ডলী তদ্বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছিলেন।

(খ) "আমার রক্ত, নূতন সন্ধির রক্ত" ; ইহাতে ইহুদীধর্মের মেষবলির প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে ; মেষের রক্তে ঈশ্বর তাঁহার মনোনীত জাতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের রক্তে নূতন সন্ধি স্থাপিত হইতেছে ; এই বলির ফলে অনেকে পাপ ক্ষমা, অর্থাৎ পরিত্রাণ পাইবে। কথার মধ্যে "খ্রীষ্টযাগে"র অর্থ বুঝা যায়। তাঁহার শিষ্যগণের সহিত শেষ-ভোজনে যীশু তাঁহার আত্মোৎসর্গের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। রুটি আর দ্রাক্ষারসের বেশে তাঁহার শরীর ও রক্তের দান, ভোজনে তাঁহার এই অত্মোৎসর্গ, ক্রুশে সাধিত আত্মোৎসর্গের পূর্বাভাস ; ক্রুশে তাঁহার আত্মোৎসর্গের সহিত ইহা এক : তাহার চরম দানের দুই আকার, কিন্তু বস্তু এক।

[৩০] সাম ১১৩-১১৮ [লাতিন ১১২-১১৭] আবৃত্তি করা হইল।

আপনাকে লইয়া বিচলিত হয়, আমি কখনই বিচলিত হইব না।"
৩৪ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, "আমি সত্যই তোমাকে বলিতেছি, এই রাত্রেই মোরগ ডাকিবার পূর্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার
৩৫ করিবে।" পিতর তাঁহাকে বলিলেন, "যদি আপনার সহিত আমাকে মরিতেও হয়, তথাপি আপনাকে অস্বীকার করিব না।" অপর শিষ্যগণও সেইরূপ বলিলেন।

৩৬ **জৈতুন উদ্যানে** তখন যীশু তাঁহাদের সহিত গেথ্‌সেমানি নামক স্থানে আসিলেন ও শিষ্যগণকে বলিলেন, "আমি যতক্ষণ ঐ স্থানে গিয়া প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসিয়া থাক।" তিনি পিতরকে ও জেবেদের দুই পুত্রকে
৩৭ সঙ্গে লইয়া দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তখন তিনি
৩৮ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "দুখে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে; তোমরা এইখানেই আমার সহিত জাগ্রত থাক।" তিনি কিঞ্চিৎ
৩৯ অগ্রসর হইয়া আভূমি প্রণত হইয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "পিতা আমার, সম্ভব হইলে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক। তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই
৪০ পূর্ণ হউক।" তাঁহার শিষ্যগণের নিকটে আসিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইতেছেন; তিনি পিতরকে বলিলেন, "এ কি?
৪১ তোমরা কি এক ঘণ্টাও আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে পারিলে না? জাগিয়া থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় বিচলিত না
৪২ হও।" মনে উৎসাহ আছে বটে, শরীর কিন্তু দুর্বল। তিনি দ্বিতীয় বার যাইয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "পিতা আমার, আমি পান না করিলে যদি এই পানপাত্র অপসারিত না হয়, তবে
৪৩ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" তিনি পুনরায় আসিয়া দেখিলেন,

তাঁহারা নিদ্রিত, কারণ তাঁহারা পরিশ্রান্ত ছিলেন। তিনি
৪৪ পুনরায় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয় বার একই প্রার্থনা
৪৫ করিলেন। তখন তাঁহার শিষ্যদের নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন, "এখন ঘুমাও, বিশ্রাম কর; দেখ, সময় আসন্ন, পাপীদের হস্তে
৪৬ মনুষ্যপুত্র সমর্পিত হইবে। উঠ, চল, যে ব্যক্তি আমাকে ধরাইয়া দিবে সে আসিয়া পড়িল।"

৪৭ **শত্রুহস্তে যীশু** এই কথা শেষ না হইতেই, যুদা, সেই দ্বাদশ জনের একজন, এবং তাহার সঙ্গে প্রধান যাজকদের ও জাতির প্রাচীনবর্গের প্রেরিত বহু লোক খড়্গ
৪৮ ও যষ্টি লইয়া উপস্থিত হইল। যে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়, সে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছিল, 'আমি যাহাকে চুম্বন
৪৯ করিব, লোকটি সেই, তোমরা তাহাকে ধর।' তখনই সে যীশুর
৫০ নিকটে গিয়া "গুরু, প্রণাম" বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। যীশু তাহাকে বলিলেন, "বন্ধু, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?" তখন তাহারা
৫১ নিকটে আসিয়া যীশুকে ধরিল। যীশুর সঙ্গীদের মধ্যে একজন হাত বাড়াইয়া খড়্গ বাহির করিলেন, মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া
৫২ তাহার কান কাটিয়া ফেলিলেন। তখন যীশু তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার খড়্গ যথাস্থানে রাখ; যে খড়্গ ধারণ করে, সেই খড়্গ
৫৩ দ্বারা বিনষ্ট হইবে। তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে অনুরোধ করিলে তিনি এখনই আমাকে দ্বাদশাধিক দূতবাহিনী
৫৪ প্রেরণ করিবেন না? তাহা হইলে যে শাস্ত্র অনুসারে ইহা
৫৫ অবশ্যম্ভাবী, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে?" যীশু তখন জনতাকে বলিলেন, "তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া অভিযান করিয়া আমাকে দস্যুর মত ধরিতে আসিয়াছ। আমি তো প্রতিদিন তোমাদের

মধ্যে বসিয়া মন্দিরে উপদেশ দিতাম, তোমরা তখন আমাকে ধর
৫৬ নাই। কিন্তু এই সমুদয় ঘটিল, যেন ঋষিগণ-লিখিত শাস্ত্রবচন পূর্ণ হয়।" তখন শিষ্যগণ সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

৫৭ **কায়িফার সম্মুখে যীশু** যীশুকে ধরিয়া তাহারা মহাযাজক কায়িফার সম্মুখে লইয়া গেল;
৫৮ তথায় শাস্ত্রীরা ও প্রাচীনবর্গ একত্রিত হইয়া ছিল। পিতর দূর হইতে মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন, এবং ইহার পরিণাম দেখিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভৃত্যদের সঙ্গে বসিলেন।

৫৯ **ইহুদীদের মহাসভায় যীশুর বিচার** তখন প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত মহাসভা যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য
৬০ খুঁজিতে লাগিল; অনেক মিথ্যা সাক্ষী পাওয়া গেলেও মিথ্যা সাক্ষ্য একটিও পাওয়া গেল না। অবশেষে দুইজন মিথ্যা সাক্ষী আসিয়া
৬১ বলিল, "এই ব্যক্তি বলিয়াছিল—'আমি ঈশ্বরের মন্দির বিনষ্ট করিয়া
৬২ তিন দিনের মধ্যে তাহা পুনরায় নির্মাণ করিতে পারি।" তখন মহাযাজক উঠিয়া তাঁহাকে বলিল, "ইহারা তোমার বিরুদ্ধে যাহা
৬৩ সাক্ষ্য দিতেছে, তোমার কি কোন উত্তর নাই?" যীশু কিন্তু নীরব রহিলেন। মহাযাজক তাঁহাকে বলিল, "আমি তোমাকে জাগ্রত ভগবানের দিব্য দিতেছি, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট হও, তবে

---

[৬১] যীশু তাঁহার শরীরের বিষয়ে বলিয়াছিলেন, "এই মন্দির নষ্ট কর; তিন দিনের মধ্যে আমি তাহা পুনর্নিমাণ করিব।"

৬৪ আমাদিগকে বল।” যীশু তাহাকে বলিলেন, “আপনি ঠিক বলিয়াছেন; তথাচ আমি আপনাদিগকে বলিতেছি, ইহার পর আপনারা মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের প্রতাপের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া
৬৫ আকাশের মেঘবাহনে আসিতে দেখিবেন।” তখন মহাযাজক নিজ বস্ত্র ছিঁড়িয়া বলিল, “এ ঈশ্বরের নিন্দা করিল; আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? এখনই তোমরা ঈশ্বরের নিন্দা শুনিলে।
৬৬ তোমাদের কি বোধ হয়?” তাহারা উত্তর করিল, “এ প্রাণদণ্ডের
৬৭ যোগ্য।” তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুতু দিল ও তাঁহাকে চাপড়
৬৮ মারিল, আর কেহ কেহ গালে ঘুষি মারিয়া তাঁহাকে বলিল, “হে খ্রীষ্ট, দিব্যজ্ঞান দ্বারা আমাদিগকে বল, কে তোমাকে মারিল?”

৬৯ **পিতরের প্রভুকে অস্বীকার** পিতর কিন্তু বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়া ছিলেন। একজন দাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, “তুমিও গালিলেয় যীশুর
৭০ সঙ্গে ছিলে।” কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া
৭১ বলিলেন, “তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতেছি না।” তিনি দ্বারের বাহিরে গেলে, আর একজন দাসী তাঁহাকে দেখিয়া উপস্থিত সকলকে
৭২ বলিল, “এই ব্যক্তিও নাজারেথের যীশুর সঙ্গে ছিল।” কিন্তু তিনি শপথপূর্বক পুনর্বার অস্বীকার করিয়া বলিলেন, “আমি লোকটাকে
৭৩ চিনি না।” কিয়ৎক্ষণ পরে, যাহারা সেখানে ছিল, তাহারা নিকটে আসিয়া পিতরকে বলিল, “সত্যই তুমিও তাহাদের একজন;
৭৪ তোমার ভাষাই তোমার পরিচয় দিতেছে।” তখন তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়া ও শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি লোকটাকে
৭৫ চিনি না।” তখনই মোরগ ডাকিয়া উঠিল। ‘মোরগ ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে’—যীশুর এই বাক্য

পিতরের স্মরণ হইল এবং তিনি বাহিরে গিয়া দুঃখের আতিশয্যে রোদন করিতে লাগিলেন।

২৭ রোমীয় শাসনকর্তার হস্তে যীশু

প্রত্যুষে প্রধান যাজকগণ ও জাতির প্রাচীনবর্গ ২ যীশুর প্রাণদণ্ড বিধানের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহাকে বদ্ধাবস্থায় আনিয়া শাসনকর্তা পোন্তিয় পিলাতের হস্তে সমর্পণ করিল।

৩ যুদার নৈরাশ্য

যে যুদা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল, সে যখন দেখিল যে, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তখন সে অনুতপ্ত হইল ও প্রধান যাজকগণের ও প্রাচীনবর্গের নিকট সেই ৪ ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "নির্দোষকে ধরাইয়া দিয়া আমি তাহার রক্তপাতে দোষী।" কিন্তু তাহারা বলিল, "তাহাতে ৫ আমাদের কি? তুমিই বুঝিবে।" তখন সে রৌপ্যমুদ্রা মন্দিরে ৬ ফেলিয়া দিল ও প্রস্থান করিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল। প্রধান যাজকগণ কিন্তু রৌপ্যমুদ্রাগুলি লইয়া বলিল, "ইহা ভাণ্ডারে রাখা ৭ বিধেয় নহে; কারণ ইহা রক্তের মূল্য।" পরে তাহারা পরামর্শ করিয়া ৮ বিদেশীদের সমাধি দিবার জন্য তাহা লইয়া কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রয় করিল। এই কারণে অদ্যাপি সেই ক্ষেত্রকে 'হাচেলদামা' অর্থাৎ ৯ রক্তক্ষেত্র বলে। তখন মহর্ষি যেরেমিয়ার এই উক্তি সিদ্ধ হইল, ১০ 'প্রভুর নির্দেশ অনুসারে আমি কুম্ভকারের ক্ষেত্রের বিনিময়ে ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা লইলাম, তাঁহার এই মূল্যই ইস্রায়েল-সন্তানগণ দ্বারা ধার্য্য হইয়াছিল।'

---

[১] ইহুদী আইনে রাত্রিতে সাক্ষীদের শুনানী আইনবিরুদ্ধ; অধিকন্তু মৃত্যুদণ্ড ইহুদী আইন অনুসারে শুনানীর দিনে হইতে পারে না।

১১ **যীশুর প্রাণদণ্ড** এদিকে যীশু শাসনকর্তার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শাসনকর্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ইহুদীদের রাজা?" যীশু তাহাকে বলিলেন,
১২ "আপনি ঠিকই বলিতেছেন।" প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের
১৩ অভিযোগের তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তখন পিলাত তাঁহাকে বলিল, "তুমি কি শুন না, উহারা তোমার বিপক্ষে কিরূপ
১৪ গুরুতর সাক্ষ্য দিতেছে?" তিনি তাহার কোন কথার উত্তর দিলেন
১৫ না; তাহাতে শাসনকর্তা অতিশয় বিস্মিত হইল। উৎসব-কালে লোকদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন একজন বন্দীকে শাসনকর্তা মুক্ত করিয়া দিবেন—এই রীতি ছিল। তখন বারাব্বা নামে
১৬ একজন বিখ্যাত বন্দী ছিল। তাহারা একত্র হইলে পিলাত
১৭ বলিল, "তোমরা কাহাকে চাও? কাহাকে মুক্ত করিয়া দিব? বারাব্বাকে, না যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, সেই যীশুকে?" সে তো
১৮ জানিত, ঈর্ষাবশতই তাহারা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছে। সে
১৯ বিচারাসনে উপস্থিত আছে, এমন সময়ে তাহার পত্নী তাহাকে বলিয়া পাঠাইল, "তুমি ঐ ধার্মিকের কোন কথায় থাকিও না; কারণ আমি অদ্য স্বপ্নে তাঁহার কারণে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ
২০ করিয়াছি।" প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ লোকদিগকে
২১ প্ররোচিত করিল, যেন তাহারা বারাব্বার মুক্তি চাহে ও যীশুকে বিনষ্ট করে। তখন শাসনকর্তা পুনরায় তাহাদিগকে বলিল, "তোমাদের ইচ্ছা কি? এই দুই জনের মধ্যে কাহাকে তোমাদের হস্তে মুক্ত করিব?" তাহারা তখন বলিল, "বারাব্বাকে।"
২২ পিলাত তাহাদিগকে বলিল, "তবে যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, সেই যীশুর বিষয়ে কি করিব?" সকলে বলিল, "উহাকে ক্রুশবিদ্ধ করা

২৩ হউক।" শাসনকর্তা বলিল, "কেন, সে কি অপরাধ করিয়াছে?" তাহারা আরও চীৎকার করিয়া বলিল, "উহাকে ক্রুশবিদ্ধ করা ২৪ হউক।" পিলাত যখন দেখিল, তাহার চেষ্টার কোন ফল হইতেছে না, বরং আরও কোলাহল হইতেছে, তখন সে জল লইয়া জনতার সাক্ষাতে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বলিল, "এই ধার্মিকের রক্তপাত ২৫ সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমরাই দেখিও।" সকলে উত্তর করিয়া বলিল, "উহার রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের মাথার ২৬ উপরে পড়ুক।" তখন সে তাহাদের হস্তে বারাব্বাকে ছাড়িয়া দিল; যীশুকে কশাঘাত করিয়া তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিতে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিল।

২৭ **সৈন্যগণের হস্তে অপমান** পরে শাসনকর্তার সৈন্যগণ যীশুকে প্রাসাদের ভিতরে লইয়া তাঁহার ২৮ নিকটে সমুদয় সেনাদল একত্র করিল। তাঁহার কাপড় খুলিয়া ২৯ তাহারা তাঁহাকে লাল চাদর পরিতে দিল, কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মাথায় দিল এবং তাঁহার ডান হাতে একটা নল দিল। তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিতে ৩০ লাগিল, "হে ইহুদীরাজ, প্রণাম।" তাঁহার গায়ে থুতু ফেলিয়া ৩১ তাহারা সেই নল লইয়া তাঁহার মাথায় মারিতে লাগিল। বিদ্রূপের শেষে তাহারা সেই চাদর খুলিয়া তাহার নিজ কাপড় তাঁহাকে পরাইয়া দিল এবং ক্রুশবিদ্ধ করিতে লইয়া গেল।

৩২ **ক্রুশ-বহন ও ক্রুশে আরোপন** তাহারা বাহির হইয়া চিরেন-নিবাসী সীমোন নামক একজনের দেখা পাইল; তাহাকেই তাহারা তাঁহার ক্রুশ ৩৩ বহন করিতে বাধ্য করিল। পরে 'গোলগোথা' অর্থাৎ করোটি

৩৪ নামক স্থানে পৌঁছিলে তাহারা তাঁহাকে তিক্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল; তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া পান করিতে
৩৫ অসম্মত হইলেন। তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিলে পর তাহারা স্ফূর্তি করিয়া তাঁহার কাপড় ভাগ করিয়া লইল; তাহাতে মহর্ষির এই উক্তি পূর্ণ হইল—'তাহারা আমার পরিচ্ছদগুলি আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছে; আমার জামার জন্য বাজি
৩৬ রাখিয়াছে।' পরে তাহারা সেখানে বসিয়া পাহারা দিতে লাগিল।
৩৭ তাঁহার মাথার উপর তাহারা তাঁহার অপরাধ-লিপি টাঙাইয়া দিল—
৩৮ 'ইনি ইহুদীদের রাজা যীশু'। তাঁহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইজন
৩৯ দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হইল। যাহারা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল,
৪০ তাহারা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, "বাঃ! তুমি না মন্দির ভাঙিয়া তিন দিনের মধ্যে তাহা পুনরায় গড়িতে পার! তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে ক্রুশ হইতে
৪১ নামিয়া আইস।" সেইরূপে শাস্ত্রী ও প্রাচীনবর্গের সহিত প্রধান
৪২ যাজকগণ উপহাস করিয়া বলিল, "ও অপরকে বাঁচাইয়াছে, নিজেকে বাঁচাইতে পারে না; ও যদি ইস্রায়েলের রাজা হয়, তবে এখনই ক্রুশ হইতে নামিয়া আসুক, আমরা উহাকে বিশ্বাস করিব;
৪৩ ও ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়াছিল, তিনি যদি উহাকে চান, তবে এখন ইহাকে বাঁচান; ও তো বলিয়াছিল 'আমি ঈশ্বরের পুত্র'।"
৪৪ যে দুইজন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও সেইরূপে তাঁহার কুৎসা করিতে লাগিল।

---

[৩৪] মৃত্যুযন্ত্রণা যাহাতে একটু উপশম হয়, এই উদ্দেশ্যে ক্রুশারোপনের আগে একটু ঔষধমিশ্রিত দ্রাক্ষারস দেওয়া হইত। ইহাতে চেতনাও কমিয়া যাইত, যন্ত্রণাও কমিয়া যাইত।

[৪৪] লুক ২৩, ৩৯-৪০ দ্রঃ।

৪৫ বেলা দ্বিপ্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সমুদয় পৃথিবী অন্ধকারে
৪৬ আবৃত হইল। প্রায় তৃতীয় প্রহরে যীশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এলি এলি লামা সাবাক্থানি?" অর্থাৎ "হে আমার
৪৭ ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" সে স্থানে উপস্থিত কয়েক জন সেই কথা শুনিয়া বলিল, "এ ব্যক্তি
৪৮ এলিয়াকে ডাকিতেছে।" তখনই তাহাদের একজন দৌড়াইয়া গিয়া একখানা স্পঞ্জ লইল, তাহা সির্কাতে ভিজাইয়া নলের উপর
৪৯ বসাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "থাক্, দেখা যাউক, এলিয়া উহাকে বাঁচাইতে আসেন কি না!"
৫০ যীশু পুনর্বার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

৫১ **যীশুর মৃত্যুতে অলৌকিক ঘটনা** তখনই মন্দিরের পর্দা ঊর্ধ্বভাগ হইতে অধো-
৫২ ভাগ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইল, ভূমিকম্প হইল, পাথর ফাটিয়া গেল, সমাধি খুলিয়া গেল, অনেক মৃত সাধু ব্যক্তির দেহ পুনরুত্থিত হইল ও
৫৩ তাঁহার পুনরুত্থানের পর সমাধি হইতে বাহির হইয়া শ্রীধামে প্রবেশ
৫৪ করিলেন ও অনেককে দর্শন দিলেন। সেনাপতি ও যাহারা তাহার সঙ্গে যীশুকে পাহারা দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্পাদি দেখিয়া
৫৫ অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল, "সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।" সেই স্থানে অনেক স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন; তাঁহারা

---

[৪৬] যীশুর তাঁহার পিতার সহিত এক ঐশস্বভাব। তবু কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁহার মন যেন বিষাদে মগ্ন রহিল। কথাগুলি সাম ২২ (লাটিন ২১)এর প্রথম শ্লোক।

[৫১] মন্দিরের পুণ্যস্থানে দুইটি পর্দা ছিল। দুইটি ফাটিয়া গিয়াছে কি একটি ফাটিয়া গিয়াছে, আমরা সঠিক জানি না।

যীশুর পরিচর্য্যা করিতে করিতে গালিলেয়া হইতে তাঁহার অনুগমন
৫৬ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মাগ্‌দালেনা মারীয়া, যাকোব ও যোসেফের মাতা মারীয়া ও জেবেদের পুত্রদের মাতা ছিলেন।

৫৭ **যীশুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া** সন্ধ্যা হইলে আরিমাথেয়ার যোসেফ নামে একজন ধনবান ব্যক্তি
৫৮ আসিলেন; তিনিও যীশুর শিষ্য ছিলেন। তিনি পিলাতের নিকট গিয়া যীশুর দেহ প্রার্থনা করিলেন। তখন পিলাত তাঁহাকে দেহটি
৫৯ দিতে আজ্ঞা করিল। যোসেফ দেহটি লইয়া পরিষ্কার ক্ষৌম বস্ত্রে
৬০ জড়াইলেন, ও আপনার জন্য যে নূতন সমাধি শৈলে খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে রাখিলেন; সমাধির দ্বারে একখানা
৬১ বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। সেখানে মাগ্‌দালেনা মারীয়া ও অন্য মারীয়া সমাধির সম্মুখে বসিয়া ছিলেন।

৬২ **যীশুর সমাধিস্থলে পাহারার ব্যবস্থা** পরদিন—পর্বোদ্যোগ দিনের পর যে দিন—
প্রধান যাজক ও ফরিশীরা পিলাতের নিকট সমবেত হইয়া
৬৩ বলিল, "মহাশয়, আমাদের স্মরণ হইল, সেই প্রতারক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল—'তিন দিনের পরে আমি পুনরুত্থান করিব।'
৬৪ অতএব তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার সমাধি পাহারা দিতে আজ্ঞা করুন, পাছে তাহার শিষ্যগণ তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায় ও লোকদিগকে বলে যে, সে মৃতোত্থিত হইয়াছে; তাহা হইলে প্রথম
৬৫ ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি আরও গুরুতর হইবে।" পিলাত তাহাদিগকে বলিল, "তোমাদের হাতে প্রহরী আছে; তোমরা গিয়া

---

[৬২] "উদ্যোগ"—সেইদিনে বিশ্রামবারের উপলক্ষ্যে খাবার আয়োজন ও পর্বের জন্য আয়োজনের প্রথা ছিল।

৬৬ যথাসাধ্য পাহারা দিও।" তাহারা গিয়া প্রস্তর শীলমোহর করিয়া সমাধি সুরক্ষিত করিল ও প্রহরী রাখিল।

২৮ যীশুর পুনরুত্থান বিশ্রামবারের পর, সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে, মাগ্‌দালেনা মারীয়া ও অপর মারীয়া সমাধি দেখিতে আসিলেন। হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হইল;
২ প্রভুর একজন দূত স্বর্গ হইতে নামিলেন ও সমাধি-প্রস্তর
৩ সরাইয়া তাহাতে বসিলেন। তাঁহার মূর্তি বিদ্যুৎপ্রখর, বস্ত্র
৪ হিমানীশুভ্র; প্রহরীরা তাঁহার ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া মৃতপ্রায়
৫ হইল। দূত স্ত্রীলোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা ভয় পাইও না। আমি জানি, তোমরা ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে খুঁজিতেছ। তিনি
৬ এই স্থানে নাই; কারণ তিনি যেমনটি বলিয়াছিলেন, সেই মত মৃতোত্থিত হইয়াছেন; আইস, প্রভু যে স্থানে শায়িত ছিলেন,
৭ তাহা দেখ। এখন শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে বল যে, তিনি মৃতোত্থিত; তোমাদের অগ্রেই তিনি গালিলেয়াতে যাইতেছেন; সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। আমি তোমাদিগকে জানাইলাম।"

৮ তাঁহারা ভয়ে ও মহা আনন্দে বিহ্বল হইয়া সমাধিস্থল হইতে দ্রুত প্রস্থান করিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে শিষ্যদিগকে সংবাদ দিতে
৯ গেলেন। পথেই যীশু তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "তোমাদের মঙ্গল হউক।" তাঁহারা তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া চরণ বন্দনা করিয়া
১০ তাঁহার পূজা করিলেন। যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, ভয় করিও না; আমার ভ্রাতৃগণকে বল, তাহারা যেন গালিলেয়াতে যায়; সেইখানে তাহারা আমার দর্শন পাইবে।"

---

[৬৬] শত্রুদের এই ব্যবস্থার ফলে যীশুর পুনরুত্থানের প্রমাণ আরও দৃঢ় হয়।

১১ **প্রহরীগণকে উৎকোচ দান** তাঁহারা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রহরী নগরে
১২ আসিয়া যাজকগণের নেতাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। তাহারা প্রাচীনদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সৈন্যদিগকে অনেক টাকা দিল।
১৩ তাহারা বলিল, "তোমরা বল যে তাহার শিষ্যগণ আমাদের নিদ্রার সুযোগ লইয়া রাত্রিযোগে তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।
১৪ এই কথা শাসনকর্তার কর্ণগোচর হইলে আমরা তাহাকে বুঝাইয়া
১৫ তোমাদিগকে বিপদ হইতে বাঁচাইব।" তাহারা টাকা পাইয়া শিক্ষামত কাজ করিল। এই কাহিনী ইহুদীদের মধ্যে প্রচারিত হইল এবং অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

১৬ **একাদশ শিষ্যকে দর্শনদান** একাদশ শিষ্য গালিলেয়ায়
প্রেরিতগণের দৌত্য প্রস্থান করিলেন এবং যীশু-
১৭ নির্দিষ্ট একটি পাহাড়ে সমবেত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইলেন। কাহারও কাহারও মনে কিন্তু সন্দেহ ছিল।
১৮ যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "স্বর্গমর্ত্যে
১৯ সর্বাধিকার আমাকে দেওয়া হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া, সকল জাতিকে শিষ্য কর ও তাহাদিগকে পিতা ও পুত্র ও
২০ পবিত্রাত্মার নামে দীক্ষাস্নাত কর। তোমাদিগকে যে সকল আদেশ দিয়াছি, তাহা পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও; আমি জগতের প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত সকল সময় তোমাদের সঙ্গে আছি।"

---

[১৩] সিদ্ধ আগষ্টিন বলেন, "হয়, তোমরা জাগিয়া রহিয়াছিলে—তবে তোমরা চোরকে ধর নাই কেন? নয়, তোমরা সত্যই ঘুমাইয়াছিলে,—তবে কেমন করিয়া চৌর্য্যের বিষয় অবগত ছিলে?"